সাদা কাগজ

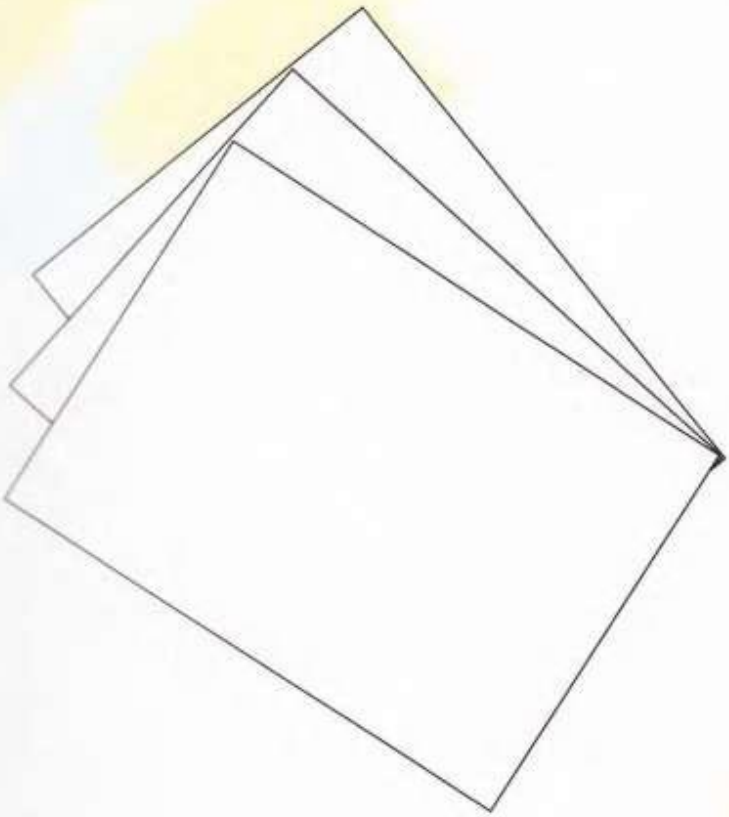

বজলুর রহমান

সাদা কাগজ

বজলুর রহমান

খেয়া প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

সাদা কাগজ

বজলুর রহমান
খে. প্র-৮
প্রকাশনায়
খেয়া প্রকাশনী
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন, বাংলাবাজার, ঢাকা
র‍্যাক্স পাবলিকেশন্স, ঢাকা
গ্রন্থস্বত্ব
লেখক
প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি-২০০৯
কম্পোজ
র‍্যাক্স কম্পিউটার, ঢাকা
মুদ্রণ
মীম প্রিন্টার্স
বাবুপুরা, নীলক্ষেত
ঢাকা-১২০৫।
প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দীন
মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Shada Kagoj Written by Bazlur Rahman
Published by Kheya Prokashoni, Dhaka
First Print February, 2009
Price Tk. 150 only

www.pathagar.com

সাদা কাগজ

প্রতিটি মানুষকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনেকগুলো অধ্যায় অতিক্রম করতে হয়। প্রতিটি অধ্যায় এক একটি জীবন। হোক ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী। এর মধ্যেই ঘটে যায় কতো বিবর্তন। জন্ম সূত্রে সে যা পায় অনেক সময় তা কালের পরিক্রমায় যে পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছে তার মাঝে বিলীন হয়ে যায়। যুগের পর যুগ পরিবর্তনের হাওয়া যেমন প্রচণ্ডভাবে বয়ে চলেছে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে, তেমন মানুষের মনের গতি দুর্বার বেগে তার পিছে ছুটে চলেছে নিরন্তর। প্রাচীনতাকে পায়ে দলে বর্তমানকে টপকে ভবিষ্যতের সোনালী স্বপ্নে মানুষ আজ বিভোর। প্রভু প্রদত্ত প্রদর্শিত পথকে যারা নিজ স্বার্থ হাসিলে কৃত্রিম বাঁধ দিয়ে একচেটিয়া উপস্বত্ব ভোগ করছিল তাদেরই অধঃস্তন পুরুষের মধ্য থেকে প্রতিবাদী কণ্ঠ তাই সহজে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। গোঁড়ামীর জিঞ্জির যারা পরেছিল তাদেরই কঠিন হাতে তা ছিঁড়ে দিতে সহজেই সক্ষম হয়েছে। শিকল পরিয়ে যাকে রাখা হয়েছিল সে কিভাবে তা ছিঁড়ে বেরিয়ে এলো তার নিখুঁত বর্ণনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে এ উপন্যাসে। যার কাহিনী বিন্যাস দু'টি পর্বে সমাপ্ত। প্রথম পর্বের নাম 'পথের শেষে'।

পোড়াবাড়ি
বেনাপোল — বজলুর রহমান
২০শে জুন-২০০৬

www.pathagar.com

তোহ্‌ফা

আমার প্রিয় কবি
কাজী নজরুল ইসলাম
স্মরণে–
লেখক

www.pathagar.com

এক.

ভেতর বাড়িতে বড় রকমের একটা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব চলছিল। তাই পাত্র পক্ষের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও আগে বিয়ের কাজ সমাধা না করে খাওয়া দাওয়ার পর্বটি শেষ করে নিলো। গ্রামবাসীসহ নিমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা অনেক। তার মধ্যে অনিমন্ত্রিতের সংখ্যাও কম ছিলো না। এই কারণে পর্বটি শেষ করতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেলো। কিছু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং বরযাত্রী ছাড়া আর প্রায় সবাই বাড়ির পথ ধরেছে। বিয়ে বাড়ির হৈ চৈ আর নেই। বাড়িটা যেন নিস্তব্ধ এক বোবা পুরীর মতো কারও আগমন প্রত্যাশাতে স্থির হয়ে আছে। এমন তো হওয়ার কথা নয়। বিয়ের নিমন্ত্রণে এসে পাত্র পাত্রীর কবুলের মধ্যে দিয়ে যতোক্ষণ অনুষ্ঠানটি শেষ না হয় ততোক্ষণ মজলিস ছেড়ে চলে যাওয়া এদেশে বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে ধারণাই করা যায় না। আজকের এই ব্যতিক্রমের কারণ হলো বর দেখে সবাই হতাশ হয়ে গেছে। বাদরের গলায় মুক্তার মালা! মীর সাহেব কেবল টাকাই চিনলো! এমন বিয়ে দেখার চেয়ে বাড়ি গিয়ে ঘুমিয়ে থাকা অনেক ভালো। এর চেয়ে আরও বিরূপ মন্তব্য শোনা গেছে নিমন্ত্রিতদের মুখ থেকে। বংশ গরিমায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার মীর পরিবার আজ অর্থের নেশায় মজে গেছে। আদর স্নেহ, মায়া মহব্বত মূল্যহীন জড় পদার্থের মতো আস্তা কুড়ে বিসর্জন দেয়ার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। লাখ টাকার বিনিময়ে এই বাড়ির একমাত্র সুন্দরী কিশোরীকে রোগা পটকা ব্যাধিগ্রস্ত কঙ্কাল সার এক বয়স্ক পাত্রের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিমন্ত্রিত অতিথিরা এই অসামঞ্জস্য বিয়ের ব্যাপারটি জানতে পেরে কেউ খেয়ে, কেউ না খেয়ে সরে পড়েছে। বিয়ের অনুষ্ঠান তাদের প্রতি কোনো আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। অভ্যাগতদের প্রকাশ্য নিন্দা মন্দ বাক্যগুলো নীরবে হজম করে মীর সাহেব মুখে শুষ্ক হাসি টেনে নিজের ইজ্জত বাঁচানোর লক্ষ্যে কেবল বলে চলেছেন– তা যাই বলনা কেন ভাই, মেয়েটি ছোট কিনা, তাই দেখে শুনে বড় লোকের ঘরে দিচ্ছি, সুখ শান্তিতে থাকবে। মুখ পাতলা মানুষগুলো চুপ করে থাকতে পারে না। অনেকে বলেই ফেলেছে বড় জাতের গর্ব আর থাকলো কোথায়! টাকার বিনিময়ে সব বিক্রি

www.pathagar.com

করে দিলেন? ছি! ছি! কথায় বলে উচিত কথার আহম্মক বেজার। শেষ পর্যন্ত মীর সাহেব আরও অপদস্থ হওয়ার আশঙ্কায় অন্দর মহলে ঢুকে নিজের ঘরে চুপ চাপ বসে থাকলেন। তার বড় ছেলে শমসেরই তার পিতাকে বাহির মজলিস থেকে সরিয়ে দিয়ে নিজের চোখ কান বন্ধ করে তাড়াতাড়ি বিয়ের অনুষ্ঠানটি শেষ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। তাদের ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্ন আরও উজ্জ্বলতায় পৌঁছানোর জন্যে বাবা অনেক টাকা পণ নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছে তাতেই সে সবচেয়ে খুশি।

অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যাপারে যারা কাজ করছিল তারাও উপস্থিত মানুষের মুখে নানা মন্তব্য শুনে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছে। ওরাও যার যেই খেয়ে দেয়ে পিছুটান দিয়েছে। যেসব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজন প্রথম প্রথম ছিলেন তারাও নিজেদের বিবেকের কাছে পরাস্থ হয়ে চুপচাপ বসে আছেন। এখন বিয়ের মজলিসে বরযাত্রী ছাড়া আর কাউকেও দেখা যাচ্ছে না। কেবলমাত্র শমসেরের ঘনিষ্ঠ কয়েকজন ঘোরা ফেরা করছে। তাদের ডেকে নিয়ে সে মজলিসে এসে বসলো। এবার বিয়ে পড়ানো হবে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিলো ওকালতি করতে কেউ রাজি হলো না। অগত্যা শমসের নিজে এ দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে অজু করতে গেলো। এর মধ্যে ঘটে গেলো বিপত্তি। বরের ছিলো মৃগী রোগ। এমনই সময় রোগটি তাকে পেঁচে ধরলো। অজ্ঞান হয়ে হাত পা ছেড়ে সেখানেই চিৎ হয়ে পড়ে গেলো। চললো সেবা শুশ্রূষা, কিন্তু কোনো কাজ হলো না। অস্থি কঙ্কাল সার এক শব দেহ যেন বিবাহ মজলিসের মাঝখানে পড়ে থেকে নিরানন্দ পরিবেশটাকে আরও কলুষিত করে দিলো। এমন একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির জন্য কেউ প্রস্তুত ছিলো না। ঘরে বাইরে একটা চাপা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো। বরযাত্রীদের মধ্যে অনেকেই ইতোপূর্বে তাদের আপ্যায়নের ত্রুটির ব্যাপারে যে হৈ চৈ শুরু করছিল হঠাৎ করে তাদের মুখ শুকিয়ে সাদা হয়ে গেলো। তারা আস্তে আস্তে নিঃশব্দে কেটে পড়তে শুরু করলো। কেবলমাত্র বরের নিকটতম আত্মীয়রা তার চতুর্ষ্পাশে বসে সম্ভাব্য পরিণতি কি হতে পারে সেই চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলো। সংবাদ পেয়ে শমসের অজুর কাজ অসমাপ্ত রেখে বাড়ির ভেতরে ছুটে এলো। তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের নিয়ে অচৈতন্য বরের চেতনা ফেরাতে সেবা শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লো। ওদিকে অন্তঃপুরে, মেয়ে মহলে

www.pathagar.com

এমন রোগাক্রান্ত ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দেবো না, তেমন প্রতিজ্ঞা নিয়ে শক্ত অবস্থান তৈরি করছিল।

রাসেদ গতকাল বন্ধুদের সাথে এসে বিয়ের ব্যাপারে যে সাজগোজ চলছিল তাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছিল। গতরাতে তার বন্ধু বাসেতের সাথে ভেতর বাড়িতে থাকবার ব্যবস্থা হলেও সে যায়নি। সে যুক্তি দেখালো বাইরের বৈঠকখানায় আরও যেসব অতিথি আছেন তাদের সাথে রাত কাটাবে। একটা নতুন পরিচিতি তো থাকবে। যে আসল কারণটির জন্য সে বন্ধুর মা আর মামির আবেদন এড়িয়ে গেছে সেটা কারও কাছে প্রকাশ করেনি। সেটি হচ্ছে– বোনদের সাথে আবার এই আপদ এসে জুটলো কেন! মুখ ফুটে না বলা এমন মন্তব্যটি যে মীর সাহেব আর বড় ছেলে শমসের বার বার বলতে গিয়ে চেপে গেছে তাদের মুখের চেহারা দেখেই রাসেদ বুঝে নিয়েছে। তাই সে তাদের থেকে দূরত্ব রেখে বন্ধু ও অন্যান্যদের সাথে মিলে বিবাহ অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যা করণীয় তা সে পালন করে এসেছে। বন্ধুর বোন বিধায় নিজের মনে করে আন্ত রিকতা সহকারে আনন্দ বাড়ানোর উপকরণ যথাযথভাবে স্থাপন করেছে। আধুনিক মানের আসর সাজানোতে আর সবাই খুশি হলেও মীর সাহেব আর শমসের তাদের নিপুণ হাতের ছোঁয়া পছন্দ করেনি। একটা তীক্ষ্ম দৃষ্টির রাসেদের চোখ এড়ায়নি। বন্ধুর মায়ের একান্ত ইচ্ছায় সে এই বিয়ে বাড়িতে এসেছে। তাই তাকে নিয়ে কে কি ভাবলো তা সে আমলই দিলো না। তার সর্বদা হাসিমুখ, আসর সাজানোর নিপুণতা দেখে অতিথিদের মধ্যে কেউ ভাবতেই পারেনি যে সে মীর বাড়ির কারও পরমাত্মীয় নয়। ভেতরের ডাকটি সে কৌশলে এড়িয়ে বাহিরের হৈ চৈ, আনন্দের মধ্যে ডুবে থাকলো। সে শুনেছে বন্ধুর মামাতো বোন মোহসীনা খুব সুন্দরী। তা সে ভেবে নিয়েছে তার বরও নিশ্চয় তেমন একজন রাজপুত্রের মতো দেখতে সর্বগুণ সম্পন্ন হবে। কল্পনার জালে নিজের ধারণাকে জড়িয়ে নিয়েই বিবাহ মঞ্চের সৌন্দর্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। হঠাৎ করে তার উদ্যাম উৎসাহে আনন্দের ভাটা পড়ে গেলো। ছেলে মেয়ের হৈ চৈ– বর এসেছে, বর এসেছে চিৎকার শুনে সে তার বন্ধু বাসেত এগিয়ে গেলো দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো সাজে সজ্জিত গেটের দিকে। বাহনের মধ্যে বর দেখে দু'বন্ধুই চম্‌কে উঠলো। একী মানুষের জীবিত সন্তান! না, শ্মশান থেকে উঠিয়ে নিয়ে আসা বন্য জন্তুর খুবলে খাওয়া শব দেহ!! একটা অব্যক্ত বেদনায় দু'বন্ধুই

www.pathagar.com

কঁকিয়ে উঠলো। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যারা বর দেখার জন্য আনন্দ করতে করতে সেখানে জড় হয়েছিল– তারা কেউ নাক সিটকাল, কেউ বিরূপ মন্ত ব্য করলো, ছোটদের মধ্যে কেউ কেউ হুনুমান বলে চিৎকারও করে উঠল। আস্তে আস্তে ভিড় ঠেলে দু'বন্ধুই বেরিয়ে এলো। অথচ ওদেরই বরকে মঞ্চে নিয়ে আসবার কথা। রাসেদ সেখান থেকে বেরিয়ে একটু দূরে একটা আম গাছ তলায় গিয়ে দাঁড়াল। এখানে আর একদণ্ডও থাকবার ইচ্ছা তার নেই। সে যদি মায়ের সাথে দেখা করতে পারতো তাহলে এই অর্থলোলুপ নিষ্ঠুর পিতার বংশ গরিমার মুখে পদাঘাত করে এখনই এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়তো। বন্ধু যে তার সাথে এদিকে আসেনি তা সে এতোক্ষণ খেয়াল করেনি। চারিদিকে চেয়ে দেখলো তেমন কাউকে পাওয়া যায় কিনা যাকে দিয়ে বন্ধুকে ডেকে পাঠাতে পারে। ওদিকে বাসেত সোজা ভেতর বাড়িতে ঢুকে বরের বিবরণ পেশ করতেই একটা গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলো।

রাত বাড়তে থাকে। বরের চেতনা ফেরে না। কয়েকজন সাথি নিয়ে শমসের অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করতে থাকে। এমতাবস্থায় কনের মা খালা আর ফুফুরা কি করবে তা স্থির করে ফেললেন। বাসেতকে করণীয় বিষয়টি জানিয়ে সেটা সমাধা করবার সব দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করলেন। বাসেত বাইরে বেরিয়ে এলো, রাসেদকে খুঁজে বের করতে কিছুটা সময় গেলো। এখন রাত দশটা বেজে গেছে। মা ডাকছেন বলে জোর করে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলো ভেতর বাড়িতে। এর আগে মা অনেকবার ডাকতে পাঠিয়েছেন কিন্তু সে একবারও যায়নি, বাসেত তাকে নিয়েও যেতে পারেনি। এবার যে কেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার সাথে গেলো তা সে নিজেই বুঝতে পারলো না। মামীর অনুরোধ আর মায়ের আদেশ তাকে বোবা বানিয়ে দিলো। স্বপ্ন দেখতেও সময় লাগে কিন্তু তার চেয়েও কম সময়ে সে এক নতুন জগতে প্রবেশ করলো। বাসেত নিজেই উভয়ের পরস্পরের স্বীকৃতির মাধ্যমে চিরস্থায়ী বন্ধনের কাজ সমাধা করে দিলো। মেয়ে মহলে একটা স্বস্তি ফিরে এলেও এর সম্ভাব্য পরিণতি কি হতে পারে তা কেউ ভেবে দেখার সময় পায়নি। বাহিরে অচৈতন্য বরের চেতনা না ফেরার কারণে ভীষণ চিন্তার মধ্যে সময় বয়ে যাচ্ছে শমসেরের। ভেতর বাড়ির এই ষড়যন্ত্রের কথা যখন তার কানে পৌঁছলো তখন সে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে ছুটে গেলো অন্তঃপুরে। শুনল ঘটনা সত্য। সে কোনো প্রকার উত্তেজিত না

www.pathagar.com

হয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। বোনের বিয়েতে কোনো রকম অঘটন ঘটতে পারে এমন আশঙ্কায় সে প্রথমেই লেঠেল সর্দার রজব আলী হাওলাদার আর তার কয়েকজন সঙ্গীকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে এসেছিল। তারা বাইরে মঞ্চের উপর বরের চারপাশে বসেছিল। শমসের বাইরে এসে ইশারা করতেই তারা ছুটে নেমে এলো। যে মীর বাড়ির অন্তঃপুরে হাওয়া প্রবেশ করতেও ভয় পেতো সেই কঠিন পর্দা প্রথার নিয়ম ভঙ্গ করে চার পাঁচজন লেঠেল সঙ্গে নিয়ে শমসের ভেতরে ঢুকে গেলো। যে ঘরে রাসেদকে নিয়ে বাসেত, মা, স্ত্রী, মামী খালাদের নিয়ে বসেছিল সেখানে গিয়ে ঢুকে পড়লো। একটি সাদা কাগজ রাসেদের সামনে মেলে ধরে বললো– বিয়ে করেছিস ভালো কথা এবার ভালো ভালো তালাক দিয়ে সরে পড় যদি জানে বাঁচতে চাস। ঘরের মধ্যে যারা ছিলো তারা সবাই একযোগে বাধা দিতে এগিয়ে এলে শমসেরের ইঙ্গিতে লেঠেল বাহিনী ঘরে ঢুকে জোর করে রাসেদকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘরে শিকল তুলে দিয়ে বেরিয়ে গেলো। বাইরে বের করে নিয়ে গিয়ে একটি ধারাল ছোরা তার সামনে ধরে বললো– শীঘ্র কইরা তালাক লিখ্যা দে নইলে এখনই গলা কাইট্যা নিমু। রাসেদ কাঁপা হাতে কলম তুলে নিয়ে কাগজের নিচে নাম লিখে দিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বললো, আপনারা যা খুশি লিখে নিন আমি সই করে দিয়েছি। শমসের 'পরে লেখব' বলে কাগজটি ভাঁজ করে পকেটে পুরে ওদের নিয়ে ঘাটের দিকে গেলো। কি করতে হবে লেঠেল সর্দারের কানে কানে বলে দিয়ে সে বাড়ি ফিরে এলো। এর মধ্যেই বাড়িতে হা-হুতাশ, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে কান্নার রোল পড়ে গেছে। যে বাড়ির মেয়ে মহলের একটা টু শব্দ বাইরে প্রকাশ পায় না সেই বাড়ির ভেতর থেকে অনেকগুলো মেয়েদের কান্নার আওয়াজ শুনে পাড়া প্রতিবেশীরা ছুটে এলো কি ব্যাপার জানতে। দেখতে দেখতে ঘটনাটি একান ওকান হতে হতে সমস্ত গ্রাম ছড়িয়ে পড়লো। অল্প সময়ের মধ্যে মীর বাড়ির ভেতরে মেয়েদের আর বাহিরে পুরুষের ভিড় জমে গেলো। বন্দীদশা থেকে ছাড়া পেয়ে বাসেত ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো। ব্যাপারটি তার কাছ থেকে শুনে গ্রামের মানুষ শমসেরকে বদমায়েশ শয়তান বলে গালাগাল দিতে লাগলো। সেই তার বাবার কানভারি করে এমন অসম বিয়ের ব্যবস্থা করেছে। তারপর যদিও মেয়েটির একটি গতি হলো তাও শয়তানটার সহ্য হলো না। কোথায় সে!

www.pathagar.com

খুঁজে বের করতে হবে। দেখি সেই ছেলেটিকে কোথায় নিয়ে গেলো। কয়েকজন বয়স্ক নেতৃস্থানীয় মানুষ ধমক দিলো উপস্থিত ছেলেদের। এই ছেলেরা তোরা এখনও দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? তাড়াতাড়ি শমসেরকে খুঁজে বের করে নিয়ে আয় নইলে রজব আলীর হাতে দিলে হয়তো বড় গাঙে ছেলেটাকে ভাসিয়ে দিয়ে আসবে। একদল জোয়ান ছেলেদের নিয়ে বাসেত অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লো। বাড়ির আঙিনায় এসে শমসের অনেক মানুষের হাক ডাক শুনে ঘাবড়িয়ে গেলো। সে বুঝল এখনই বাড়ি ঢুকলে তার জীবন বাঁচানোর দায় হয়ে যাবে। কেননা সে তো আর কোনো প্রকারেই রাসেদকে তাদের হাতে এনে দিতে পারবে না। রজব আলী এতোক্ষণ তাকে হয়তো হাত পা বেঁধে বড় গাঙে ফেলে দিয়েছে। বাঁচতে হলে এখনই তাকে সরে পড়তে হবে। সে তখনই অন্ধকারে গা ঢাকা দিলো। গ্রামের জোয়ান ছেলেরা কয়েক দলে বিভক্ত হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। গ্রাম, পার্শ্ববর্তী গ্রাম, নদীর পাড়, খালের মধ্যে, মাঠের ভেতর রাত দু'টো পর্যন্ত খোঁজা-খুঁজি করলো। তার স্ত্রী বললো– কোথায় গেছে জানি না, ঘরে নেই। সবাই হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে গেলো। মধ্য রাতের পর বরের চেতনা ফিরে এলো। তাদের খোঁজ-খবর নেয়ার একটি মানুষও সেখানে নেই। রাতে বর এবং তার সঙ্গীদের শয়নের ব্যবস্থাও কেউ করলো না। তারা সেই মঞ্চের উপরেই যেভাবে ছিলো তেমনই গড়িয়ে রাত পার করলো। ওদিকে রাসেদকে জোর করে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর থেকেই কনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সমস্ত রাত এমনি ভাবে কেটে গেলো, তার মাথায় পানি দেয়া, বাতাস করা, সেবা যত্নের ত্রুটি না হলেও জ্ঞান ফিরে আসেনি। বাড়ির আর সব মহিলাদের দুশ্চিন্তায় রাত গেলো, কেউ একটুও দু'চোখের পাতা বুঁজতে পারেনি।

পরদিন সকালেও শমসেরের কোনো খোঁজ-খবর না পেয়ে বাসেত কয়েকজন যুবককে সাথে নিয়ে গেলো রজব আলীর বাড়ি। তাকেও পেলো না। কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ মুরুব্বিয়ান পরামর্শ দিলো, থানায় যেতে। অগত্যা বাসেত আর কি করে বাধ্য হয়েই কঠোর পদক্ষেপ নিতে থানায় যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লো। তার ছোট মামার ছেলে আর পাড়া সম্পর্কে ভাই এমন জন চারেক তার সঙ্গী হলো। তারা নদীর ঘাটে গিয়ে দেখে মেজ দারোগা চারজন সিপাই নিয়ে নৌকা থেকে নামছেন। তাদের পেছনে বরের

www.pathagar.com

এক মামা। তিনি এসেছিলেন ভাগ্নের বিয়েতে। সমস্ত রাত অনাদরে অবহেলায় মশার কামড় সহ্য করে এক প্রকার অবাঞ্ছিত বোবার মতো মঞ্চের উপর রাত কাটিয়েছেন। ভোরবেলা তিনিই থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেছেন– মীর সাহেব লক্ষাধিক টাকার বিনিময়ে তার মেয়েকে আমার ভাগ্নের সাথে বিয়ে দেয়ার অঙ্গিকার করে দিন ধার্য করেছেন। আমরা সেই মোতাবেক গতকাল অপরাহ্নে ভাগ্নেকে নিয়ে বিয়ে করাতে আসি। প্রথম প্রথম আমাদের প্রতি কৃত্রিম সমাদর দেখালেও পরবর্তীতে চরম প্রতারণা করা হয়েছে। আমরা খাওয়ার আগে বিয়ে পড়ানোর দাবি জানালে তারা তা অস্বীকার করে প্রথমে খেতে দেয়। খাওয়ার পরে আমার ভাগ্নে হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এর পরে আমাদের প্রতি তাদের বিমাতাসুলভ আচরণ চলতে থাকে। আমার সন্দেহ– কন্যা পক্ষ বরের খাবারের মধ্যে কোনো বিষাক্ত কিছু মিশিয়ে দিয়ে তাকে অজ্ঞান করে ফেলেছে। সমস্ত রাত তারা আমাদের কোনো খোঁজ-খবর নেয়নি। তাছাড়া অনেক রাত অবধি মীর বাড়িতে বহু মানুষের সমাগম হয়েছে। তাদের হাক-ডাক, গালাগালি, নানা প্রকার খারাপ মন্তব্য শুনতে পেয়েছি। একটা মারমুখি ভাব বুঝে আমরা তাদের সামনে যাইনি। বাড়ির ভেতরের দিকে কান্নার আওয়াজও শুনেছি কিন্তু কি হয়েছে তা জানিনে। সকালেও কাউকে না পেয়ে বাধ্য হয়ে থানার স্মরণাপন্ন হয়েছি।

বরের মামা নিজাম সাহেবের বক্তব্য ডাইরীতে লিখে নিয়ে দারোগা সাহেব এসেছেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। বাসেতকে দেখে দারোগা সাহেব নিজেই সালাম পেশ করে কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করলেন। বাসেত সালামের উত্তর দিয়ে বললো– ভীষণ বিপদের মধ্যে পড়ে আপনার কাছে যাচ্ছিলাম। বিস্মিত দারোগা সাহেব বললেন– আপনার বিপদ তার জন্যে আপনি থানায় যাবেন কেন? লোক মারফত সংবাদ দিলে আমিই চলে আসতাম। এখানে কোথায় আপনার বিপদ, চলুন আগে সেটাই দেখি।

আগে আর পিছে কি, মনে হয় একই কেইছ। চলুন, আপনার গন্তব্যস্থানে পৌঁছে সব বিস্তারিত শুনতে পাবেন। বিখ্যাত খোনকার বাড়ির ছেলে বাসেত। বর্তমান গদিনশিন পীর। দারোগা সাহেবদের পরিবার কয়েক পুরুষ ধরে এই পীর বংশের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে আসছেন।

www.pathagar.com

বর্তমান পীর সাহেব বয়সে অনেক ছোট হলেও তিনি তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দেখে থাকেন। মীর বাড়ি গিয়ে বেশ মনোযোগ সহকারে তিনি তার পীর সাহেবের কথা শুনলেন। বাড়ির কর্তা মীর সাহেবকে আগেই ডেকে নিয়েছিলেন। উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে দারোগা সাহেব দুঃখ করে বললেন– খান্দানী পরিবারে এমন দুষ্টচক্র ঢুকে পড়লো কেমন করে! সব অনর্থের মূল দেখছি আপনার ছেলে শমসের আলী। তাকে হাজির করুন।

মীর সাহেব বললেন– সে কোথায় আমি জানি না।

তাহলে পীর সাহেবের বন্ধু রাসেদের অপহরণের দায় আপনার উপরই চেপে যাচ্ছে।

এ ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।

মেয়ের বিয়েতে এক লক্ষ টাকা পণ নিয়েছেন এটাতো সত্য?

হ্যাঁ।

গতকাল বিয়ের দিন ছিলো?

ছিলো।

বর পক্ষরা এসেছিলেন?

এসেছে।

বরের হাতে কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন?

করা হয়নি।

কেন?

বিয়ের অনুষ্ঠান শুরুর আগেই বর অজ্ঞান হয়ে যায়। যার কারণে প্রবল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এরপর কোথা দিয়ে কি হয়ে গেলো তা আমি নিজেও জানি না।

জানি না বললেই তো এড়িয়ে যেতে পারেন না। এরপর যখন বরের জ্ঞান ফিরে এলো তখন বিয়ের কাজ সমাধা করলেন না কেন?

তখন আমি প্রবল চাপের মধ্যে ছিলাম।

চাপটা কোথা থেকে এলো?

আমার স্ত্রী, বোন ও অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের তরফ থেকে।

আপনার ভাগ্নে যে যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো বললেন তা শুনেছেন?

www.pathagar.com

শুনেছি।

তা কতটুকু সত্য?

বলতে পারবো না।

আপনি বাড়ির কর্তা হয়ে বলতে পারেন না অথচ গ্রামের মানুষ সাফাই দিচ্ছে। আপনার ছেলেকে নিয়ে আপনি এমন অসম বিয়ের যোগাযোগ করেছেন। স্ত্রীর মতামতও আপনি নেননি। আপনার মেয়ের বয়স কতো?

চৌদ্দ বছর।

আপনি আইন ভঙ্গ করেছেন। নাবালিকা মেয়ের বিয়ে দেয়া সরকারি আইনে নিষেধ।

এর চেয়েও তো ছোট মেয়ের বিয়ে হচ্ছে।

পরস্পর সমঝোতার মধ্যেই হয়ত দু'একটা এমন হচ্ছে তবু সেটা বেআইনী। বর পক্ষ আপনার বাড়িতে বর্তমান। মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিন ওরা বউ নিয়ে বাড়ি যাক।

মেয়ে কাল রাত থেকে বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে এখনও জ্ঞান ফেরেনি।

বুঝতে তো পারছেন– বর পক্ষ এ বাড়িতে উপস্থিত থাকা পর্যন্ত জ্ঞান ফিরবে না।

হতে পারে।

তাহলে পাত্র পক্ষদের মূল টাকা আর ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিন ওরা চলে যাক, আপনার মেয়েও হাফ ছেড়ে বাঁচুক।

আমাকে দু'দিন সময় দিতে হবে।

সময় পেতে পারেন যদি বর পক্ষদের ঐ দু'দিন জামাই আদরে রাখতে পারেন। আমার মনে হয় তাতে আপনার পরিবারে অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। আপনি পীর সাহেবের বড় মামা বিধায় আমি আপনাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছি না, কেবল টাকাসহ ক্ষতিপূরণটাই দিতে বললাম। যদি সম্মানের সাথে থাকতে চান তাহলে ওদের প্রাপ্য দিয়ে বিদায় করে দিন। আর রাসেদ সাহেবকে অপহরণ করার জন্য আপনার ছেলেকে আসামী করলাম। যতোক্ষণ পর্যন্ত পীর সাহেবের বন্ধুকে তার হাতে তুলে না দিচ্ছে ততোক্ষণ আমি তাকে ছাড়ছি না, যেখানেই পাবো সেখান থেকেই এ্যারেস্ট করবো।

www.pathagar.com

দুই.

মীর বাড়ির আকাশ ঘন মেঘে ছেঁয়ে গেছে। কেটে যাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, বরঞ্চ আরও গাঢ় হয়ে আসছে। তিন দিন পার হয়ে গেলো তবু শোকের ছায়া যেনো আরও ঘনিভূত হতে চলেছে। বিস্তীর্ণ এলাকা ব্যাপী তন্ন তন্ন করে খুঁজেও রাসেদকে পাওয়া গেলো না। শমসেরও যে সেই রাতে গা ঢাকা দিয়েছে তারও কোনো সন্ধান নেই। তাই অনেকেই আশঙ্কা করছে হয়তো রাসেদকে খুন করে নদীর তলদেশে ডুবিয়ে দিয়েছে। নইলে শমসেরই কেন পালিয়ে থাকবে! বাসেতের মায়ের আহাজারি– ছেলেটা ডেকে নিয়ে এসে মেরে ফেললাম! শিরিনার কান্না তো কেউ বন্ধই করতে পারছে না। রাসেদ তার পাতানো ভাই হলেও আপনের মতো তার হৃদয়ের রক্তের সাথে যেনো মিশে রয়েছে। তার দুঃখটা সবচেয়ে বেশি। সে বার বার বলছে– মায়ের নামে চিঠি লিখে আমিই তো তাকে ডেকে নিয়ে এলাম! যদি তাকে সাথে করে না নিয়ে আসতাম তাহলে কি এমনভাবে আমার অন্তর ছিড়ে নিয়ে হারিয়ে যেতো! তার তো কোনো দোষ ছিলো না। ফুলের মতো মেয়েটিকে বাঁচাতেই তো মামীদের অনুরোধে জোর করে তাকে বিয়ে করতে বাধ্য করা হলো। তাতে সব কুলই তো বেঁচে যেতো এটা মামা, শমসের ভাই বুঝলেন না কেন? সঙ্গে সঙ্গে তালাকই যখন নেয়া হলো তখন তাকে নিয়ে আমাদের সেই রাতেই এ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বললো না কেন? অপরাধ যদি হয়ে থাকে তা সে আমাদের। যতো কঠিন সাজা আমাদের দিতো আমরা তা মাথা পেতে নিতাম, আমার নিরাপরাধ ভাইটিকে কেন নিষ্ঠুরভাবে ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করে দিলো!

ওদিকে মীর সাহেবের কিশোরী কন্যা মোহসীনার অবস্থা আরও শোচনীয়। বিয়ের পরেই যখন শুনলো বড় ভাই শমসের তার স্বামীর কাছ থেকে জোর করে তালাক নামা লিখে নিয়ে তাকে লেঠেলদের হাতে তুলে দিয়েছে তখনই সে মূর্চ্ছা গেলো। পরদিন অপরাহ্নে তার জ্ঞান ফিরলেও তাকে কেউ উঠাতে পারেনি। তিন দিন সেভাবেই সে বিছানায় পড়েছিল। এক গ্লাস পানি পর্যন্ত তাকে খাওয়ানো যায়নি। তিন দিন পর শিরিনা তার গলা জড়িয়ে ধরে অনেক কান্নাকাটি করে বললো– তুই চিরদিন আমার ভাবী হয়েই থাকবি।

www.pathagar.com

এ পরিচয় আমি কোনো দিন মুছে ফেলতে পারবো না। আমার ভাই যদি বেঁচে থাকে তাহলে একদিন অবশ্যই তোদের মিলন হবে। এভাবে পড়ে থেকে মরে গেলে তাকে পাবি কি করে! তার অপেক্ষায় তোকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। আমরা অবলা নারী, মহান আল্লাহ আমাদের সহায়। তুই বিছানা ছেড়ে উঠে পড়, গোসল করে খেয়ে নে।

মোহসীনা দু'হাতে শিরিনার গলা জড়িয়ে ধরে ফুফিয়ে কেঁদে উঠলো। শিরিনা তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো। তুই কাঁদিসনে ভাবী! আমি সব সময় তোর পক্ষ হয়েই থাকবো।

কান্নাজড়িত কণ্ঠে মোহসীনা বললো– ভাবী! বাসেত ভাই আর তুমি আমাকে ফেলে যাবে না তো?

তুই তো আমাদের বউ। তোকে কেমন করে ফেলতে পারি?

শুনলাম– আমার ভাই তার কাছ থেকে লিখে নিয়েছে। মোহসীনা কথা শেষ না করে ডুকরে কেঁদে উঠলো।

এমন সময় তার বড় ভাবী সানজিদা বেগম এসে বসলো। বললো– তুই কাঁদিস না বোন।

মোহসীনা কাঁদতে কাঁদতে বললো– ভাবী, তুমি ভাইকে বলো আমার গলা টিপে মেরে ফেলতে।

কি অলুক্ষণে কথা বলছিস্ তুই?

আমার বেঁচে থেকে কি লাভ! কার জন্যে আমি বাঁচবো?

তোর স্বামীর জন্যে।

তিনি তো আর আমার নেই।

থাকবে না কেন?

ভাইতো জোর করে তার কাছ থেকে লিখে নিয়ে তাকে কোথায় নিয়ে গেছে তা কেউ জানে না। হয়তো মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে।

তুই যা শুনেছিস সব মিথ্যে কথা।

তাহলে ভাই পালিয়ে রয়েছে কেন?

বাড়িতে পুলিশ এসেছিল, সেই ভয়ে।

www.pathagar.com

গতকাল রাতে বাসেত ভাইকে মায়ের সাথে বলতে শুনলাম তাকে সাথে করে ভাই বাড়ি এলে পুলিশ কিছুই বলবে না।

আমার মনে হয় রাসেদ সাহেবকে তার দেশের বাড়িতে রেখে আসতে গেছে।

তিনি তো কোনো দোষ করেননি। তোমাদের চোখে যারা দোষ করেছে তারা তো সবাই বাড়িতে আছে। একটা মানুষকে ভাই কেন জোর করে ধরে নিয়ে গেলো?

যেখানেই নিয়ে যাক তিনি তোর স্বামী হয়েই আছেন।

তুমি আমাকে মিথ্যে বলে যতোই প্রবোধ দাও না কেন, আমি কিছুতেই তোমার ধোঁকায় পড়বো না। যারা নিজের চোখে দেখে বলাবলি করেছে তা সব তো আমি শুনেছি।

তারা যা দেখেছে তাই বলেছে। কিন্তু কাগজে কি লেখা হয়েছে তা তারা জানে না।

তুমি কি করে জানো?

জানি বলেই তো বলছি।

তাহলে তোমরা স্বামী-স্ত্রীতে যুক্তি করেই তাকে মেরেছ, আমাকেও মারবার ব্যবস্থা করেছ।

তিন দিন ধরে তুই কিছু মুখে দিস্‌নি শরীর দুর্বল, কখন মাথা ঘুরে পড়ে যাবি বলা যায় না। আগে খেয়ে নে, পরে সব জানতে পারবি। কথা শেষ করে সানজিদা দু'হাতে ধরে মোহসীনাকে উঠাতে গেলো। সে তার ভাবীর পা জড়িয়ে ধরে বললো– ভাবী, তোমার দু'টি পায়ে ধরি, তুমি আগে আমাকে সত্য ঘটনা খুলে বলো।

তার গলার আওয়াজ ক্ষীণ, নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এলো। কান্নার মতো শক্তিও সে হারিয়ে ফেলেছে। পাশে জড় পদার্থের মতো স্থির হয়ে বসে থাকা শিরিনা উঠে দাঁড়িয়ে সানজিদার হাত ধরে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো, তোমরা এতো নিষ্ঠুর হয়ো না ভাবী! ওকে মেরে ফেলো না, বাঁচবার পথ বাতলে দাও।

দূর পাগলী! ওকে মারতে যাবো কোন্ দুঃখে!

না খেয়ে মানুষ কতোদিন বাঁচে! ওতো ছেলে মানুষ, কতই বা ওর বয়স!

www.pathagar.com

দেখছ না কেমন করে নিস্তেজ হয়ে এসেছে! আমার ভাইয়ের সাথে ওর কয়েক মিনিটের সম্পর্ক ছিন্ন হলেও সে তো তোমাদেরই চিরদিন থাকবে।

তোমারও দেখছি মাথা খারাপ হয়ে গেছে। তোমার ভাই ওরই আছে। তোমার মিথ্যা ধোঁকায় কান দিতে চাই না বলে শিরিনা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

শোন্ মোহসীনা, তুই কারও কথায় কান দিস্‌নে, তোদের বন্ধন ছিন্ন হয়নি।

কী করে?

প্রমাণ আমার কাছে আছে, তোকে দেখাতে পারি। কাউকে বলবি না তো? কথা শেষ হতেই মোহসীনা অতি কষ্টে উঠে বসলো। ক্ষীণ কণ্ঠে বললো– তোমার দোহাই ভাবী, তুমি আমাকে প্রমাণ দেখাও আমি কাউকেও কিছু বলবো না। সানজিদা ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা ভাঁজ করা সাদা কাগজ বের করে মোহসীনার হাতে দিলো। সেটা হাতে করে ভাঁজ খুলে দেখলো পূর্ণ পৃষ্ঠাটি সাদা, কেবল নিচে এক কোণে রাসেদের নাম লেখা।

সেই কাগজটি কি এই ভাবী?

হ্যাঁ।

তুমি পেলে কোথায়?

তোর ভাই জামার পকেটে রেখে দিয়েছিল, আমি গোপনে বের করে নিই।

আর কিছু লেখা নেই কেন?

লেখার সুযোগ পায়নি। তার কাছ থেকে নাম সই করে 'পরে লিখবো' বলে পকেটে রেখে দেয়।

তুমি কি করে বুঝলে এটাই সেই কাগজ?

রাসেদ সাহেবকে যখন ঘর থেকে বের করে নিয়ে যায় তখন আমি তাদের পিছু পিছু যাই, অন্ধকারে ওরা আমাকে দেখতে পায়নি।...এবার নাওয়া খাওয়া করে শান্ত হয়ে থাক। কাগজটি যখন অক্ষত অবস্থায় পেয়েছি তখন আমি আশাবাদী তাকেও একদিন পাবো।

তোমাকে ধন্যবাদ ভাবী! এই সাদা কাগজটি অবলম্বন করেই আমি বেঁচে থাকতে পারবো। তার স্বহস্ত লিখিত নামটিই আমাকে বেঁচে থাকার প্রেরণা জোগাবে।

পাঁচ দিন বিরামহীনভাবে খোঁজা-খুঁজি করেও যখন রাসেদ কিংবা শমসেরের

www.pathagar.com

কোনো সন্ধান পেলো না তখন বাসেত হতাশ হয়ে মা, স্ত্রী শিরিনা ও ছেলে ফরিদকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো। তাদের আসবার সময় মোহসীনা জিদ ধরলো আমাকে নিয়ে চলো। শিরিনা তাকে বুঝালো এমতাবস্থায় তুই মায়ের কাছে থাকলে তিনি যেমন স্বস্তি পাবেন, তুইও তেমন শূন্য স্থানটার কথা ভুলে থাকতে পারবি। মনে করবি সে বাড়ি গেছে, সময়মত এসে তোকে নিয়ে যাবে। ভাই ছাড়া তোকে একা নিয়ে গেলে আমি যে পাগল হয়ে যাবো বোন! আমাকেও বাঁচতে দে। আমি বাড়ি গিয়ে তোর ভাইকে তার বাড়ি পাঠিয়ে দেবো। তাকে সঙ্গে করে এনে আমাদের বাড়ি রেখে তোকে নিয়ে যাবে। মামীর সাথে আমার সেই কথাই হয়েছে। বাসেত বাড়ি এসে পরদিনই সকালে ঝালকাঠি রওনা হয়ে গেলো। রাসেদ নিখোঁজ এ সংবাদ শুনে তার শালা ভাবী মা সবাই ভীষণভাবে চমকে উঠলেন। কালাম মিয়া তখনই বাসেতকে সঙ্গে নিয়ে শহরে বেরিয়ে পড়লেন। যাদের সাথে রাসেদের ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ছিলো সেখানে আগে খোঁজ নেয়ার মনস্থ করলেন। কিন্তু কেউ তার খবর বলতে পারলেন না। আরও দুঃখ প্রকাশ করে বললেন– রাসেদ সাহেব আমাদের অন্তরে দাগ কেটে চার বছর আগে চলে গেছে আর একদিনও সেই দাগ মুছতে এলো না। তার কথা আমরা ভুলতে পারিনি। সে তো কারও শত্রু হতে পারে না, নিখোঁজ হলো কী করে?

বাসেত সবাইকে বলেছে– আগে তাকে খুঁজে বের করি পরে সব কথা বলবো। সব জায়গায় অনুসন্ধান করে বাসেত বড় আশা নিয়ে শেষে গেলো নির্মল কুমারদের বাড়ি। তাকে পেয়ে নির্মল আর তার ছোট বোন খুব খুশি হলো। পরে যখন রাসেদের নিখোঁজ সংবাদটি পেলো তখন তারা দুঃখে শোকে ভেঙ্গে পড়লো। সে ব্যথাভরা কণ্ঠে বললো– রাসেদ আমাদের পরিবারে এমনভাবে উদয় হয়েছিল যা স্বপ্নের মতো। এ পরিবারে তার শূন্যস্থানটি বড় বেদনাদায়ক। গত চার বছরেরও বেশি সময় পার হয়ে গেলো সে এলো না। প্রথম প্রথম নিয়মিত চিঠি-পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ হতো। পরে বছর দুই সে আমাদের আর কোনো চিঠি লেখেনি।

মাধবী দি'র কাছেও লেখে না?

সে আজ দু'বছর বরিশাল বি.এম. কলেজে ডিগ্রী পড়ছে। সেখানেই থাকে। সেও বলে, চিঠি লিখে উত্তর পাওয়া যায় না। গতবার কোলকাতায় দাদার

www.pathagar.com

বাসায় যাওয়ার পথে আমি ওদের বাড়ি গিয়েছিলাম। তার বাবা বললেন– রাসেদ যশোর এম.এম. কলেজে পড়ে সেখানেই থাকে, প্রতি মাসে একবার বাড়ি আসে। আমি তার এক ভাইকে সাথে নিয়ে কলেজে গেলাম। সে আমাকে পেয়ে আনন্দের আবেগে দাদা যে! বলে জড়িয়ে ধরলো। আমার অভিযোগের জওয়াবে সে বললো– বেয়াদবি মাফ করবেন দাদা! পড়াশোনায় অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি তাই যোগাযোগ করবার সময় পাই না। ফাইনাল পরীক্ষা আর মাত্র কয়েক মাস আছে। সিদ্ধান্ত নিয়েছি পরীক্ষা শেষে আমি হঠাৎ করে গিয়ে আপনাদের অবাক করে দেবো। তারপর বাড়িতে কে কেমন আছে সবার খোঁজ-খবর নিলো। আমাকে সাথে নিয়ে বাড়ি এলো। দু'দিন অত্যন্ত আদর-যত্ন করে আমাকে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলো। তাদের পরিবারের ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তৃতীয় দিন সকাল দশটায় স্নান করে, খেয়ে ও আমার সাথে বর্ডার পর্যন্ত গেলো। আমি এপারে চেকিং-এর কাজ সেরে ওপারে না যাওয়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করলো। আমার সাথে তার এই শেষ দেখা। আমি তার সম্পর্কে যতটুকু জানি– সে একটা শিক্ষিত ভদ্র বংশের ছেলে। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সব জাতির মানুষের সাথে সে প্রাণ খুলে মিশতে পারে। তার প্রজ্ঞা, বিজ্ঞতা, সততা সবাইকে মুগ্ধ করে। আমি জানি আমার বোন মাধবীর তার প্রতি দুর্বলতা আছে। এতে আমাদের পরিবারের কেউ তার প্রতি ক্ষুব্ধ নয়। বরং একটা প্রবল বিশ্বাস নিয়েই আছে, ভবিষ্যৎ তাদের জন্য উজ্জ্বল।

বাসেত বললো– দাদা, মাধবী শিরিনার বান্ধবী তাই আমিও এ বিষয়টা কিছু কিছু জানি। কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হলো ব্যাপারটা অন্য রকম।

সেটা কী?

দু'বছর ধরে যখন যোগাযোগ বন্ধ। তখন ধরে নেয়া যায় তারা পরস্পর থেকে দূরে সরে গেছে।

আপনি অনেক কিছু ভাবতে পারেন কিন্তু আমি মনে করি দেশ উল্টে গেলেও তারা একজন আরেকজনকে ফেলে দূরে সরে যাবে না। কেননা– রাসেদের অন্তরের ভেতরে একটা শিশুসুলভ সরলতা সর্বদাই বিরাজ করে তাই তার মধ্যে স্বার্থপরতা নেই। প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা উদার মনোভাব তাকে অহরহ বেষ্টন করে আছে। এমন স্বর্গীয় ফুলের কোনো শত্রু থাকতে পারে না।

www.pathagar.com

আপনার কাছে শুনে বুঝলাম– অর্থ লিপ্সায় মত্ত হয়ে শমসের তাকে দেশ ছাড়া করতে হয়তো খুলনাগামী কোনো স্টিমারে তুলে দিয়েছে। খুন করবার মতো এমন নিষ্ঠুর পদক্ষেপ সে হয়তো নেবে না।

ঝালকাঠির এলাকায় রাসেদ যেসব জায়গায় যাতায়াত করতো সেসব স্থানে খোঁজ নেয়ার দায়িত্ব নির্মল কুমারকে দিয়ে বাসেত বেনাপোলের পথে খুলনাগামী রাতের স্টিমারে রওনা দিলো। রাজনৈতিক অস্থিরতায় বিপর্যস্ত দেশ। মার্চের উত্তপ্ত দিনগুলো। দেশের বিক্ষুব্ধ জনগণের ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছে। যে কোনো সময় মহাপ্রলয় শুরু হয়ে যেতে পারে। লাগাতার হরতাল, অসহযোগ যেমন দাবি আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে তেমন সাধারণ জনগণকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে নিক্ষেপ করছে। দীর্ঘ পথে অনেক বাধা বিপত্তি এড়িয়ে স্টিমার খুলনা এসে পৌঁছাল। সমস্যা দেখা দিলো খুলনা থেকে বেনাপোল কিভাবে যাবে। বাস ট্রেন বন্ধ। বাসেতের আরও দু'জন সঙ্গী জুটে গেলো তারা বেনাপোল হয়ে ভারতে যাবে। বেবীট্যাক্সি, রিক্সাভ্যান গাড়ি যেখানে যেটা পেয়েছে সেখান থেকে সেটা নিয়ে বাধা বিপত্তির মধ্যে পথে চলতে হয়েছে। একেতো পথ চলা সমস্যা তার পরে বাসেতের মাথায় চিন্তার ভিড় জমে উঠেছে। রাসেদের বাবা মায়ের কাছে গিয়ে সে কি বলবে! তারা তাকে না চিনলেও হয়তো নামের পরিচয়ে বুঝতে পারবে আমি তাদের ছেলের বন্ধু! সে যখন বাড়ি থেকে গেছে তখন নিশ্চয়ই বলে গেছে আমি বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। আমি তাদের কাছে যখন বন্ধুর খবর জানতে চাইবো তখন তারা কি ভাববে! সে যদি বাড়ি ফিরে এসে থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই, কিন্তু যদি না এসে থাকে! একে তো তারা ছেলের জন্যে চিন্তার মধ্যে আছে। তারপর আমি তার সন্ধানে গেলে তারা আরও দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যাবেন। উল্টো যদি তারা তাদের ছেলের খবর আমার কাছে জানতে চান তাহলে কি কৈফিয়ৎ দেবো আমি! সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বেনাপোল থেকে রিক্সা নিয়ে যখন বন্ধুদের বাড়ি পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। একটি তরুণী বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। রিক্সাযোগে কাউকে আসতে দেখে সেদিকে এগিয়ে গেলো। একটি অপরিচিত মানুষ দেখে মেয়েটি বাড়ির ভেতরের দিকে পা বাড়ালো। তাকে চলে যেতে দেখে বাসেত জিজ্ঞেস করলো, এটা কি রাসেদদের বাড়ি?

www.pathagar.com

ভাইয়ের নাম শুনেই মেয়েটি ফিরে দাঁড়ালো। বললো– হ্যাঁ। আপনি কে?

আমার নাম আব্দুল বাসেত খন্দকার। বাড়ি বরিশাল। রাসেদ আমার বন্ধু। সে তোমার কে?

ভাই।

তোমার ভাই বাড়ি আছে?

আমার ভাই যে আপনাদের বাড়ি গেছে, সে তো প্রায় এক মাস হয়ে গেলো। যায়নি?

মেয়েটির প্রশ্নে বাসেত যেনো থতমত খেয়ে গেলো। সে যা আশঙ্কা করছিল শেষ পর্যন্ত তাতেই পড়ে গেলো! কি উত্তর দেবে সে! মুহূর্তে তার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে মেয়েটির মুখে অন্ধকার নেমে এলো। একটা অজানা আতঙ্কে তার সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। বাসেতের দৃষ্টি এড়ালো না। সে দেখলো এখনই কিছু না বললে– মেয়েটি হয়তো ভয়ে চিৎকার করে উঠবে। সে বললো– আমাদের বাড়ি গিয়েছিল, দেশে গোলযোগ বেধে গেছে তাই আমরা তাকে আসতে দিতে চাইনি। কিন্তু বন্ধু থাকতে চাইলো না। দুর্যোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় বাড়ির পথে বেরিয়ে পড়লো। বলেছিলাম বাড়ি পৌঁছেই টেলিগ্রাম মারফত জানাতে। আমরা খুব চিন্তার মধ্যে ছিলাম। কোনো সংবাদ না পেয়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করে তার খোঁজে এসেছি।

বাইরে কার সাথে কথা বলছিস্‌রে তিশা? বাড়ির ভেতর থেকে কে একজন জানতে চাইলো।

বড় ভাইয়ের বন্ধু বাসেত সাহেব।

তা বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস্ কেন! ভেতরে ডেকে নিয়ে আয়।

মেয়েটি বাসেতের দিকে ফিরে বললো– আব্বা ভেতরে যেতে বলছেন, আসুন।

রাতে রাসেদের বাবা মা ও পরিবারের সদস্যদের সাথে বাসেতের যে আলাপ-আলোচনা হলো তাতে সে বিয়ের ব্যাপারে ও পরবর্তী ঘটনাগুলো একেবারেই গোপন রেখে দিলো। তবে সে গেলো কোথায়? তাদের এই প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেনি। তবু তারা ছেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে আদর যত্নের ত্রুটি করেননি। সেদিন সকালের খবরে সে

www.pathagar.com

শুনলো– গত মধ্যরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ঢাকার নিরীহ ঘুমন্ত মানুষের উপর বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়েছে। খবরটি দাবানলের মতো দেশের অলিতে গলিতে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। আতঙ্কিত দেশবাসী মহাদুর্যোগের আশঙ্কায় বিকল্প পথের দিক নির্দেশনা পাওয়ার অপেক্ষায় উদগ্রীব হয়ে রইল। খবরটি বাসেতের অন্তরে যেন হাতুড়ির আঘাত হানলো। একে বন্ধু নিখোঁজ তারপর তার অরক্ষিত পরিবারের কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়লো। সে তখনই তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরলো। পথে নেমেই সে কঠিন বিপদের মধ্যে পড়ে গেলো। পথ-ঘাটে কোনো যানবাহন চোখে পড়ে না। যেগুলো দেখা যায় সেগুলো নিজেদের মাল মাত্তা বহনে ব্যস্ত। হাঁকডাক, ছুটাছুটি নিয়ন্ত্রণহীন এক অরাজকতার মধ্যে মানুষের সময় বয়ে যাচ্ছে। বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্য করতে করতে পায়ে হেঁটে বাসেত যশোর পৌঁছাল। ইতোমধ্যে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে হামলাকারীদের প্রতিহত করতে দেশবাসীকে যুদ্ধে নেমে পড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। খবরটি প্রচারিত হবার সাথে সাথে বাংলাদেশের মুক্তি পাগল দামাল ছেলেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ লড়াইয়ে নেমে পড়লো। ছাত্র-জনতা একজোট হয়ে যশোর ক্যান্টনমেন্ট ঘেরাও করে রেখেছে। বাইরে থেকে বিদ্যুৎ পানির লাইন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। যে কোনো মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে। বাসেতের ইচ্ছা হলো স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর জনগণের এই ভিড়ে মিশে যাই। জাগ্রত বিবেক তাকে স্মরণ করিয়ে দিলো– তার বৃদ্ধা মা, স্ত্রী-পুত্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা আগে করতে হবে তারপর দেশের আজাদী সংগ্রামে যোগদান করা হবে যুক্তিসঙ্গত। বিপদ সঙ্কুল পথে আবার সে নেমে পড়লো। নিজের দেশ তবু তার মনে হলো কোনো এক অপরিচিত দেশের মধ্যে সে এসে পড়েছে। দেশের মানুষ, পথ-ঘাট সব যেন কেমন অচেনা মনে হচ্ছে। সন্দেহ সংশয় অবিশ্বাস মানুষের অন্তরে যেন লুটোপুটি খাচ্ছে। যে দেশের মানুষের কোমলতা, অতিথিয়েতা ও ব্যথা-বেদনা পরস্পরে ভাগ করে নেয়ার চিরন্তন রীতি আবহমান কাল ধরে বয়ে আসছিল তা যেন রাতারাতি অদৃশ্য হয়ে গেছে হানাদার বাহিনীর হিংস্রতার বিষদন্ত দেখে। তাদের একটি মাত্র শপথ, ভাঙ্গতে হবে বিষদাঁত এই হলো অঙ্গীকার, পিছে ফেরার কোনো অবকাশ নেই। যে স্বাধীনতা চায় না সে আমার বন্ধু নয়

www.pathagar.com

শত্রু। তার বক্ষ বিদীর্ণ করতে আমার হাত কাঁপবে না। মানুষ মানুষের জন্য, মুসলমান ভাই ভাই এই চিরন্তন সত্যটির গলা টিপে হত্যা করছে তারা যারা একে রক্ষা করবে। প্রভুর একটি পবিত্র নাম শান্তি। তাই শান্তিবাদীদের তিনি ভালোবাসেন। যারা অশান্তির দাবানল জ্বেলে তার মধ্যেই নিজের আরাম আয়েশের সন্ধানে ব্যস্ত তারা প্রভুর কঠোরতায় একদিন সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, পারলৌকিক জীবনে তাদের অনন্তকালের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন, এটা যারা জানে না তাদের সংখ্যা অল্পই। আর জানার সংখ্যা বেশি হলেও না জানার ভান করে রক্তের হোলি খেলায় মেতে উঠে। মুখে তাদের শান্তির অমিয় ধারা অন্তরে বিষাক্ত হিংস্র নখর। তাই ভাই ভাইয়ের রক্ত ঝরাতে দ্বিধা করে না। সম্পদের বণ্টন যদি নিক্তিতে হতো তাহলে বৃথা রক্ত ঝরানোর কোনো প্রয়োজনই হতো না। চলার পথে বাসেতের মনের মধ্যে এসব জটিল প্রশ্নোত্তরগুলো তোলপাড় করে চলেছে। আর নিজের জীবনের সার্থকতা, ব্যর্থতা নিয়েও ভেবে দেখলো। রাসেদের সাথে পরিচিত হওয়ার আগে তার জীবন গোঁড়ামীর আচড়ে ছিলো ক্ষত বিক্ষত। কোন্‌টা ঠেলে দিয়ে কোন্‌টা গ্রহণ করবে এই নিয়ে তার মনের মধ্যে চলছিল প্রবল দ্বন্দ্ব। সংসার ছেড়ে দূরে সরে গিয়েও সে পিতৃ প্রদত্ত পীরত্বের লেবাস ছাড়তে পারছিল না। রাসেদই তার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। তার জীবনের বড় বন্ধুকে মামার অমানবিক সিদ্ধান্তের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে কি কঠিন বিপদে পড়লো সে আজ! অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের পদক্ষেপে তার তো জয়ী হওয়ার কথা। পরাজয় কেন হলো? কোথায় তার ভুল ছিলো? মামাতো ভাই শমসের ছোট থেকেই ছিলো দুর্দান্ত প্রকৃতির, তাই বলে নিজের বোনের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে এমন উন্মাদের মতো ছিনিমিনি খেলতে পারলো! কথায় বলে আপন স্বার্থ পাগলেও বোঝে, সে তো তাও বুঝতে চাইলো না। তবে কি মানবিক আচরণ তার মধ্যে একটুও নেই! পশুর স্বভাব তাকে কি গ্রাস করে নিয়েছে! যেমন পশ্চিমা ভাইয়েরা বন্ধুর রূপ ধরে এসে আমার দেশের মানুষের টুটি ছিড়ে রক্ত পান করার মহড়ায় নেমেছে! বাসেত আর ভাবতে পারে না। তার দেহ মন নিস্তেজ হয়ে গেলো, চলার শক্তি হারিয়ে ফেললো। নৌকা থেকে নেমে বুঝতে চেষ্টা করলো সে এখন কোথায় এলো। কতো রাত তাও সে ঠিক করতে পারছে না, অথচ তার হাতে ঘড়ি [redacted] ও

www.pathagar.com

কয়েকজন নৌকা থেকে নামলো। কিন্তু তারা কোন্ দিকে গেলো খেয়াল করেনি। ঘাটের উপরে উঠে অন্ধকারের মধ্যেও দেখতে পেলো ছোট বড় অনেকগুলো ঘর। মনে হয় কোনো বাজার হবে। কোথাও আলো নেই। হয়তো রাত বাড়ার আগেই দোকানপাট বন্ধ করে সবাই বাড়ি চলে গেছে। একটা চালা ঘরের সামনে বেঞ্চি দেখে বাসেত সেখানে গিয়ে বসে পড়লো। উনুন দেখে সে বুঝলো এটা চায়ের দোকান। একটি বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বেঞ্চির উপর বসে ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে রাত কাটাচ্ছিল। রাত মনে হয় বেশি ছিলো না। অল্পক্ষণ পরেই ফজরের আযান শোনা গেলো। নিকটেই যে মসজিদ আছে তা আযানের শব্দ শুনে সে বুঝতে পারলো। ফজরের নামায পাঠের উদ্দেশ্যে বেঞ্চি ত্যাগ করে সেদিকেই গেলো।

তের দিন পর সীমাহীন কষ্ট স্বীকার করে বাসেত ঝালকাঠি তার শ্যালক কালাম মিয়ার বাসায় যখন পৌঁছল তখন রাত বারটা। তখনও বাসার কেউ ঘুমায়নি। একেতো দেশের পরিস্থিতি বিপদজনক তারপর যেদিন বাসেত রাসেদের খোঁজে বেনাপোলের পথে বেরিয়ে পড়ে সেদিন থেকে তার শাশুড়ির দু'চোখে ঘুম নেই। চিন্তা ভাবনাই তাকে অস্থির করে তুলতো তাই ঘুমাতে পারতেন না। শৈশবে পিতৃহারা একমাত্র মেয়েটাকে উচ্চ খান্দানী বংশ খোনকার বাড়ি বিয়ে দিতে পেরেছেন সে কেবল ঐ রাসেদ ছেলেটার দৌলতে। তার মেয়ে সুখের সংসার পেয়েছে। তার কোল জুড়ে চাঁদের মতো ছেলে এসেছে, ভবিষ্যতে আরও আসবে। এমন আনন্দের দিনে যার কথা দুই পরিবারে হরহামেশা আলোচনা হয় তার নিখোঁজ সংবাদটি বড় বেদনার। প্রৌঢ়ার মনের মধ্যে এমন কতো কথার আনাগোনা করে যার শেষ হয় না। দরজায় ঠোকা পড়তেই তিনি তখনই যেয়ে খুলে দিলেন। বাসেত তার শাশুড়িকে সামনে পেয়ে সালাম জানিয়ে পদধুলি নিলো। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে জামাতার মুখের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলেন। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন– তোমার এমন বিধ্বস্ত চেহারা কেন বাবা?

বাসেত শিশুর মতো ডুক্‌রে কেঁদে উঠলো। তিনি জামাতার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন– তুমি কাঁদছো কেন বাবা! কী হয়েছে?

আমি তাকে পেলাম না মা!

আল্লাহ তার ভালো করুন, তুমি কেঁদ না বাবা!

www.pathagar.com

গলার আওয়াজ পেয়ে কালাম মিয়া ও তার স্ত্রী উঠে এলেন। তারা সংবাদ শুনে খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন– দুলাভাই! আল্লাহ পাক তাকে হেফাযত করবেন। আপনি শান্ত হোন। এখনই আপনার খাওয়া বিশ্রামের প্রয়োজন। কথা বলার অনেক সময় পাওয়া যাবে। কয়েকদিন হয়তো গোসল করেননি, আগে কাপড় ছেড়ে গোসল করে খেয়ে নিন।

তিন.

হানাদারদের মোকাবেলায় প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এক দিকে ভারি অস্ত্র সজ্জিত রক্ত লোলুপ হানাদার বাহিনী অপর দিকে হালকা অস্ত্র হাতে অনভিজ্ঞ ছাত্র জনতা। সাধারণ মানুষ নারী শিশুদের নিরাপত্তার জন্যে হন্যে হয়ে আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটাছুটি করছে। শহরের বাসিন্দারা দোকানপাট মালমাত্তা ফেলে গ্রামের দিকে ছুটে চলেছে। এই কঠিন বিপদের মধ্যেও একদল মনুষ্যত্বহীন দুর্বৃত্ত বসতবাড়ি, দোকানের তালা ভেঙ্গে মালামাল লুণ্ঠনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। নিয়ন্ত্রণহীন গোটা দেশ, সমাজ, পরিবার। তাই বলে মানুষের বিবেক তো নিজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পারে না। এমনও দেখা গেছে প্রবল জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া শিয়াল আর মুরগীর সহঅবস্থান। এমন অবিশ্বাস্য দৃশ্য আমাদের দেশে প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। অজ্ঞান মূর্খদেরও তো এর মধ্যে কিছু শিক্ষার আছে। জ্ঞানীদের কথা নাইবা বললাম। সৃষ্টির সেরা জীবেরা কতক পরিস্থিতিতে পশুকেও হার মানিয়ে দিতে অভ্যস্ত তার প্রমাণ বিপদকালে খেয়াল করলে স্বচক্ষে দেখা যায়। যুগে যুগে শান্তির বাণী বাহকরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে মানব জাতিকে শান্তির পথে আহ্বান জানিয়েছেন। একজন সাড়া দিয়েছে দু'জন প্রত্যাখ্যান করেছে। শান্তি নামক বৃক্ষটি শিকড় গাড়তে পারেনি। এককালের পাহাড়ের গুহা আর বনবাসী মানুষ বন্য জন্তুর স্বভাব থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারেনি। তাই সবল আর দুর্বল দু'টি শ্রেণী সেই গোড়া থেকেই সৃষ্টি হয়ে আছে। মহান আল্লাহর বাণী বাহকরা এই দু'টি শ্রেণী চিরতরে উচ্ছেদ করে পরস্পরের অন্তরে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে শান্তির সমাজ গঠন করতে সীমাহীন ত্যাগ স্বীকার করেছেন। যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের দিকে ঝুঁকেছেন তারা আলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। এদের সংখ্যা গণনার মধ্যে। আর

www.pathagar.com

অগুনতিরা শয়তানের কব্জায় নিজেদের সমার্পণ করে অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। এরা অরক্ষিত। এদের দ্বারা যে কোনো সময় অঘটন ঘটবার আশঙ্কা থেকে যায়। আজকের দিনে বিপদগ্রস্ত মানুষ নিজের পরিবারের জানমাল রক্ষার্থে অসহনীয় কষ্ট স্বীকার করেও ছুটাছুটি করছে। তাদের সামান্যতম অসতর্কতার মধ্যেই আর এক মানবরূপী নরপিশাচ তার সম্পদ অপহরণ করে গুদামজাত করছে।

শহরের মানুষ একে একে তার কর্মক্ষেত্র ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য গ্রামের দিকে যাচ্ছে। ঝালকাঠি শহরের প্রায় অর্ধেক মানুষ চলে গেছে। দিন দিন যাওয়ার পাল্লা ভারি হচ্ছে। দু'দিন বিশ্রামের পর বাসেত নির্মল কুমারের খোঁজে গেলো। তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখলো দরজায় বড় বড় তালা ঝুলছে। বাসায় গিয়ে দেখে তারা বোচকা বুচকি বাঁধা ছাদা করছে। তাকে দেখে নির্মল ও তার ছোট বোন ইন্দ্রানী একযোগে বাসেত সাহেব যে! কেমন আছেন?

বাসেত হাসতে চেষ্টা করেও পারলো না। বললো– আছি এক প্রকার তবে খুব একটা ভালো নেই।

দেশের এই পরিস্থিতিতে কারও ভালো থাকার কথা নয়।– বললো নির্মল কুমার।

সেটা আমার আপনার মতো মানুষের। আর একদল কিন্তু খুব আনন্দের মধ্যে আছে।

তারা কারা? –ইন্দ্রানীর প্রশ্ন।

অসৎ প্রকৃতির লুণ্ঠনকারী।

আপনার কথাটা শতভাগ সত্য। তা যাক, আসল সংবাদটি কিন্তু এখনও পাইনি। – প্রায় দ্বৈত কণ্ঠে বললো ওরা।

কী সেটা?

রাসেদ সাহেবকে পেয়েছেন?

না। – একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো বাসেত খন্দকার।

দুই ভাই বোনে চমকে উঠলো। ইন্দ্রানী বিস্মিত হয়ে বাসেতের মুখের দিকে চেয়ে বললো– সত্যি! তাকে পাননি?

মিথ্যে বলছিনে।

www.pathagar.com

তার দেশের বাড়িতে গিয়েছিলেন?

গিয়েছিলাম। পথের অব্যবস্থার জন্যে আমাকে খুব কষ্ট করতে হয়েছে। যেতে আসতে দু'সপ্তাহর বেশি লেগে গেলো। বাসেত যাওয়া আসার বিস্তারিত ঘটনাটি তাদের কাছে খুলে বললো। সব কথা শুনে দুই ভাই বোনে বিস্ময়ে যেনো বোবা হয়ে গেলো। অনেকক্ষণ ধরে কারও মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হলো না। দিনের আলোতে হলেও নিস্তব্ধ পরিবেশটা যেন ঘন আঁধারে ছেঁয়ে গেলো। অনেকক্ষণ পর নিরবতা ভেঙ্গে ইন্দ্রানী কথা বললো।

দাদা!

কী?

রাসেদ দা'র সম্বন্ধে যা শুনলাম তা যদি সত্যি হয় তাহলে বড়দির কী হবে?

সেটা তো আমিও ভাবছিরে দিদি!

তার এই নিখোঁজ সংবাদ যদি দিদি শুনতে পায় তাহলে আমি বুঝতে পারছি সেও হয়তো আমাদের মাঝ থেকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাবে।... তোমার কি ধারণা দাদা?

মাধবী অনার্সের ছাত্রী। আমি মনে করি সে শোনা কথায় ধৈর্য হারাবে না। আপনি কী বলেন? বললো নির্মল কুমার।

আমি জানি না তারা পরস্পরকে কতটুকু ভালোবাসে। শিরিনার কাছে শুনেছি তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে যেখানেই থাকুক যদি কোনো দিন পথে যেতে যেতে, পথের শেষে মুখোমুখি হয়ে যায় তাহলে ঘর বাধবে।

আমরা যা জানি সেটা আপনার কথার সাথে মিলে যায়। তবে মনের মধ্যে প্রশ্ন থেকে যায় যদি তারা কোনো দিন মুখোমুখি না হয় তাহলে কী করবে?

ইন্দ্রানী বললো– যদি তাদের ভালোবাসা গভীর হয় তাহলে এক জায়গায় এসে না দাঁড়াবার কী কারণ থাকতে পারে?

এও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উত্তর আমার কাছে নেই। কিন্তু তার আগে ভাবতে হচ্ছে রাসেদ সাহেব গেলো কোথায়? বেঁচে থেকে দৃষ্টির আড়ালে থাকলেও ধরা ছোঁয়ার কৌশল বের করতে বুদ্ধি খাটাবার পথের অনুসন্ধান করা যায়। কিন্তু পৃথিবীর বুক থেকে যদি চিরতরে হারিয়ে যায় তাহলে এর বিকল্প কোন্ পথ বেছে নিতে হবে সেটাই ভাববার বিষয়।

www.pathagar.com

মানুষের মন বড় দুর্বোধ্য চিনে নেয়া যায় না। যদি কোনো প্রকার অঘটন একটা ঘটে যায় তাহলে আমি বাসেত দা'কে দায়ী করবো। তাকে আমি কোনো দিন ক্ষমা করবো না। আরেকদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো ইন্দ্রানী–

নির্মল কুমার তার ছোট বোনের দিকে চেয়ে বললো– ইন্দ্র, মনে হয় একটু বেশি বললে তুমি।

আমি তো মনে করি বেশি নয় অল্পই বলা হলো। কেননা দিদি আর রাসেদ দা'র ব্যাপারটা আমরা সবাই মানবিক দৃষ্টিতে দেখেছি কিনা বলতো দাদা?

নির্মলকে নিশ্চুপ থাকতে দেখে ইন্দ্রানী আবার বললো– অতিথি অসন্তুষ্ট হবে তাই তুমি কিছু বললে না। কিন্তু আমি মাধবীর ছোট বোন। তার অনুপস্থিতে ওর জীবনটাকে মূল্যহীন করে দেয়ার জন্যে বাসেত সাহেবকে নিন্দা জানাতে ভয় পাবো কেন?

রাসেদের বাঁচা মরার এখনও তো কেউ নিশ্চিত নয়। আগে থেকে বেশি করে বাড়িয়ে বলা ঠিক হবে না।

রাসেদ দা যদি বেঁচে থাকেন ভালো কথা, কিন্তু দিদিকে তো মেরে ফেলা হয়েছে।

কী করে?

দেশের এই বিপদ মুহূর্তে নিরাপত্তার জন্যে প্রতিটি মানুষের অন্তরে অস্থিরতা থাকতে পারে তাই বলে জ্ঞান বুদ্ধি লোপ পেতে পারে না। আমরা যেমন ওদেরকে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি বাসেত দা তেমন স্বার্থপরতার দৃষ্টিতে দেখেছেন। দিদির বান্ধবীর স্বামী হয়ে তিনি সেই সময় নিজের স্ত্রীর কথাও নিশ্চয়ই ভুলে গিয়েছিলেন। রাসেদ দা'কে ধোঁকা দিয়ে নিয়ে গেলেন বোনের বিয়েতে। তিনি সরল মানুষ, দ্বিধাহীন চিত্তে গেলেন সেই অনুষ্ঠানে। তিনি একা, কোনো সাহায্যকারী ছিলো না। তাকে বাধ্য করা হয়েছে বিয়ে করতে। যেখানে দশ টাকা চাউলের মন সেখানে লক্ষ টাকার বিয়ে, অর্থের নেশায় যাদের পেয়েছে তাদের শক্তির কাছে বাসেত দা অসহায়, তবু কেন তিনি এমন ঝুঁকি নিয়ে দু'টি জীবনকে মৃত্যু গুহায় ঠেলে দিলেন?

কেউ কোনো উত্তর দিলো না। নিজের বোনের ভবিষ্যৎ চিন্তাটা এড়িয়ে

www.pathagar.com

একজন সম্মানী ব্যক্তিকে এভাবে অপদস্থ করা হচ্ছে, অথচ কথাগুলো যুক্তিসঙ্গত হলেও নির্মল ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেলো। বাসেত একটা কলেজ পড়ুয়া মেয়ের মুখে নিরেট সত্য কথাটি শুনে নিজেকে ভীষণ অপরাধী বলে মনে করলো। সে ভুল করে যেটা করেছে সেটা কেন এদের কাছে বিস্তারিত বর্ণনা করলো! এটাও তো সে মস্তবড় ভুল করেছে। এই ভুলের খেসারত হয়তো তাকে সারা জীবন বহন করতে হবে। সে কি করতে গিয়ে কি করলো! মামা, মামাতো ভাইয়ের সাথে তার শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে গেলো। পুনরায় রাসেদের বাবা মা ভাই বোনের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মতো কোনো সৎ সাহস তার আর রইল না। আবার এই নির্মলদের পরিবারের সাথেও তার যোজন যোজন দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে গেলো। তিনটি পরিবার থেকে সে হয়তো চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো।

বাসেতকে মাথা নিচু করে ভাবতে দেখে নির্মল কুমার বললো বাসেত ভাই! ইন্দ্রার কথায় কিছু মনে করবেন না, ওর অল্প বয়স, বড় বোনের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সে একটু বাড়িয়ে বলেছে।

বাসেত মাথা তুলে বললো– এখানে মনে করবার কিছু তো নেই নির্মল দা! ওর প্রতিটি কথায় যুক্তি আছে। আমি ভুল করেছি বলে সত্য চেপে যাইনি। নিন্দার ভয়ে যদি মিথ্যা বলতাম তাহলে এমন যুক্তিপূর্ণ কথা শুনতে পারতাম না।

নির্মল কুমার বাসেতের দু'টি হাত ধরে বললো– ভাই আপনি মহৎ। সুখ দুঃখ সমান ভাগ করে নিতে চেয়েছেন বলেই তো এমনভাবে হৃদয় উজাড় করে আদ্য প্রান্ত বর্ণনা করেছেন। আপনার হৃদয়ের গভীরে যে দুঃখের ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে তার ব্যথা যে কতো অসহনীয় তা আমি কিছুটা উপলব্ধি করতে পারছি। পেছনের পর্বটি আমরা ভুলে যাই। আবার যদি নতুন করে ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারি তাহলে আমাদের বন্ধন মজবুত হবে নইলে এই ছেঁড়া পাতা নিয়ে ভাবনার কোনো অর্থই আমি খোঁজতে চাইনে। এখানেই আমাদের সব কথার সমাধি রচিত হোক। হালকা হয়ে আমরা ছিটকে পড়ি। বিধাতাই আমাদের সব সমস্যার সমাধান দিবেন। আমরা আজ রাতে ভোলানাথের নৌকায় গ্রামের বাড়ি রওনা হবো। মনে হয় নিভৃত পল্লীই এখন আমাদের জন্য নিরাপদ জায়গা।

www.pathagar.com

আচ্ছা নির্মল দা! এখন আমি কি করতে পারি দয়া করে পরামর্শ দিন।

নির্মলের কথা বলার আগেই ইন্দ্রানী বললো– আপনি বিবেক দ্বারা তাড়িত, তাই অপরিকল্পিত কাজ করতে অভ্যস্ত। আমাদের কাছে পরামর্শ চাওয়া হবে লোক দেখানো। এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে এই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। আপনি ভাবছেন বিদায়ের আগে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক স্থাপন করা যেতো। সেটা আর কোনো দিনও সম্ভব হবে না। কেননা আপনার ভাবনার মধ্যে যদি ভনিতা না থাকতো তাহলে আশা করা যেতো।

ইন্দ্রানীর কথা শুনে বাসেতের যেন চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা করছে। তার লজ্জিত চেহারা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে গেলো। বেদনায় তার দেহ মন নীল হয়ে গেলো। সে কি বলবে তা খুঁজে পেলো না। কথার ফাঁকে ফাঁকে ওরা ভাই বোনে কাপড় চোপড় ব্যাগ ব্যাগেজ গোছাতে ব্যস্ত আছে। তাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করা হচ্ছে তবু বাসেত উঠতে পারছে না। এই তিক্ততার অবসান না করে সে যায় কি করে। সে ভিজা, আদ্র গলায় বললো– ইন্দ্রা বোন আমার! সত্যি বলছি আমি কোনো প্রকার কুট কৌশলের আশ্রয় নিইনি।

আপনার বোনের পরিচয়ে আমি থাকতে চাইনে। কেন জানেন?

বলো দিদি!

আপনার কথার সাথে কাজের কোনো মিল খুঁজে পাচ্ছি না। প্রত্যক্ষ ঘটনার সাথে আপনি জড়িত। আমরা আপনার কাছে শুনেছি। আপনার বিবরণ যদি সত্যি হয় তাহলে যেভাবেই হোক রাসেদ দা'কে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। অথচ আপনি বলছেন আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি। এতে কি বোঝা যায়! আমাদের ধোঁকা দিতেই সাধুর মুখোশ পরে এখানে এসেছেন। আমার কথা বিষের মতো তিক্ত। আপনার গলাধকরণ করতে কষ্ট হচ্ছে। তবু আপনার কাছে আমি লজ্জিত নই। আমি কোনো দিন আপনার কাছে ক্ষমা চাইবো না। আমি মনে করি রাসেদের মতো ছেলের সাথে আপনার পরিচয় না হওয়াই ভালো ছিলো, তাহলে এই চিরস্থায়ী শূন্যতার সৃষ্টি হতো না। যাওয়ার আগে আবার নতুন করে জেনে যান– আমার বড় দিদি মাধবী রাসেদকে ভালোবাসে। এ জগতে তাকে না পেলে পরজন্মে মিলনের অপেক্ষায় থাকবে। আপনার সাথে এই আমার শেষ কথা।

নেশাগ্রস্ত মাতালের মতো টলতে টলতে বাসেত নির্মল কুমারদের বাড়ি

www.pathagar.com

থেকে বেরিয়ে এলো। তার মস্তিষ্কে চিন্তার কীটগুলো কিলবিল করছে। ইন্দ্রানীর উপর তার কোনো ক্ষোভ থাকতে পারে না। ছোট হলেও সে মুরুব্বিয়ানা ভঙ্গিতে সঠিক কথাই বলেছে। তার শেষ কথাটি বড় বেদনাদায়ক। আমি তো এখনও ভাবিনি খেয়ালের বশে কী করেছি? একজনের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে তাকে চিরতরে বঞ্চিত করা হয়েছে। রাসেদের সম্পর্কে তাকে নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। ইন্দ্রানী আমাকে ধোঁকাবাজ বলেছে। আমি ধোঁকাবাজি না করলেও ওদের মতো আরও অনেকের কাছে সেই পরিচয়েই চিহ্নিত হবো। আমার মুখ দিয়ে ঘটনার বিবরণ শুনে ইন্দ্রানী যেটা অনুমান করেছে সেটা তো সত্যও হতে পারে! রাসেদকে অপহরণ করে খুন করা হয়েছে এমন ভয়ঙ্কর বিষয়টি তো আমি একবারও ভাবিনি। যদি তাকে বাঁচিয়ে রাখা হতো তাহলে প্রায় মাস পেরিয়ে গেলো তবু তার কোনো সন্ধান মিলছে না কেন? শমসের ভাই বা কেন পালিয়ে থাকবে! আমি তো কোনো দিনও রাসেদের পরিবারের সদস্যদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো না। শিরিনাকেই বা আমি কিভাবে শান্ত করবো! সে তো আমাকে বার বার বলেছে মাধবী তার পথ চেয়ে আছে। মা আর মামীর কথা রাখতে গিয়ে খেয়ালের বশে যা করেছি তা শোধরাবার কোনো বিকল্প পথের অস্তিত্বই পৃথিবীর বুকে নাই। এমনই নানা চিন্তা করতে করতে বাসেত পথ চলছে। শহরের মধ্যদিয়ে যাচ্ছে অথচ তার মনে হচ্ছে যেনো গভীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছে। মাঝে মাঝে দু'একটি বাড়িতে আলো জ্বলছে। কোনো দোকান খোলা নেই। মাত্র রাত নয়টা বাজে। সন্ধ্যা রাত, তবু এতো তাড়াতাড়ি দোকানপাট বন্ধ করে মানুষজন সব গেলো কোথায়? সবাই কি নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে গ্রামের দিকে চলে গেছে! হয়তো যে কোনো মুহূর্তে হানাদাররা এসে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দেবে এমন আশঙ্কায় প্রত্যেকেই পেয়ে বসেছে। এদেশ আমাদের জন্মভূমি। সহস্র বছর ধরে বহু জাতি গোষ্ঠী পরস্পর ভালোবেসে পাশাপাশি শান্তির নিবাস গড়ে বাস করছে। মাঝে মাঝে বিদেশী বেনিয়া আর তাদের দোসর কায়েমী স্বার্থবাদিরা অশান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা করেও সফলকাম হতে পারেনি। যুগে যুগে কতো উত্থান পতন ঘটেছে তবু এই সহঅবস্থানের মাঝে কেউ প্রাচীর গড়ে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারেনি। সুজলা সুফলা এই সোনার দেশে যে একবার এসেছে সে আর ফিরে যেতে চায়নি। মিশে গেছে এই দেশের সহজ সরল জনারণ্যের ভিড়ে। বাসেত ভাবছে এতো অন্ধকার কেন! এই

www.pathagar.com

শহরকে কি অরণ্যে পরিণত করে ছাড়বে হানাদাররা! এই শহরের প্রতিটি অলিগলি একদিন রাসেদের সাথে চষে বেড়িয়েছে। সে আজ মনে করছে কোনো এক অচেনা জায়গায় এসে পড়েছে। রাসেদ নেই বলে ইন্দ্রানীর মতো এই শহরও কি তাকে ঘৃণা করছে? রাতের অন্ধকারেই সে যদি এই শহর ছেড়ে চলে যেতে পারতো! তার মুখের চেহারায় কি কালির দাগ পড়ে গেছে! বিকৃত চেহারা নিয়ে দিনের আলোয় মানুষের সামনে গেলে তারা ভাববে কি! জন্ম থেকে যৌবনে পদার্পণের দীর্ঘ সময়টি তার কাছে মিষ্টি মধুর আনন্দের মধ্যে বয়ে গেছে। কোথাও এতটুকু দুঃখের আচড় লাগেনি। অপরিণত বয়সে বাবা তাকে এতিম করে চিরদিনের জন্যে পরজগতের বাসিন্দা হয়ে চলে গেলেও মায়ের অতুলনীয় স্নেহ ভালোবাসা ক্ষণিকের তরেও পিতৃ অভাব অনুভব করতে দেয়নি। উপরি ছিলো অগণিত মুরীদানদের অযাচিত শ্রদ্ধা স্নেহ আর সীমাতিরিক্ত ভালোবাসা। এতো বেশি পাওয়া অনেক সময় তাকে বিরক্তি ধরিয়ে দিতো। তারুণ্যের উচ্ছ্বলতা তাই তাকে এই সীমাহীন সুখের গণ্ডি পেরিয়ে আলাদা জগতে নিয়ে এসেছিল। এখানেই সে তার বিদ্রোহী মনের দিক নির্দেশনাহীন উড়ন্ত গতি স্থির করতে পেরেছিল। সমাজের কুসংস্কার আর গোড়ামীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার যে পথের সন্ধান সে করছিল তা পেয়ে গেলো ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে পাওয়া রাসেদ চৌধুরীকে। অতি অল্প সময়েই সে হয়ে গেলো তার জীবনের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। সুন্দর ও সুখি জীবনের নতুন পথ সেই তাকে দেখিয়েছিল। বয়সে ছোট হলেও জ্ঞানে গুণে অনেক উঁচু স্তরের বন্ধু-ভাই– তারপরে অভিজ্ঞ অভিভাবকের দায়িত্বও সে পালন করেছে। ঘরে বাইরে অসামঞ্জস্য কিছু তার দ্বারা সৃষ্টি হয়নি। বরং খোনকার পরিবারের ভাবমূর্তি দিনে দিনে উজ্জ্বল হয়েছে। তারই একক পরিকল্পনায় শিরিনার মতো সর্বগুণ সম্পন্না সুন্দরীকে জীবন সাথী হিসেবে পেয়েছে। তাদের মধুময় দাম্পত্য জীবনের ফসল তারা পেয়েছে। নিষ্পাপ শিশুসুলভ মনের অধিকারী সত্য ও পবিত্র জীবনের প্রতিচ্ছায়া যার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে থাকতো, আবেগের তাড়নায় তাকে মৃত্যু গুহায় ঠেলে দিলাম। বাসেত আর ভাবতে পারে না। থমকে দাঁড়িয়ে যায়। তার কানে ভেসে এলো একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক, আর ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। সে চারিদিকে চেয়ে দেখলো কেবল অগুনতি জোনাকীরা আনন্দে শূন্যে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। তারা অনবরত জ্বলছে আর নিভছে। উড়ে যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে দু'একটা নিশাচর প্রাণী পেঁচা ও বাঁদুর।

www.pathagar.com

কোথায় এসে পড়েছে সে! ভাবনার জগৎ তাকে শহর ছাড়িয়ে বিশখালি নদীর তীরে এনে দাঁড় করিয়েছে। কিন্তু কেন? সবাই কি তার প্রতি উপহাস করে চলেছে! নিয়তি কি আমাকে বিধ্বস্ত করতে এই প্রকৃতির বুকে এনে ফেলেছে? পেছনের স্মৃতি স্মরণ করতেই কি তার এই দিকে এসে পড়া! রাসেদের সাথে কতো বার এই নদীর তীরে আলো-আঁধারে রাতের প্রহর কাটিয়েছে। এই নির্জন প্রকৃতির বুকে মনের অর্গল খুলে ভেতর বাহির প্রকাশ করে একাকার হয়ে মিশে গেছে! এখানেই তো সে দেখেছে মাধবী রায়ের ভালোবাসার রূপ। রাসেদের প্রতি তার বাধভাঙ্গা প্রেম– দূর থেকে দেখে মনে হয়েছে এখনই ওরা স্থান কাল ভুলে গিয়ে নিজেদের বিধ্বস্ত করে ফেলবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তারা মনের আবেগ অনুভূতি কামনা বাসনার আগুনে না ঝলসে ধৈর্য, সংযম ও পবিত্রতার পোশাক পরিয়ে প্রেমের আলো আরো আকর্ষণীয় জ্যোতিতে প্রজ্জ্বলিত করেছে। রাসেদের ব্যক্তিত্বই তাকে দুর্বার আকর্ষণ করেছে, তাতে তীব্রতা থাকলেও শান্ত ও ধীর পদক্ষেপে এগিয়েছে দয়িতের নিরাহঙ্কার ভাবমূর্তিতে আপন আলোয় প্রতিষ্ঠা করতে। যে উত্তাপ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রখরতার অত্যন্ত তেজ অথচ তাতে দগ্ধ করে না, রোমাঞ্চকর পরশ বুলিয়ে দেয়। তাই সে পেয়েছে সুজাতা বৌদির সহযোগিতা, দাদা ও ছোট বোনের নীরব সমর্থন। সেখানে জাতি ভেদের প্রশ্ন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। যে প্রেমের বিচরণ ক্ষেত্র স্বর্গীয় সৌরভে আমোদিত থাকতো সেখানে দুর্গন্ধ ছড়াতে আমি কেন বিষ বৃক্ষ রোপন করতে গেলাম! রাসেদকে যদি দুনিয়ার পিঠ থেকে একেবারেই সরিয়ে দেয়া হয় তাহলে যতোদিন তার আয়ু আছে ততোদিন তাকে দু'টি নারীর অভিশাপ মাথায় নিয়েই বাঁচতে হবে।

মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে বাসেত তার শ্যালক কালাম মিয়ার বাসায় গিয়ে উঠলো। দীর্ঘ রাত পর্যন্ত তার অনুপস্থিতি তাদেরকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল। তাকে পেয়ে তার বিধ্বস্ত চেহারা দেখে একটা অজানা আশঙ্কায় সবাই শিউরে উঠলেন। বৃদ্ধা শাশুড়ি তার মাথায় হাত বুলিয়ে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে বাবাজি?

বাসেত বৃদ্ধার প্রশ্নের কি উত্তর দেবে তা খুঁজে পেলো না। মাথা নিচু করে ঠাঁই দাঁড়িয়ে রইল। কালাম মিয়ার স্ত্রী রাবেয়া খাতুন বললো– মনে হয় রাসেদ ভাইয়ের কোনো খারাপ সংবাদ আপনি পেয়েছেন?

www.pathagar.com

বাসেত মাথা তুলে ধরা গলায় বললো– ভালো মন্দ কোনো সংবাদই আমি পাইনি, তবে আমি খুনে আসামী এই খেতাবটি পেয়েছি। উপস্থিত সবাই চমকে উঠলেন। বললেন– আপনি আসামী! একটা বিষণ্ন বিস্ময় মুহূর্তের মধ্যে সবারই চেহারা ঘিরে ফেললো।

হ্যাঁ, অপরাধীর শৃঙ্খল আমাকে পরতে হয়েছে তবে সেটা ব্যক্তি বিশেষের কাছে, কোনো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে নয়।

তবু ভালো। আপনার প্রথম কথায় আমরা ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম এমন অনেক আল্লাহর বান্দা বান্দী আছে যারা কোনো দিন আপনাকে ক্ষমা করতে পারবে না। রাসেদ সাহেব এমন একটা সূক্ষ্মদর্শী যুবক, যার সংস্পর্শে যে এসেছে সেই সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছে। প্রতিটি মানুষের একটি মাত্র পরিচয় যেখানে জাতি ভেদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর এমনই খসে পড়ে যায় এমন অলৌকিকতা কেবল তার দ্বারাই সম্ভব হতে পেরেছে। বলুন দেখি দুলামিয়া, আমাদের বিয়ে কি কোনো দিন সম্ভব হতো? আমার বাবার মতো গোড়া মানুষ এ তল্লাটে দ্বিতীয়টি নেই তবু তিনি শেষ পর্যন্ত বোবা হয়ে গেলেন। আমাদের যোগাযোগের পথ তৈরি করেই তিনি ক্ষান্ত হননি, দেশের বাড়িতে ফিরে গিয়ে দীর্ঘ অনুপস্থিতের মধ্যেও তার প্রেরিত যুক্তিপূর্ণ চিঠিপত্রই সব পরিবারের মধ্যে জমাট বাধা অন্ধকার দূর করে আলোময় রাস্তা দেখিয়েছে। আমাদের কাঙ্ক্ষিত পবিত্র মিলনে আমরা আপনারা যেমন সোনার সংসার গড়তে পেরেছি তার সব কৃতিত্বই রাসেদ ভাইয়ের। আমাদের মতো আরও অনেকেই তো সোনালী দিনের অপেক্ষায় বসে থাকতে পারে। বিশেষ করে মাধবীর হৃদয় নিঙরানো প্রেম যদি তার আপন আলোয় না খুঁজে পায় তাহলে অভিশাপের বোঝা তো আপনার মাথায় চেপে বসবে। বলুন দেখি তার অনুপস্থিত কি আপনাকে মানসিকভাবে পীড়িত করছে না? জনমভর তো এভাবে খোঁচা দিতে থাকবে। মানুষের জন্ম মৃত্যুর কথা চিন্তা করে আমরা হয়তো পথ শেষ করে এমন চূড়ান্ত প্রতিজ্ঞা নিয়ে এ দুনিয়াই পেলাম না তাতে কি অপর জগতে অবশ্যই তাকে পাবো। কিন্তু মোহসীনার কি হবে ভাই? বিয়ে হলো অথচ কেউ কাউকে এক পলক দেখতেও পেলো না। ব্যাচারীর মনে যে কি কষ্ট তা কি আমরা অনুভবের মধ্যেও আনতে পারবো? কোন্ যুক্তিবলে সে পথ চেয়ে থাকবে? তার দু'চোখের বন্যা প্রতিরোধ

www.pathagar.com

করবার কোনো শক্তি বা কৌশল আমার আপনার ঝুলিতে আছে? রাবেয়া খাতুন ওরফে বিমলা আবেগে অনেক কথাই বলে গেলো। তার দু'চোখের কোণা বেয়ে অশ্রু ঝরে ঝরে বুকের বসন ভিজে গেছে। গলা ভারি হয়ে এলো আর কথা বলতে পারলো না। কালাম মিয়া নিস্তব্ধ নিস্পলক তার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে আছে। বৃদ্ধা কাপা গলায় বললেন– তুমি কেঁদ না বৌমা! আমি জানি কেউ কাউকে সান্ত্বনার পথ দেখাতে পারবে না। রাসেদের বিজ্ঞতায় তো আমার একমাত্র পিতৃহারা মেয়েটা পীর বাড়ির বউ হয়ে যেতে পেরেছে। আবার তোমার মতো সোনার টুকরো বউ পেয়েছি যার জন্য তাকে খুন করা হয়েছে এমন কল্পনা যে কেউ করতে পারে? কিন্তু আমি জীবন থাকতে অমন অশুভ ভাবনা ভাবতেই পারবো না। আমি দোয়া করি মহান আল্লাহ তাকে সহি সালামতে রাখুন, আবার যেন আমরা তার হাসিমাখা মুখখানি দেখতে পারি।

বৃদ্ধার কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তিনজনই একযোগে বললো– আমিন! তারপর তারা বৃদ্ধার পদধুলি নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। একটা প্রশান্তিময় আলো সে মুহূর্তে যেন ঘরে প্রবেশ করে মিষ্টি মধুর প্রলেপ দিয়ে সবাইকে আচ্ছন্ন করে দিলো।

শহরের অর্ধেক মানুষ গ্রামের দিকে চলে গেছে। প্রতি দিন যাওয়ার সংখ্যা বেড়েই চলেছে। যে কোনো মুহূর্তে হানাদার বাহিনী নদী পথে এসে শহরে হামলা করে মৃতপুরীতে পরিণত করতে পারে। যদিও প্রতিরোধ যুদ্ধ ততোদিন শুরু হয়ে গেছে তবু ধ্বংসযজ্ঞের আশঙ্কা উড়িয়ে দেয়া যায় না। শক্তিশালী অস্ত্রে সজ্জিত সুশিক্ষিত হানাদার বাহিনীর মোকাবেলায় অস্ত্র চালনায় অনভিজ্ঞ ছাত্র জনতা পরিকল্পনা বিহীন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে বুকের রক্ত ঢেলে কেবল বাংলার মাটি লাল রঙ্গে রঞ্জিত করছে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বাঙালী সেনা, রাইফেলস, পুলিশ, আনসার বাহিনী থাকলেও তাদের হাতে পর্যাপ্ত অস্ত্র নাই। তখন তারা উদ্বুদ্ধ করলো অগণিত ছাত্র জনতাদের সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতের মাটিতে গিয়ে অস্ত্র চালানায় এবং গেরিলা যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে। কেউ পরিবারের সব সদস্যদের নিয়ে, আবার কেউ বৃদ্ধ শিশু ও নারীদের প্রত্যান্ত অঞ্চলে নিরাপদ অবস্থানে রেখে অস্ত্র প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের দিকে ছুটে চলেছে। সবারই একটি মাত্র উদ্দেশ্য বাঁচি মরি বা অসহনীয় কষ্ট হয় হোক তবু কিন্তু স্বাধীনতা আমাদের চাই।

www.pathagar.com

সকালে কালাম মিয়া শহরের ব্যবসায়িক এলাকাগুলো ঘুরে এসে বললো সবাইতো আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছে এমতাবস্থায় আমাদের সবাইকে এখানে পড়ে থাকা সমীচিন নয়। একটা বিকল্প চিন্তা ভাবনা করা উচিত। বাসেত বললো– আমাদের এলাকাটি দূর পল্লী অঞ্চল বিধায় নিরাপত্তার দিক থেকে উত্তম বলে আমি মনে করি। আপনারা সবাই আমার সাথে চলুন।

কালাম মিয়া বললেন– রাসেদের অনুপস্থিতি আমাদের সকলের অন্তরে একটা বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। তাকে ছাড়া আমাদের এক জায়গায় অবস্থান করার অর্থই শোক তাপের ভেতর দিয়ে সময় কাটানো। বাইরের দিক থেকে কোনো প্রকার বিপদাপদের প্রতি কারও দৃষ্টি নাও পড়তে পারে। অথবা কঠিন বিপদের মুহূর্তে বাঁচার চেষ্টা না করে হয়তো এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারি– মরতে হয় সকলে মিলে এক জায়গায়ই মরি। আর ছড়িয়ে থাকলে একে অপরের প্রতি আকর্ষণই বেঁচে থাকার প্রেরণা যোগাবে। তাছাড়া দলে ভারি থাকার চেয়ে হালকা থাকায় নিরাপদ বেশি।

শেষ পর্যন্ত কালাম মিয়া ও বাসেত খন্দকার সিদ্ধান্ত নিলেন তাদের গ্রামের বাড়িতে রেখে তিনি শহরের অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মতো এখানেই থেকে যাবেন। অতএব সেদিনই প্রয়োজনীয় মালামালসহ শাশুড়িদের নিয়ে বাসেত শহর ছেড়ে তার শ্যালকের গ্রামের বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেলো।

চার.

বাসেতকে একা ফিরতে দেখে শিরিনা জিজ্ঞেস করলো ভাই কোথায়? স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর তখনই সে দিতে পারলো না। বিমর্ষ মুখে মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। নিরুত্তর স্বামীর ভাবভঙ্গি দেখে এক অজানা আশঙ্কায় স্ত্রী মুখে আচল চেপে ধরে ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো। কান্নার কোনো শব্দ নেই। বুকের ভেতর থেকে দুঃসহ ব্যথা উথলে উঠে দু'চোখের কোণা দিয়ে শ্রাবণের ধারার মতো অশ্রু ঝরে বুকের বসন সিক্ত করছে। এমনই মুহূর্তে তিন বছরের ছেলেটির হাত ধরে পীর মা সেখানে এসে পড়লেন। ছেলে আর পুত্র বধূর মুখের দিকে চেয়ে কিছু বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন– কী হয়েছে খোকা? মায়ের উপস্থিতি ওরা বুঝতে পারেনি। গলায় আওয়াজ শুনে চমকে উঠে বাসেত মাকে সালাম জানিয়ে

www.pathagar.com

পায়ের ধুলা নিয়ে কান্না জড়িত কণ্ঠে বললো– কি বলবো মা! তাকে কোথাও খুঁজে পেলাম না।

আতঙ্কে প্রৌঢ়া কেঁপে উঠলেন। বললেন– তার দেশের বাড়িতে গিয়েছিলে?

অনেক কষ্ট করে তাদের বাড়ি গেলাম। বাবা মা ভাই বোন তার জন্য খুব চিন্তিত। আমার পরিচয় দিতেই তারা খুব আন্তরিকতা সহকারে আমাকে গ্রহণ করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাদের নানা প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর আমি দিতে পারিনি। দেশের এই দুর্যোগের মুহূর্তে তাদের শত বাধা অগ্রাহ্য করে রাসেদ আমাদের বাড়ি চলে আসে। আমরা কেন তার খবর জানি না এটাই তাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা। তাদের সামনে নিজেকে গুরুতর অপরাধী মনে হয়েছে। সংঘটিত ঘটনাগুলো তাদের কাছে ব্যক্ত করবার মতো সৎ সাহস তখন আমার ছিলো না। আমার বিপর্যস্ত চেহারা দেখে তারা কোনো প্রকার অঘটনের আশঙ্কা করছিলেন। অনেক পরিশ্রম করে গিয়েছি তাই তারা রাতে আমাকে বিরক্ত করতে চায়নি। আমার ধারণা পরদিন তাদের ছেলে সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইতো। রাতে সুন্দর পরিপাটি করে পাতা বিছানায় আমাকে শয়ন করতে দিলেও আমি স্বস্তি পাইনি। মনে হয়েছে কাটা ভরা জঙ্গলের মধ্যে আমি শুয়ে আছি। সমস্ত রাত এপাশ ওপাশ করে অনিদ্রায় পার হয়ে গেলো। সকালে তাদের শত অনুরোধ উপেক্ষা করে নানা অজুহাত দেখিয়ে চলে আসতে হয়েছে। আমার জীবনে এই প্রথম একটা শিক্ষিত ভদ্র ও ঈমানদার পরিবারের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, আমি নিজেই সেই মধুর সম্পর্কের বুকে ধারাল ছুরি বসিয়ে দিয়েছি। আর কোনো দিন ঐ পরিবারের সদস্যদের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার মতো সৎ সাহস আমি পাবো না মা! আমি যা করেছি তার বিকল্প কোনো সমাধান এ দুনিয়াই আর নেই।

কেন বাবা?

হারিয়ে যাওয়া সম্পদ ফিরে পাওয়ার আশা করা যায়। কিন্তু পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ থেকে যদি কেউ চিরদিনের জন্যে অপর জগতে চলে যায় তাহলে তা কী আর পাওয়া যায় মা?

এমন কথা তুমি কিভাবে বললে খোকা?

অনিলদার ছোট বোন ইন্দ্রানী আমার হৃদয়ের ঘুমন্ত সত্তাকে আঘাত করে

www.pathagar.com

চেতনা ফিরিয়ে দিয়েছে। তাদের কোনোই সন্দেহ নেই রাসেদ ভাইকে চিরতরে শেষ করে দেয়া হয়েছে। তার দিদি মাধবীর পরিণাম চিন্তা করে আমাকে খুব করে তিরস্কার করেছে। সে বলেছে তিনটি প্রাণীর আত্মার অভিশাপ আমাকে জীবন ভর বয়ে বেড়াতে হবে।

মা শিউরে উঠে বললেন– তুমি তো কোনো অপরাধ করনি বাবা! তোমার মামী আর আমিই তো এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ দায়ী। তবু এই সিদ্ধান্তটি সেই মুহূর্তে কোনো অন্যায় কিছু ছিলো না।

মামা আর শমসের ভাইয়ের মনোভাব যখন আমরা জানতাম তখন সেই মুহূর্তে বিয়ের ফয়সালা না করে আমাদের উচিত ছিলো তখনকার মতো চেপে যাওয়া। নির্ধারিত বরের অসুস্থতার দোহাই দিয়ে কৌশলে সেদিনকার মতো তাদের বিদায় করে দেয়াই ছিলো উত্তম ব্যবস্থা। তোমরা যদি রাসেদকে জামাই হিসেবে গ্রহণ করতে চাইতে তাহলে পরে সময় ও সুযোগ বুঝে যুক্তি তর্কে মামাকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনা হয়তো কঠিন হতো না। টাকার নেশায়, বড় ছেলের প্রলোভনে পড়ে আধা বয়সি অসুস্থ বিকারগ্রস্ত ছেলেকে জামাই হিসেবে পেতে চাচ্ছিলেন তার অশুভ পরিণাম তো চোখের সামনে তিনি দেখলেন। বর দেখেই উপস্থিত নিমন্ত্রিতরা তো কানা ঘুষা করছিলেন তারপর যখন তাকে মৃগী রোগে অজ্ঞান করে ফেলেছিল তখন অনেক মানুষের ভর্ৎসনা নিন্দা তিরস্কার তাকে খুব করে অপদস্থ ও অপমানিত করেছে। এরপরে চিন্তা করবার সময় দিলে তিনি নিশ্চয়ই নিজের ভুল বুঝতে পারতেন। আমরা ধৈর্য ধরতে পারিনি। ধৈর্যহারা আবেগের বশবর্তী হয়ে যা করে তাতে সফলকাম হয় না। বরং ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিরিনা আমাকে বলেছিল মা আর মামী অসুস্থ বরের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে যখন রাজি নন তখন এতো অধৈর্য না হওয়াই ভালো। বর্তমান পরিস্থিতি দেখে বোঝা যাচ্ছে বিয়ের সব আয়োজন পণ্ড হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ পাকের এই অসম বিয়ের প্রতি সমর্থন ছিলো না তাই তিনি আনুষ্ঠানিকতার আগেই বরের চিরাচরিত রোগটিতে আচ্ছন্ন করে দিয়েছেন। এমনই যখন বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে তখন এই মুহূর্তে আমরা কেন রাসেদ ভাইয়ের সাথে বিয়ে পড়িয়ে শত্রুতা সৃষ্টি করতে যাবো। পরে দেখবেন মা আর মামীর ইচ্ছা এমনিই পূরণ হয়ে যাবে। শিরিনার যুক্তি ছিলো

www.pathagar.com

তাৎপর্যপূর্ণ। আমি কেন তার কথা বুঝতে চেষ্টা করিনি এটাই আমার অমার্জনীয় অপরাধ। মা! আমি তোমার অপদার্থ ছেলে। রাসেদের মতো একটা অভিজ্ঞ আর ভালো ছেলেকে ভাই হিসেবে পেয়েছিলাম। এটা নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ প্রদত্ত, নইলে অলৌকিকভাবে তার সাথে আমার পরিচয় হবে কেন! অল্প কিছুদিন তার সংসর্গে থেকে যে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলাম তার সদ্ব্যবহার আমি করতে পারিনি, এটাই আমার জীবনের মস্তবড় দুর্ভাগ্য। আমার নির্বুদ্ধিতার দরুন বন্ধুকে হারিয়ে বুকে যে ক্ষত সৃষ্টি করলাম তা আর কোনো দিন শুকাবে না বরং জীবন ভর কষ্ট দিতে থাকবে। তিনটি প্রাণীর দু'চোখ দিয়ে দর বিগলিত ধারায় অশ্রু ঝরছে আর সেদিকে অপলক চেয়ে আছে তিন বছরের শিশু ফরিদ। নাবালক শিশুর দু'চোখ বিষণ্ন বিস্ময়, সুন্দর চেহারায় যেন ঘন মেঘের ছায়া। দীর্ঘদিন পরে সে তার আব্বাকে দেখছে যেনো নতুন এক অপরিচিতের মতো। কেননা ইতোপূর্বে তার আব্বার সামনে আসা মাত্র তাকে কোলে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় মুখমণ্ডল ভরিয়ে দিয়েছে। তার বিনিময়ে সে তার হাসিতে মন কেড়ে নিয়েছে, হৃদয়ের মাঝে আনন্দের বান দিয়ে সেই জোয়ারে পিতা পুত্র অবগাহন করেছে। সময়ের কোনো হিসাব ছিলো না তাতে। সেই দৃশ্য দেখে মা এতোই পুলকিত হতো যার তুলনা হয় না। যখন এই অকল্পনীয় দৃশ্যের পট পরিবর্তন হতো তখন কৃত্রিম ক্ষোভ মান অভিমানের মহড়া চলতো তার আব্বা মায়ের মধ্যে। চিরাচরিত নিয়মের এই প্রথম ব্যতিক্রম। বাসেতের অনুপস্থিতিতে তার ছেলে যখন আব্বা আব্বা বলে ডাক ছাড়তো তখন তার স্ত্রী শিরিনা ছেলের মুখে চুমু দিয়ে বলতো– সোনামনি! তোমার আব্বা– তোমার মামাকে আনতে গেছে হয়তো আজই এসে যাবে। অবুঝ শিশুও যেন বুঝে যেতো মামা কতো আদরের সম্পর্ক। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আব্বার সাথে মামা নেই বলেই কি আদর সোহাগও উঠে গেছে! আব্বা, মা, দাদী কারও মুখে হাসি নেই কেন! তাদের দু'চোখে পানি, চেহারায় আপনজন হারানোর ব্যথার প্রলেপ। ছোট্ট শিশুও যেনো বুঝে নিয়েছে মামাকে পায়নি বলেই তাদের এই শোক প্রকাশ তাই সে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তিনটি প্রাণীর মুখের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রয়েছে। শিরিনা আর স্থির থাকতে পারলো না ছেলেকে দু'হাতে তুলে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চাপা

www.pathagar.com

কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। প্রৌঢ়া এবার শিরিনার মাথায় হাত দিয়ে বললেন– তুমি কেঁদো না বৌমা! আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাসেদ বাবাজি বেঁচে আছে। দেশের এই দুর্যোগের সময় কোথায় হয়তো লুকিয়ে থাকতে পারে। আবার শুনছি যুবক ছেলেরা যুদ্ধ করবার জন্য মুক্তি বাহিনীতে নাম লিখিয়েছে। রাসেদের মতো বিবেকবান ছেলেরা দেশের এই দুর্দিনে বসে থাকতে পারে না। সেও তো মুক্তি ফৌজে যোগদান করতে পারে। আমরা অযথা কান্নাকাটি করছি কেন! সবাই মিলে তার জন্যে দোয়া করি আল্লাহ পাক তাকে হেফাযত করুন।

মায়ের যুক্তি সঙ্গত সংক্ষিপ্ত কথাটি উভয়ের মনে রেখাপাত করলো। তাই তারা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো– আমিন! কিছু সময় পর বাসেত বললো– তাহলে আমাকেও যুদ্ধের জন্য গেরিলা ট্রেনিং নিতে হবে মা?

প্রভু তরুণ যুবকদের অসীম শক্তিদান করেছেন তারা যদি এর সদ্ব্যবহার না করে তাহলে একদিন জওয়াব দিহি করতে হবে। দেশের স্বাধীনতার জন্য যেমন একদলকে আত্মত্যাগ করতে হবে তেমন নারী শিশু বৃদ্ধ অসহায়দের নিরাপত্তার ব্যাপারেও একদলকে দায়িত্ব নিতে হবে।

আমি কোন্ দল হতে পারি মা?

রাসেদকে আমি নিজের সন্তান হিসেবেই গ্রহণ করেছি, সে যদি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করে থাকে তাহলে তোমাকে সেই দলে থাকতে হবে।

এটা তো তোমার অনুমানের উপর ভিত্তি করেই বলা হলো মা!

অজানা বিষয়কে জানতে হলে অনুমানের উপর নির্ভর করেই তো অগ্রসর হতে হয় বাবা!

মায়ের কথার উপর বাসেত আর কথা বাড়ালো না। যেন মনে হলো সে আজ মাকে নতুন রূপে দেখতে পাচ্ছে। ইতোপূর্বে মায়ের চিন্তা ধারার সাথে আজকের এই যুক্তিপূর্ণ কথার কোনো মিল নেই। রাসেদের সংস্পর্শে এসে তিনিও সত্যজ্ঞান অর্জন করেছেন। মা মনে প্রাণে তাকে আপন সন্তানের মর্যাদায় গ্রহণ করে যতটুকু তার সাথে সময় কাটিয়েছেন তাতে মনে হয় এই পরিবারের চিরাচরিত গোঁড়ামীর বেড়াজালে তিনি বন্দী ছিলেন তা থেকে কিছুটা হলেও তিনি মুক্তি পেয়েছেন। বয়সের ভারে ভাঁজ পড়া চেহারা আজ

www.pathagar.com

অন্য রকম দেখাচ্ছে। সেখানে উজ্জ্বল দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে। সেই সুন্দর দীপ্তির প্রখরতা বাসেতের হৃদয়ের গভীরে ছড়িয়ে পড়েছে। সে মায়ের পদধুলি নিয়ে শিরিনার কোল থেকে ফরিদকে নিজের বুকে চেপে ধরে আদর করলো। তার কচি অধরে বার কয়েক চুমা দিয়ে শিরিনার হাত ধরে তাদের ঘরে প্রবেশ করলো। রাতের খাওয়া দাওয়ার পর তারা স্বামী স্ত্রীতে এশার নামায পড়ে দীর্ঘক্ষণ প্রভুর দরবারে রাসেদেরও এই দুর্যোগময় সময়ে দেশের নিরাপত্তার জন্য দু'চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে দোয়া করলো। শোবার সময় শিরিনা বললো– রাসেদ ভাই যদি সত্যিই যুদ্ধে যেয়ে থাকেন তাহলে তার ফিরে আসতে হয়তো বছরের পর বছর কেটে যেতে পারে ততোদিনে ভাবীর অবস্থা কী হবে?

বাসেত মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে বললো– কে তোমার ভাবী?

বড় মামার মেয়ে মোহসীনা।

সে তো মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য।

কেন?

বিয়ের পর পরই তো তার কাছ থেকে তালাক নেয়া হয়েছে।

কে নিয়েছে?

শমসের ভাই।

আমি মানি না।

শরীয়তের বিধান কী অমান্য করবার ক্ষমতা কারও আছে?

স্বামী স্ত্রীর বন্ধনের গিট কী অপরে খোলার অধিকার রাখে?

প্রয়োজনবোধে অভিভাবক তাদের বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।

বাবা বর্তমান থাকতে ভাই কী অভিভাবক হতে পারে?

মামা সব দায়িত্ব তার ছেলের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, এমতাবস্থায় সে তার প্রভাব খাটিয়েছে। রাসেদ যদি বাধ্য হয়ে নিজ হাতে তালাকনামা লিখে থাকে তাহলে তারা বিচ্ছিন্ন তো হয়েই গেলো। আর সম্পর্ক থাকলো কোথায়?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাসেদ ভাই নিজের হাতে তালাকনামা লিখেননি বা মুখে বলেনওনি। তাদের স্বামী স্ত্রী বন্ধন ছিন্ন হয়নি আর কোনো দিন হবেও না।

আমাদের কাছে এটা একটা স্পর্শকাতর বিষয় বলে মেনে নেয়া যাচ্ছে না,

www.pathagar.com

কিন্তু আদৌ যদি কোনো দিন রাসেদ ফিরে না আসে তাহলে আমরা কী করতে পারি?

মায়ের দোয়ার প্রতি আমার অগাধ বিশ্বাস। তিনি অবশ্যই একদিন ফিরে আসবেন। যতোদিন না আসেন আমরা ততোদিন অপেক্ষা করবো।

আমরা জীবন ভর অপেক্ষা করতে পারি কিন্তু মোহসীনাকে আমরা কোন্ অধিকারে ধরে রাখতে পারি! তার বয়স অল্প, যৌবনের কোঠায় পৌঁছতে এখনও অনেক সময় বাকি। তার বাবা মা ভাইয়েরা আমাদের মুখের দিকে চেয়ে মেয়ে ঘরে বসিয়ে রাখবে না। যারা অর্থের লোভে মেয়েকে অপাত্রের হাতে সমার্পণ করছিলেন তাদের এই নির্বুদ্ধিতার নেশা আমরা কি করে ভাঙ্গতে পারি! ওরা তো সুযোগ পেলে যে কোনো সময় অন্য পাত্রের সাথে বিয়ে দিতে পারে। দেশের এই দুর্যোগের সময় একদল মানুষ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটাছুটি করছে আর একদল হানাদারদের মোকাবেলায় গেরিলা যুদ্ধে নেমে পড়েছে। আমাদেরও তো যে কোনো একটি পথ বেছে নিতে হবে।

আমি যতটুকু জানি– এই পরিবারের সদস্যদের প্রতি বিগত দিনের অনেক পুণ্যাত্মার দোয়া ও আশির্বাদ রয়েছে। সেই সমস্ত সম্মানিত মরহুম মুরুব্বিয়ানদের দোয়ার বরকতে এই অঞ্চলটা বিপদমুক্ত থাকবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মোহসীনাকে কি আমাদের বাড়িতে এনে রাখতে পারি না?

বলাটা যতো সহজ করাটা ততো কঠিন। শমসের ভাই মীর বাড়ির সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। যে ব্যক্তি তার নিজের মায়ের পেটের বোনের বিয়ের ব্যাপারটি একটুও তলিয়ে না দেখে পৈচাশিক উন্মত্ততায় নিজের ভগ্নিপতিকে লেঠেল সরদারের হাতে তুলে দিতে পারে তার মুখ আমি আর কোনো দিন দেখতে চাইনে। তারপর সে এমনই আমার প্রতি ক্ষ্যাপা, সামনে গেলে জেদের বশে অনেক কিছু করে ফেলতে পারে। মামার বাড়ি যাওয়ার সব আশা আমি চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করেছি।

তাহলে আমি গিয়ে তাকে নিয়ে আসি।

শত দুঃখের মধ্যেও তুমি হাসির কথা বললে কি করে! ক'দিন বাদেই হয়তো শুনতে পাবে মোহসীনা অন্যের গৃহিনী হয়ে শ্বশুর বাড়ি চলে গেছে।

আপনার এই ধারণা একদিন মিথ্যে হয়ে যাবে দেখতে পাবেন।

কী ভাবে?

www.pathagar.com

মোহসীনাকে পুনরায় কেউ বিয়েতে রাজি করাতে পারবে না।

তোমার এই ছেলেমি কথার কোনো অর্থ হয় না। বিয়ে হলো অথচ চার চোখের মিলন হলো না তার আগেই ছিন্ন হয়ে গেলো কোন্ আশায় সে বসে থাকবে?

আমি জানি না ভাইয়ের কাছ থেকে জোর করে তালাকনামা নেয়া হয়েছে কিনা। শোনা কথার উপর আমি বিশ্বাস রাখি না। সে মুহূর্তে মোহসীনা আর তার পক্ষের সমর্থনকারীরা ছিলেন অসহায়। তাদের অসহায়ত্ব দূর করবার জন্য রাসেদ ভাইয়ের বিবেক তাকে সহানুভূতিশীল করে দিয়েছিল। ঐ বাড়িতে যাওয়ার পর থেকে কতবার আপনি চেষ্টা করেছিলেন তাকে ভেতর বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু পারেননি। প্রয়োজনের মুহূর্তে তিনি কেন গেলেন এটাও তো ভেবে দেখতে হবে। নিশ্চয়ই এটা দয়াময় প্রভুর ইচ্ছায় ঘটে গেছে। রাসেদ ভাই আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যাকে জীবন সঙ্গিনী হিসেবে কবুল করে নিলেন তাকে ইতোপূর্বে একনজর দেখেননি বা দেখতে চাননি। তিনি গুরুজনদের অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেন। বিশেষ করে মাতৃসম বয়েজ্যেষ্ঠদের। তাই মায়ের দাবিটা আদেশ মনে করে অবশ্য পালনীয় এই শাস্ত্র বাক্যটি পালন করেছেন। তিনি জানতেন মা সর্বদায় সন্তানের কল্যাণ চান, তাই ভবিষ্যৎ ভেবে দেখবার প্রয়োজনবোধ করেননি। আমরা তো জানি মাধবী তাকে প্রাণাপেক্ষা ভালোবাসে, তিনিও তার প্রতি দুর্বল থাকলেও মাতৃ আজ্ঞার কাছে সেটা পরাস্থ হয়ে গেছে। এহেন ব্যক্তিটি কোনো প্রকারেই নিজ হাতে তালাকনামা লিখে মাকে অপমানিত করতে পারেন না। মোহসীনাও বুঝতে পেরেছিল একজন নিষ্পাপ দায়িত্বশীল ঈমানদার যুবকের সাথে অলৌকিকভাবে তার বিয়ে হয়ে গেছে। পরে সে যখন শুনলো তার স্বামীকে অপহরণ করা হয়েছে তখনই সে মূর্চ্ছা গেলো। তিন দিন পর্যন্ত সে মৃত্যু বৎ বিছানায় পড়েছিল। কেউ তাকে উঠাতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তার ভাবী কিভাবে জানি না– তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন তাতেই সে শয্যা ত্যাগ করে গোসল ও খাওয়া-দাওয়া করেছিল। আমরা যখন চলে আসি তখন সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে এতো কাঁদলো যা হৃদয়ে দাগ কাটার মতো। আমাকে সাথে নিয়ে চলুন। সেই সময় আমরা এতোই অসহায় ছিলাম তাকে সাথে করে নিয়ে আসবার মতো পরিস্থিতি ছিলো না।

www.pathagar.com

মামীর সম্মতি থাকলেও মামার চোখ রাঙানি আমরা উপেক্ষা করতে পারিনি। আমি তাকে বলে এসেছিলাম আমার ভাইকে খুঁজে বের করে এনে তোমাকে নিয়ে যাবো। বর্তমান আইন শৃঙ্খলা তো ভেঙ্গে পড়েছে। অতএব বড় ভাই এতোদিন নিশ্চয়ই বাড়ি চলে এসেছেন। রাসেদ ভাইকে কোথায় রেখেছেন সেটা তার কাছ থেকে জেনে নিতে দোষ কি! চলো না আমরা মাকে নিয়ে মামাদের বাড়ি যাই।

আমার আর সেই নির্বোধ লোকদের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা নেই, তবে মা যদি বলেন তাহলে যেতে পারি। সকালে মায়ের মতামত নিয়ে দেখি। রাত অধিক হয়ে গেছে। আমি ক্লান্ত, ঘুমে চোখের পাতা খুঁজে আসছে, এবার ঘুমাও।

পরদিন মায়ের পরামর্শ মতো বাসেত তার ভগ্নিপতি রবিউলকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিলো বিস্তারিত খবর নিয়ে আসবার জন্য। চার দিন পর রবিউল এসে বললো– শমসের ভাই বাড়ি এসেছেন। তার দাপট পূর্বের চেয়ে বেড়ে গেছে। তিনি আমাদের সবার প্রতি খুব রাগান্বিত। সেই রোগা ছেলেটি পানিতে ডুবে মারা গেছে। যদি তার সাথে মোহসীনার বিয়ে হতো তাহলে ওরা এই দুর্দিনে লাখ টাকার মালিক হতে পারতো। আবার ওদের মেয়ের স্বামীর ঘর করতে হতো না। পরে দেখে শুনে একটি ভালো ছেলের সাথে বিয়ে দিতে পারতো। রাসেদ ভাইয়ের সাথে তার বিয়ে দেয়ার কারণে হাতে পেয়েও টাকা ফেরৎ দিতে হয়েছে এতো বড় অপমান তিনি সহ্য করতে পারছেন না। আমার সাথে তিনি কোনো দুর্ব্যাবহার করেননি তবে আপনাকে পেলে অবশ্যই করতেন। মামা নির্বিকার, কোনো কথাবার্তা বলছেন না। অসুস্থ হয়ে শয্যা নিয়েছেন। মামী আর মোহসীনা কেবলই কান্নাকাটি করছেন। শমসের ভাই কখন কি করে বসেন সেই ভয়ে তারা অস্থির। রাসেদ ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ক্রুদ্ধস্বরে বললেন– হারামজাদার খবর আমি জানি না। সে যদি মরে থাকে তবে ভালো নইলে যদি বেঁচে থাকে তাহলে তাকে নিজ হাতে খুন করবো। রাসেদ ভাইকে নিয়ে তারা কি করেছে সেটা বের করবার জন্য চার দিন থাকলাম কিন্তু কোনো সুবিধা করতে পারলাম না। ভাবী বললেন– তিনিও অনেক চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোনো খবর বের করতে পারেননি।

www.pathagar.com

উপরন্তু তার অনেক শাস্তি মাথা পেতে নিতে হয়েছে। তার অপরাধ তিনি নাকি তালাকনামার কাগজটি সরিয়ে ফেলেছেন, এটা তার প্রতি শমসের ভাইয়ের সন্দেহ। তিনি বলেছেন আমি কিছু গোপন করিনি। জামা কাপড় পরিষ্কার করবার সময় আমি খেয়াল করিনি পকেটে কিছু আছে কিনা। কাঁচবার পরে বোঝা গেলো একটি কাগজ ছিলো তা ভিজে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। ভাবীর কথা ভাই বিশ্বাস করেনি তাই মারধোর করেছেন। আমি যখন চলে আসি তখন মামী বললেন– আমার মোহসীনার কী হবে বাবা? আমি বললাম আপনি ধৈর্য ধরুন আর মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করুন তিনিই সব হেফাযত করবেন। আমি ব্যাগ হাতে পথে নেমে আবার কি ভেবে ফিরলাম। মনে করলাম শেষবারের মতো শমসের ভাইয়ের সাথে দেখা করবার উসিলায় কোনো তথ্য পাই কিনা যাচাই করে দেখি। তার শোবার ঘরে ঢুকে পড়লাম। তিনি গম্ভীর মুখে খাটের উপর বসে আছেন আর ভাবী নিচে মেঝেই বসে আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে কাঁদছেন। আমি সালাম দিয়ে বললাম– বাড়ি যাচ্ছি। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে মাথা তুলে আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতে বললেন– ভাবী আমার উপস্থিতি বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ উঠে একটি চেয়ার টেনে বললেন, বসুন দুলামিয়া। আমি বললাম– আর বসবো না এবার বাড়ির দিকে যেয়ে দেখি কি অবস্থা। শমসের ভাই বললেন– তা ঠিক কথা, দেশের এই দুর্দিনে কখন কি হয় তা বোঝা যাচ্ছে না। বিপদ মাথার উপর চেপে বসেছে এই মুহূর্তে কি করবো তা ভেবে পাচ্ছি না। কারও সাথে পরামর্শ করে কোনো কিছুর সিদ্ধান্ত নেবো তা হবার জো নেই। আমি যেন সবার শত্রু হয়ে গেছি। আপনজন কেউ আর আমাকে বিশ্বাস করছে না। বাড়ির কেউই তো নয়ই তারপর মামারা খালারা ফুফুরা সবাই আমার প্রতি নাখোশ। বোনের বিয়ের সব যোগাযোগ আমিই করেছিলাম। বিয়ে হলে কি ক্ষতিই বা হতো, বরং লাভ হতো। এতোগুলো টাকা আমাদের থাকতে আবার মোহসীনার তিন দিনের বেশি শ্বশুর বাড়ি থাকতে হতো না। বাসেত মৌলভী যদি তখনই মোল্যা সেজে না বসতো তাহলে পরে সবাই কিন্তু আমাকে বাহবা দিতো। সবাই বলতো আল্লাহ যা করেন মঙ্গলের জন্য করেন। পরে তো রাসেদের সাথে পঁড়িয়ে দেয়াতে কোনো দোষ হতো না। এখন একুল ওকুল সব হারিয়ে গেলো। সুযোগ

www.pathagar.com

পেয়ে আমি বললাম– তাহলে রাসেদ ভাইও কী বেঁচে নেই? তিনি বললেন– তাকে তো আমি মারতে বলিনি, বলেছিলাম বিশখালী নদীর ওপারে ফেলে আসতে।

ঘটনাটি প্রায় দু'মাস হতে চললো। সেই থেকে এপার ওপার তো দূরের কথা গোটা বরিশাল জেলাটিও চষে বেড়িয়ে তাকে পাওয়া গেলো না কেন?

কে এতো খোঁজাখুঁজি করেছে?

বাসেত ভাই আর তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তাকে পেলেই বা কি লাভ আর না পেলেই বা কী ক্ষতি? আমি তা বুঝতে পারছি না। পুলকের বিয়ে পাঁচ মিনিটেই ছিন্ন তা আবার এতো খোঁজাখুঁজি কেন?

বাসেত ভাই আর শিরিনা ভাবীর সাথে যে সম্পর্ক সেটা তো ছিন্ন হয়নি। আমার মনে হয় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তেমন অটুটই থাকবে। তারপরেও আমার মনে হয় আপনাদের পরিবারের আবেগে হোক বা অলৌকিকভাবে হোক যে দাগটি কেটে গেলো তা হয়তো মুছে যাবে না। এই পরিবারে শান্তি ফিরিয়ে আনার স্বার্থে আপনার উচিত তাকে খুঁজে বের করে আনা।

যদি বেঁচে থাকি তাহলে সে চিন্তা পরে করে দেখবো। এখন ছেলে মেয়ে নিয়ে কোথায় মাথা গুজবো সেই চিন্তায় আছি।

কেন?

এমন একটা জায়গায় আমাদের গ্রাম যে কোনো মুহূর্তে পাঞ্জাবীরা এসে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে পারে। গ্রামের লোকজন যে যেদিকে পারছে চলে যাচ্ছে আমরা কোথায় যাই তাই ভাবছি।

শুনেছি আপনি একজন গোড়া মুসলিম লীগার। আর নেতৃত্বে আজও বহাল তবিয়তে আছেন। অতএব হানাদাররা তো আপনার বন্ধু। আপনাদের গ্রাম জ্বালাবে কেন? এটা কোনো বন্ধুর ধর্ম হতে পারে না।

এর বিপক্ষ দল আছে না! তাদের দল যে ক্রমান্বয়ে ভারি হয়ে যাচ্ছে।

দেশের চৌদ্দ আনা মানুষ স্বাধীনতা চায়, অতএব সেই দলের সংখ্যা

www.pathagar.com

অবশ্যই বাড়তে থাকবে। তাদের সহযোগিতা করতে না পারলেও যদি কোনো ক্ষতি না করা হয় তাহলে তারা ভয়ের কারণ হবে কেন?

কার মনে কি আছে তা যদি আগেই জানা যেতো তাহলে কোনো সমস্যা ছিলো না।

এই মুহূর্তে মানুষের মন বোঝা না বোঝার কোনো প্রয়োজন নেই। বর্তমান দেশে দু'টি পক্ষ। মিত্র পক্ষ, যারা স্বাধীনতা চায়। আর শত্রু পক্ষ, যারা স্বাধীনতার বিপক্ষে। আমার মতে যারা শেষোক্ত দলের তারা দেশের গাদ্দার। এদের পরিণাম কোনো যুগেই ভালো হতে দেখা যায়নি। মুসলমানদের মধ্যে একদল পথভ্রষ্টরা যুগে যুগে এই কর্মটি করে এসেছে। শেষ পর্যায়ে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে গাদ্দার পরিচয়ে।

তুমি কি বলতে চাও আমি সেই দলের?

আমি তা বলিনি। কাজে কর্মেই তার পরিচয় ফুটে উঠে।

আমরা তো অশান্তি সৃষ্টি করছি না। একদল অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে আমরা তা নিভাবার জন্য পিস্ কমিটি করেছি।

আগে দেখতে হবে কেন আগুন জ্বলে উঠলো, তারপরই প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমরা তো ভালোই ছিলাম কেন স্বাধীনতার ধুয়া তুলে হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হলো?

প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার নাম প্রতারণা। গোটা জাতির স্বার্থ ও ক্ষমতা লোভীর চলার পথ নিষ্কণ্টক করার অপকৌশল রুখতে যাওয়া যদি হাঙ্গামা সৃষ্টির কথা বলা হয় তাহলে সরাসরি মিথ্যাকেই প্রশ্রয় দেয়া হলো। সত্যের ধারকরা এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠবে এটা তো স্বাভাবিক।

তাই বলে বাশের লাঠি নিয়ে বিপ্লব ঘটানোর চিন্তা ভাবনা বোকামী ছাড়া আর কি হতে পারে?

কথাটা আপনাদের অলস চিন্তার ফসল। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা কামান দেগে উড়িয়ে দিলেও আজাদী আন্দোলন নস্যাৎ করতে পারেনি। বরং দিন দিন ঘনিভূত হয়ে জনগণের আকাঙ্ক্ষার সফলতা এনে দিয়েছিল। এটা কি মিথ্যে ভাইজান?

www.pathagar.com

কিসের সাথে কার তুলনা দিচ্ছ! গোটা ভারতবর্ষের জনগণ ছিলো এক কাতারে তাই বৃটিশরা দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।

তখনও বৃটিশের অনেক দালাল ছিলো। তারা দেশের জনগণের সাথে গাদ্দারী করে বৃটিশ শাসন টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হয়ে দুঃখজনক পরিণতির স্বীকার হয়েছিল। ইতিহাসের পাতায় তারা চিরদিনের জন্য কালো তালিকায় চিহ্নিত হয়ে থাকলো। তাদের বংশধররা সেই কালো দাগ মুছতে পারেনি, কোনো দিন পারবেও না। অতিতের ঘটনাবলির সাথে বর্তমানের স্বাধীনতা আন্দোলনের কোনো অমিল নেই। জাতির গাদ্দারদের মুখে ছাই দিয়ে এদেশ অবশ্যই একদিন স্বাধীন হবে। ইতিহাসের কাছে শিক্ষা না নিলে আপনাদের একদিন ভয়াবহ পরিণতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে দেশ স্বাধীন হতে বেশি সময় নেবে না। আমি বলতে চাই এমন আশা সুদূর পরাহত। এমন অবস্থায় আমরা একটা চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারি। যদি তোমরা জিতে যাও তাহলে আমাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে আর যদি আমরা জিতে যাই তাহলে তোমাদের কোনো ক্ষতি হতে দেবো না।

আমরা কোনো চুক্তিবদ্ধ হতে চাই না, বিশেষ করে আপনার মতো ব্যক্তির সাথে।

কেন?

অর্থলোলুপ ক্ষমতালোভী হৃদয়হীন ব্যক্তিরা চুক্তির মর্যাদা বুঝতে চায় না। যদি চাইতো তাহলে আর দ্বিতীয়বার স্বাধীনতার দাবি নিয়ে সংগ্রাম করতে হতো না।

আমি বলছি ব্যক্তি বিশেষের ব্যাপারে, আর তুমি টেনে আনছো গোটা জাতির বিষয়। এটা আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে শোভা পায় না।

ব্যক্তির পরিচয় কেবলমাত্র পরিবার আর সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাওয়া জ্ঞানী গুণীর পক্ষে শোভন নয়। জাতির মেরুদণ্ড যারা ভেঙ্গে দিতে চায় তাদের রুখতে জ্ঞানী গুণীদেরই প্রথমে সামনের কাতারে দাঁড়াতে হয়। আমরা এতোদিন ব্যক্তি স্বার্থ নিয়ে ভেবেছি। আমাদের ঘুমন্ত বিবেককে

www.pathagar.com

স্বার্থান্বেষীরা খোঁচা দিয়ে জাগিয়ে দিয়েছে। এবার আমরা বুঝতে পেরেছি গোটা জাতির স্বার্থ রক্ষিত না হলে ব্যক্তি স্বার্থ হাসিল করা যায় না। জনগণের অনুভুতির মর্যাদা না দিয়ে যারা অমর্যাদা দিয়ে ঢেকে দিতে চায় তারা গোটা জাতির শত্রু। আমরা ক্ষমতা লোভী এই শত্রু দলের মসনদ থেকে টেনে হেঁচড়ে নামিয়ে এমন শিক্ষা দিতে চাই যাতে চিরতরে তাদের মোহ ভঙ্গ হয়ে যায়।

তাহলে তোমরা ভাইয়ে ভাইয়ে শত্রুতা সৃষ্টি করতে চাও?

নিজের দিকে চেয়ে অপরের মূল্যায়ন করুন। মায়ের পেটের কিশোরী বোনকে একটা রোগাগ্রস্ত আধা বয়সি ব্যক্তির সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করলেন। আল্লাহ তা'আলা নারাজ ছিলেন বলেই তো আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ে পড়াবার পূর্বেই তার চিরাচরিত রোগটি তাকে চেপে ধরলো। বর যাত্রীরা পর্যন্ত সে অবস্থা দেখে আস্তে আস্তে কেটে পড়লো। এটা চোখের সামনে দেখেও আপনার বোধদয় হয়নি। সে সময় জন্মদাত্রী মা কিভাবে স্থির থাকতে পারে বলুন? নিমন্ত্রিত সমস্ত অতিথিরা আপনাদের ছি ছি করতে লাগলেন। আপনাদের যে সমস্ত পরমাত্মীয়রা এসেছিলেন তারা এই কিশোরী মেয়েটির ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখে তখনই যে সিদ্ধান্ত নিলেন সেটা কি উত্তম ব্যবস্থা ছিলো না? এমন অলৌকিকভাবে যেটা ঘটে গেলো সেটা নিয়ে প্রভুর দরবারে আপনার শোকরিয়া আদায় করা উচিত ছিলো। এর বিপরীতে আপনি যা করলেন তা বোধ বুদ্ধিহীন পাগলেও করে না। রাসেদ ভাই যদি বেঁচে না থাকেন তাহলে কি হবে আপনার বোনের? আপনি হয়তো ভাবছেন মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে হতভাগিনী মেয়েটিকে অন্যের হাতে তুলে দেবেন। সে সময় সে তো জেনেই নিয়েছিল তার জন্য নির্ধারিত বর মৃগী রোগী। তারপর অলৌকিকভাবে কয়েক মিনিটের বিয়ে তার অবচেতন মনে যে গভীর দাগ কেটে দিয়েছিল সে দাগ কি আর কোনো দিন সে মুছে দিতে পারবে? শমসের নীরবে রবিউলের কথাগুলো শুনলো। তার একটি জিজ্ঞাসারও জওয়াব দিতে পারলো না। তার স্ত্রী বললেন– দুলামিয়া যা বললেন তার মোকাবেলায় তোমার কিছু বলবার নেই। একটু ভেবে দেখো তোমার কার্যকলাপে আমরা নিকট আত্মীয়দের থেকে কতো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি, দূরাত্মীয়দের কথা না হয় বাদই দিলাম। এই খান্দানী পরিবারের

www.pathagar.com

ঐতিহ্য তুমি ধুলায় মিশিয়ে দিয়েছ। ধুলামলিন চেহারাকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিতে তোমার বোনের মুখের দিকে চেয়ে রাসেদ সাহেবকে খুঁজে বের করে আনা অবশ্য কর্তব্য মনে করা উচিত।

যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে সেটা আগে শেষ হোক তারপর তোমাদের পাগল করা ব্যক্তিটি কোথায় আত্মগোপন করে আছে তা দেখবো।

রবিউল বিস্তারিতভাবে যা বর্ণনা করলো তা প্রথমে শুনে বাসেত শিরিনা আর মা হতাশ হয়ে পড়লেন। তাদের ধারণায় এটাই এসে গেলো– রাসেদকে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু আলাপের শেষ পর্যায়ের শমসেরের কয়টি কথা তাদের হৃদয়ে আশা জাগাল হয়তো সে বেঁচে আছে।

পাঁচ.

মেয়ের ব্যাপারে সংসারে যে অশান্তি নেমে এসেছে তার দংশন থেকে মীর সাহেব রেহাই পেলেন না। উচ্চ বংশের একজন সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সমাজে তার যে মর্যাদা ছিলো ছেলের প্রলোভনে পড়ে তা সম্পূর্ণ তো হারিয়ে ফেলেছেন, উপরন্তু তিরস্কার অপমান আর ধীকৃত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইলেন। এমন বিড়ম্বনা জীবন থেকে তিনি কিভাবে নিষ্কৃতি পাবেন তাই নিয়ে ভেবে ভেবে অস্বাভাবিক অস্থিরতায় ভুগতে ভুগতে হঠাৎ একদিন হৃৎক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইহলীলা সাঙ্গ করলেন। এমন দুঃসংবাদটি যখন পীর বাড়ি পৌছালো তখন বাসেত আর স্থির হয়ে থাকতে পারলো না। মা স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে তখনই রওনা হয়ে গেলো মামার মরদেহ সমাহিত করবার অনুষ্ঠানে যোগদান করতে। চার দিন পর ওরা যখন বাড়ি ফিরে আসবে তখন সমস্যা দেখা দিলো মোহসীনাকে নিয়ে। সে তার ফুফুর সাথে যাওয়ার জন্যে জিদ ধরলো। তার মা রাজি থাকলেও বড় ভাই শমসের বাধ সাধলো তাকে বাসেতদের বাড়ি যেতে দেবে না। এদিকে মোহসীনা কান্নাকাটি শুরু করে দিলো যদি ফুফুর সাথে যেতে দেয়া না হয় তাহলে সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে। শেষ পর্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের চাপে পড়ে শমসের বাধ্য হয়ে তার বোনকে ছেড়ে দিলো। তবে সে জানিয়ে দিলো দু'সপ্তাহের বেশি সেখানে থাকতে পারব না। আমি গিয়ে নিয়ে আসব।

www.pathagar.com

বাসেত তার মায়েদের নিয়ে বাড়ি আসবার পর সপ্তাহ পার হয়ে গেলো। সময় যতো পেরিয়ে যাচ্ছে মোহসীনা ততোই অস্থির হয়ে পড়ছে। সে জানে তার বড় ভাই একরোখা মানুষ। যা বলেছে তা অবশ্যই করবে। দু'সপ্তাহ হয়ে গেলে তাকে আর একদিনও এখানে রাখবে না। সে চিন্তায় সে একেবারে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে সব সময় মন মরা হয়ে বসে থাকে। তার ফুফু, ভাবী অনেক চেষ্টা করেও তাকে খাওয়াতে পারে না। শিরিনা জানে তার ব্যথা কোথায়। সে ননদের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে– তুই যার জন্যে ভাবছিস আমি কি তার জন্যে ভাবিনে? তোর স্বামী, আমার ভাই, ব্যথা তো কারও কম নয়। দেশের গণ্ডগোল মিটে গেলে তোর ভাইকে পাঠিয়ে দেবো তাকে নিয়ে আসতে।

তোমার দু'টি পায়ে ধরি ভাবী, বলো তিনি এখন কোথায় আছেন?

এতোদিনে তার দেশের বাড়িতে পৌঁছে গেছে বলে আমার বিশ্বাস।

তবে বাসেত ভাই সেখানে গিয়ে পায়নি কেন?

ততোদিনে হয়তো পৌঁছতে পারেনি।

তা কি করে হয়, অপরিচিত জায়গা, জিজ্ঞেস করতে করতে ভাই সেখানে যেতে পারলো, তিনি পারলেন না কেন?

তার কাছে তো কোনো টাকা পয়সা ছিলো না, তাছাড়া তাকে তোর ভাইয়ের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে যেতে হয়েছে। অনেক সময় যে লাগবে তাতো বুঝাই যাচ্ছে।

তিনি আমার জন্যে এতো কষ্ট করে না খেয়ে পায়ে হেঁটে বাড়ি যাবেন আর আমি এখানে দিব্বি আরামে খাবো আর ঘুমাবো তা হবে না ভাবী। হয় তার কাছে আমাকে রেখে এসো নয়তো মরতে দাও।

কি ছেলেমি করছিস্ বলতো! এই দুর্যোগের মধ্যে তোকে কি করে নিয়ে যাবো। সুযোগ অবশ্যই একদিন আসবে সেদিন হয় তোকে রেখে আসবো নয়তো সে এখানে আসবে।

সে সুযোগ তোমরা পাবে না ভাবী!

কেন?

আর কয়েকদিন পরেই যে বড় ভাই এসে আমাকে নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

আমার মনে হয় তাকে না ক্ষেপিয়ে কৌশলে তার দৃষ্টি ফিরানো যায় কিনা তা চেষ্টা করে দেখা ভালো।

এটা তোমার ভুল ধারণা ভাবী! তুমি তাকে চেনো না, বাবা মারা গেছে, এখন সংসারের কর্তা। এবার আমাকে নিয়ে যেতে পারলে আর একটুও বসিয়ে রাখবে না। আবার কাকে ধরে নিয়ে এসে দিয়ে দেবে তার ঠিক নেই। তোমরা যদি বড় ভাইয়ের ভয়ে আমাকে না রাখতে পারো তাহলে অন্য কোথাও রেখে এসো নয়তো আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরবো।

পাগলী কোথাকার! সব দুশ্চিন্তা ঝেড়ে ফেলে দে। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে মন সতেজ করে রাখ। তুই যেমন আমার ননদ তার উপরে ভাই বৌ, ভাবী। তোর অমঙ্গল আমি কি করে সহ্য করবো। তুই না চাইলে কেউ তোকে অন্যত্র বিয়ে দিতে পারবে না। আত্মহত্যা মহাপাপ। ঐসব চিন্তা বাদ দিয়ে আল্লাহর কাছে তোর স্বামীর জন্যে দোয়া কর, সে যেন সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকে। তাঁর দয়া হলে অবশ্যই একদিন একত্রে মিলিত হতে পারবি।

ভাবী! সত্যি করে বলো দেখি আমি কী তাকে পাবো?

প্রভুর দরবারে চোখের পানি ফেলে যদি দোয়া করা হয় তাহলে তিনি অবশ্যই তা কবুল করেন। অতএব না পাওয়ার কোনো প্রশ্নই থাকতে পারে না।

যতোদিন তাকে না পাই ততোদিন আমাকে তুমি ফেলবে না তো ভাবী?

কস্মিনকালেও না।

খোনকার বাড়ি একটি নিরাপদ জায়গা, কেননা এর আশে পাশে বড় নদী বা যোগাযোগের কোনো ভালো রাস্তাও নেই। কেবলমাত্র একটি ছোট খাল এঁকে বেঁকে বহুদূর গিয়ে বড় নদীতে মিশেছে। তাই হানাদার বাহিনীর এখানে এসে হামলা করার সম্ভাবনা খুবই কম। দূরান্ত থেকে অনেক মানুষ তাদের পরিবার পরিজন নিয়ে এই গ্রামে প্রতিদিনই আশ্রয় নিচ্ছে। কয়েকদিন পরই এক দিন গভীর রাতে তার নিঃসন্তান ছোট খালা খালু চলে এলেন। খালু একটি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। নাম মুজিবুল হক। এমন বিপদের সময় মা স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে দুশ্চিন্তার মধ্যে বাসেতের দিনরাত কাটছিল। খালা খালুরা এলে সংসার ভারী হলেও দুর্ভাবনা কেটে গেলো।

www.pathagar.com

বাসেত এবার গ্রামের জোয়ান ছেলেদের নিয়ে দল বেধে খালের ধারে দিনরাত পাহারা দিতে শুরু করলো। লাঠিসোটা ল্যাজা বল্লম নিয়ে তারা সারাক্ষণ ঘোরাঘুরি করে সময় কাটায় যেন হানাদাররা ছোট খালের মধ্যে দিয়ে স্পীডবোট নিয়ে ঢুকতে না পারে। আরও সতর্কতার জন্যে গাছপালা কেটে খালের মধ্যে মাঝে মাঝে ফেলে রাখলো।

এক দিন রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে বাড়ির সবাই মিলে একটি ঘরে বসে দেশের স্বাধীনতার বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। বাসেতের ছোট খালু মুজিবুল হক সাহেব শিক্ষিত আবার শিক্ষকতা করেন। তিনিই এই সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করছিলেন, সকলে তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। এমন সময় বাইরে থেকে কে যেন ডাকলো– হুজুর!

বাসেত দরজা খুলে বাইরে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো কে? একটি ছায়া মূর্তি এগিয়ে এসে বললো– আমি হুজুর! কথা শেষ করেই সে হাটু গেড়ে বসে বাসেতের পা দু'খানি হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বললো– আমাকে মাফ করে দিন হুজুর!

অপ্রস্তুত বাসেতের সমস্ত শরীর শিউরে উঠলো। অন্ধকারে বুঝতে পারলো না কে তার পা ধরে বসে আছে। সে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললো– কিসের জন্য কার কাছে মাফ চাচ্ছো?

আপনার কাছে।

কেন?

মস্তবড় গুনাহ করেছি।

তার জন্যে আমার কাছে কেন, আল্লাহর কাছে মাফ চাও।

আপনারা আমাদের বাপ দাদা চৌদ্দ পুরুষের পীর। আপনাদের ভীষণ ক্ষতি করে ফেলেছি। আপনি মাফ না করলে জাহান্নামে পুড়তে হবে।

দোযখ বেহেশত আমার হাতে নয় আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে।

জানি হুজুর, কিন্তু আপনারা মাফ না করলে আল্লাহ কোনো দিনই আমাকে ক্ষমা করবে না।

আমি তো এখনও বুঝতে পারছি না তোমার অপরাধ কী?

আমি খুনি আসামী। যাকে খুন করেছি সে যে আপনার ভাই তা আগে

www.pathagar.com

জানতাম না। শমসের মিয়া আমার হাতে তুলে দিয়ে বলেছিল শেষ করে দিয়ে আয়। টাকার লোভে পীর বাড়ির ছেলে নদীর পানিতে ডুবিয়ে মেরেছি, আমি মহাপাপী।

আগন্তুকের কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে বাসেত উহ্ শব্দ করে যেন চেতনা হারিয়ে ফেললো। ওদিকে ঘরের ভেতর তখন মেয়েলি কান্নার চাপা আওয়াজ শোনা গেলো। বাইরে অন্ধকারের মধ্যে ক্ষমা প্রার্থী তখনও বাসেতের পা জড়িয়ে ধরে বসে আছে। তার পীর সাহেবকে কিছু বলতে না দেখে সে বললো– আমার নাম রজব আলী সর্দার। কতো খুন যখম করেছি কিন্তু কোনো দিন ভয় পাইনি। আপনার ভাইকে হাত পা বেঁধে বড় নদীর মাঝখানে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে বাড়ি এসে আর স্থির থাকতে পারিনি। ভীষণ ভয় আমাকে পেয়ে বসলো। পরদিনই নৌকা নিয়ে ছুটে গেলাম সেখানে কিন্তু কোনো সন্ধানই পেলাম না, হয়তো ততোক্ষণে রাক্ষুসে মাছে তাকে খেয়ে ফেলেছে। সেই থেকে ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আপনি ক্ষমা করে দিন হুজুর। এবার দেশের জন্য প্রাণ দেবো। আপনি দোয়া করুন আমি যেনো স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ হয়ে যাই।

তার কথা শেষ হতেই বাসেতের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা মুজিবুল হক সাহেব ধমক দিয়ে বললেন– তুই যা করেছিস তার কোনো ক্ষমা নেই, জাহান্নামে গিয়ে বাস কর, এখানে কেন! তিনি বাসেতের হাত ধরে ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন মোহসীনা শিরিনা অচৈন্য হয়ে পড়ে আছে আর তার স্ত্রী শ্যালিকা তাদের মাথায় পানি ঢালছে। বাসেতের ছেলে ফরিদ চিৎকার করে কাঁদছে। বাইরের আগন্তুকের কথা শুনে তারা বুঝে নিয়েছে তাদের একান্ত প্রিয়জন চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেছে। একটা অসহনীয় যাতনা তাদের দেহ মন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বাসেত ঘরের ভেতর ঢুকে এই যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য দেখে বোবা বনে গেলো। কোনো প্রকার টলতে টলতে খাটের উপর ধপাস করে বসে পড়লো। কিছুক্ষণ আগে যেখানে একটা অন্তরঙ্গ পরিবেশে সবার অন্তরে প্রশান্তি বিরাজ করছিল সেখানে অল্প সময়ের ব্যবধানে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের কালো ছায়ায় ঢেকে গেছে। ঘরে আলো জ্বলছে তবু যেনো মনে হচ্ছে উপস্থিত প্রাণীগুলো প্রচণ্ড অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। কৈশর পেরিয়ে কেবলমাত্র তারুণ্যে প্রবেশ

www.pathagar.com

করা মেয়েটি যার এখনও বিয়ে, স্বামী, সংসার সম্বন্ধে ভালো ধারণা পাওয়ার কথা নয় তাকেও একজন বিজ্ঞ প্রেমিকা হিসেবে দেখা যাচ্ছে। কেউ কাউকে এক নজর দেখেনি অথচ এই না দেখা দয়িতের সাথে তার যেন কতকালের প্রেম বিনিময় ছিলো। তা না হলে বাইরে আগন্তুকের বলা অস্পষ্ট কথা শুনে এই সরলমনা বালিকা মুহূর্তের মধ্যে শোকে দুঃখে জ্ঞানহারা হলো কেন? ফুফু খালাদের সম্মান রক্ষার্থেই হোক বা নিজের অন্তর দিয়েই হোক তিন সত্য দিয়ে যাকে একান্ত আপনার করে নিয়েছে তাতে কোনো কৃত্রিমতা ছিলো না তাই তার প্রিয়তমের ছবি কল্পনায় হলেও নিখুঁতভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত করে নিয়েছে। স্রষ্টার এই আজব বন্ধন অপরিণত কেউ পূর্ণাঙ্গ ছাচে গড়ে দেয়। অনেক সময় গড়িয়ে গেলো কারও মুখে কোনো কথা নেই। এক সময় মুজিবুল হক সাহেব বাসেতের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– যা হারিয়ে গেছে চোখের পানিতে নদী বইয়ে দিলেও তো তা আর পাওয়া যাবে না বাবা! তুমি জ্ঞানী বুদ্ধিমান ছেলে, এ কথা নিশ্চয়ই জানো খোদার ইচ্ছা ব্যতিরেকে কিছু ঘটতে পারে না। বাসেতের চাপা কান্না এবার প্রকাশ পেয়ে গেলো। সে ডুকরে কেঁদে উঠে বললো– খালুজান! সব অপরাধ তো আমার, আমাকে শাস্তি না দিয়ে তাকে দিলো কেন?

দোষ কোনো ব্যক্তি বিশেষের নয় বাবা! সেদিন তো আমিও সেখানে উপস্থিত ছিলাম। সে মুহূর্তে তুমি যা করেছিলে তাতে আমাদের সবারই মতামত ছিলো। আমরা কেউ বুঝতে পারিনি শমসের হঠাৎ করে এমন অমানুষিক কাজ করে বসবে। যা হয়ে গেছে তা তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তোমরা ধৈর্যহারা হলে মোহসীনার সান্ত্বনা কোথায়?

কেমন করে ধৈর্য ধরতে পারি বলুন, আমি অনেক কষ্ট করে যেদিন রাসেদদের বাড়ি গেলাম পরিচয় পেয়ে তার মা বাবার আতঙ্কিত চেহারা দেখে আমার হৃদয় ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেলো। তারা বললেন– রাসেদ তোমার মায়ের চিঠি পেয়ে তোমাদের বাড়ি গেছে। সে তো প্রায় মাসের কাছে হবে। তুমি এসেছো অথচ তোমার সাথে সে নেই! তাহলে সে গেলো কোথায়? তোমাদের বাড়ি কী যায়নি? আমি মিথ্যে কথা বলতে জানি না তাই তাদের প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিনি। তারা ধরেই নিয়েছিলেন কোনো প্রকার অঘটন হয়তো ঘটে গেছে। দেখতে দেখতে

www.pathagar.com

তাদের উজ্জ্বল চেহারা কালো ছায়ায় ঢেকে গেলো। সেই রাতের মতো তারা আমাকে বিরক্ত করা হবে বলে আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। তবে তার ছোট বোন তিশাকে এড়াতে পারিনি। সে যখন রাতে আমাকে খেতে দিলো তখন আমার পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো– মিয়া ভাই কি সত্যি আপনাদের বাড়ি যায়নি?

গিয়েছিল– কিন্তু আমার ভাইয়ের সাথে কোথায় যে গেলো তা জানি না।

আপনার ভাইয়ের নাম কী?

শমসের।

মিয়া ভাই আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি কোনো কথা আমার কাছে গোপন রাখেন না। শমসের বলে কোনো ভাই আপনার আছে তাতো কোনো দিন বলেননি।

আমার মামাতো ভাই।

তিনিও বাড়ি আসেননি?

না।

একটি কথা বলবো– ভাইজান?

বলো।

আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে, আপনি সত্য গোপন করে যাচ্ছেন। শিরিনা আপা পত্রে মায়ের নাম দিয়ে জরুরি যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট তারিখ বেঁধে দিয়েছিল। কিন্তু কেন? কোনো বিয়ে শাদীর ব্যাপার স্যাপার হবে নাকি?

ভালো ছেলের প্রতি প্রত্যেক মেয়ের মা বাবার দৃষ্টি থাকতে পারে।

আপনার একটি মাত্র বোন, আমার ভাইয়ের সাথে পরিচয় হওয়ার আগেই তো তার বিয়ে হয়ে গেছে। সত্য কিনা?

হ্যাঁ।

তবে?

আরও তো কোনো মেয়ে থাকতে পারে।

আপনি জানেন না?

www.pathagar.com

আমার কিছু বলবার আগেই তার মা ডেকে বললো– ছেলেটি অনেক কষ্ট করে এসেছে তাকে একটু বিশ্রাম করতে দে। কাল দিনের বেলায় যা পারিস জেনে নিস। তিশা চলে গেলো। আমি তখনকার মতো রেহাই পেয়ে গেলাম। কিন্তু ঘুমুতে পারলাম না। সমস্ত রাত বিছানার উপর এপাশ ওপাশ করে কাটিয়ে দিলাম। ভোরে উঠে ফজরের পড়ে তার বাবাকে বললাম– চলে যাচ্ছি আল্লাহ চাহেত পরে দেখা হবে। আমি আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তাকে কিছু বলবার আগেই বেরিয়ে পড়লাম। আমি কি আর কোনো দিন এই পোড়ামুখ নিয়ে তাদের সামনে যেতে পারবো খালুজান?

পরিবেশ পরিস্থিতি যদি কোনো দিন পাল্টে যায় তাহলে যোগাযোগের মাধ্যম আপনা থেকেই হয়ে যাবে।

তার ভাই বোনেরা যদি কোনো দিন আমার কাছে আসে আমি কিভাবে তাদের এড়িয়ে যেতে পারবো বলুন? তার শেষ ঠিকানার কথা বলে তাদের সোনার পাতে মোড়া হৃদয়খানি ভেঙ্গে চৌচির করে দিয়ে আমি কী নিষ্কৃতি পাবো?

তুমি যেভাবে তাদের বাড়ি থেকে চলে এসেছো তাতে ওদের ধারণা দেশের সহস্র তরুণের মতো সেও হয়তো মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছে। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে সবাই তো আর স্বশরীরে ফিরে আসবে না। অগণিত প্রাণের বিনিময়েই তো স্বাধীনতা আসবে। এসব আত্মাত্যাগী দামাল ছেলেদের কাতারে তাকে যদি দাঁড় করানো যায় তাহলে ঐ শিক্ষিত পরিবারে আপনজন হারানোর বেদনার পরিবর্তে স্বাধীনতার আস্বাদ থেকে তারা বঞ্চিত হবে না, তৃপ্তিতে তাদের মনপ্রাণ আন্দোলিত হবে।

সত্যকে মিথ্যে দিয়ে ঢেকে দেয়া হৃদয়হীনের কাজ, নিজের মুক্তির পথ যদি আমি এভাবে বের করি তাহলে বিবেকের দংশন থেকে রেহাই পাবো না। অসহনীয় যন্ত্রণা আমাকে অহরহ কষ্ট দিতে থাকবে সে সাথে আমার পরিবারও রক্ষা পাবে না। শাস্তি তো একদিন নিতেই হবে, তার বিকল্প কোনো পথ যদি থাকে তাহলে আমাকে সেই ঠিকানার কথা বলে দিন খালুজান?

বুঝতে পারছি তুমি কোন্ পথ বেছে নিতে চাচ্ছো কিন্তু আমাদের দ্বারা কী করে সম্ভব সেদিকে তোমাকে এগিয়ে দেয়া?

অসম্ভব কোথায়?

www.pathagar.com

আমরা নিঃসন্তান, তোমার মায়ের তুমিই একমাত্র চোখের মণি। অসংখ্য ভক্তবৃন্দ তোমার চারপাশে এটা কী করে অস্বীকার করা যায়?

দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণের তাজা প্রাণ কিসের নেশায় মা বাবার কোল খালি করে স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বলতে পারেন?

তুমি যে বংশের ছেলে, পীর মুরিদী যাদের চিরন্তন পেশা তাদের ঘরের সন্তান হয়ে যেসব মূল্যবান কথাগুলো বলছো সে শিক্ষা তো তোমার থাকবার কথা নয়, কোথা থেকে এসব মণি মুক্তা সংগ্রহ করেছো বাবাজি?

রাসেদই আমার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। পরশ পাথরের মতো প্রভু তাকে অলৌকিক শক্তি দান করেছেন। আজ যদি সে থাকতো আমাদের মাঝে তাহলে এতোদিন আমরা থাকতাম যুদ্ধের ময়দানে। আমরা কেবলমাত্র প্রস্ফুটিত হচ্ছিলাম, কাজে লাগবার আগেই অকস্মাৎ তাকে হারালাম সে তো আমারই নির্বুদ্ধিতার দরুন। এখন বুঝতে পারছি দু'য়ের কর্তব্য সমাধা করতে আমাকে একাই দায়িত্ব নিতে হবে।

তোমার একটি মাসুম বাচ্চা রয়েছে আবার বৌমা অন্তস্বত্তা, বৃদ্ধা মা ঘরে, কি করে এ বন্ধন ছিন্ন করতে পারবে?

খালুজান, আপনি শিক্ষিত জ্ঞানী মানুষ আপনাকে বোঝাবার মতো দুঃসাহস আমার নেই। এই সোনার দেশের যেসব দামাল ছেলেরা স্বাধীনতা লাভের একান্ত কামনায় জীবনের মায়া তুচ্ছ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে তাদের কী সংসারে কোনো বন্ধন নেই?

বাসেতের শেষ প্রশ্নের উত্তর মুজিবুল হক সাহেব দিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ নীরবতার পর তিনি বললেন– রাসেদের কাছে তুমি যে মন্ত্র দীক্ষা নিয়েছো তা অনেক উঁচু স্তরের। বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান ছেলে যে দেশের বুকে জন্ম নিয়েছে সে দেশ কোনো দিন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকতে পারে না। আমি আশাবাদি অচিরেই এই দেশের বুকে স্বাধীনতা সূর্য উদিত হবেই। জানি, তোমাদের মতো যুবকদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য না করার অর্থই হচ্ছে– চেতনার মৃত্যু ঘটানো।

রাত গভীর হয়ে গেছে। অনেক আগেই মোহসীনা আর শিরিনার চেতনা ফিরে এসেছে। দীর্ঘ সময় ধরে তারা বাসেত আর হক সাহেবের

www.pathagar.com

কথপোকথন শুনেছে। তারা বুঝতে পেরেছে বাসেত সংসারের মায়া ছিন্ন করে জাতির বৃহত্তর ডাকে সাড়া দিতে যে কোনো মুহূর্তে বেরিয়ে পড়তে পারে। আর এমন অনুভূতি তার হৃদয়ের মাঝে প্রকাশ পেয়েছে আগন্তুকের কাছে রাসেদকে নির্দয়ভাবে মৃত্যু গহ্বরে নিক্ষেপ করবার দুঃসংবাদটি শুনে। মোহসীনা পাশেই ছিলো, সে তার হাত দু'খানি ধরে বললো– ভাইজান! উনি বেঁচে থাকলে অনেক আগেই হয়তো মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতেন। আমি বেঁচে থেকে কেন মৃত্যুবৎ পড়ে থাকবো! আমাকেও তোমার সঙ্গী করে নাও।

বাসেত তার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা জানিয়ে বললো– তা হয় না বোন! এই সমাজ সংসারে তোমাদেরও অনেক দায়িত্ব পালন করবার পথ রয়েছে। শিক্ষা-দীক্ষায় আমাদের জাতি অনেক পেছনে পড়ে আছে, বিশেষ করে মেয়েরা পশ্চাদপদ। তোমার অন্তরে যে প্রখর মেধা লুকিয়ে আছে তা অবশ্যই বাইরে বের করে আনতে হবে। খান্দানী ঘরে জন্মেছো এই অজুহাতে তোমার মতো মেয়েদের অন্ধকারে রাখা হয়েছে, বাইরের দিকে চোখ মেলতে দেয়া হয়নি। পর্দা ভঙ্গের দোহাই দিয়ে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত করে নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। অথচ বিদ্যা শিক্ষা নারী পুরুষ সবার জন্য ফরয। যতটুকু শিক্ষা পেয়েছে তাতেই শিরিনার মতো মেয়ের এই পীর বাড়ির বউ হয়ে আসা বিস্তর বাধা ছিলো। পর্দাহীনা মেয়ে বলে বড় মামা সুর তুলেছিলেন কিন্তু বিজ্ঞ রাসেদের কাছে যুক্তিপূর্ণ কথায় হেরে গিয়ে সুর গুটিয়ে নেন। শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত সমাজের গোঁড়ামীর কাছে পর্দা সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে ইসলামী শরিয়ত তা সমর্থন করে না। আল-কুরআনে স্পষ্ট করেই পর্দার বর্ণনা দেয়া আছে। আমি এই পীর বাড়ির ছেলে। যতটুকু শিক্ষা লাভ করেছি তা মাদ্রাসায়। সেখানে কুরআন-হাদিস পড়েছি কিন্তু কোনো দিন তার বিষয়বস্তুগুলো বুঝতে চেষ্টা করিনি। অথচ রাসেদ ছিলো আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। সেখানে ধর্মীয় বিধি বিধান সম্পর্কে কোনো উচ্চ শিক্ষা পায়নি তবু তাকে একজন প্রকৃত ইসলামি চিন্তাবিদ বলা ভুল হবে না। তার ভেতরে এমন একটা অলৌকিক জ্ঞান বিদ্যমান ছিলো তার স্পর্শ যে পেয়েছে সেই ধন্য হয়েছে। হিন্দু মুসলিম সবারই সে ছিলো আদরনীয়। এমন একটা প্রতিভাবান যুবককে হারিয়ে ফেলেছি বলেই যদি আমাদের এই মূল্যবান জীবনকে অর্থহীন করে রেখে দিই তাহলে তার

www.pathagar.com

বিদেহী আত্মার প্রতি অবমাননা করা হবে। তার কাছ থেকে আমি যে শিক্ষা পেয়েছি তা বাস্তবায়ন করাই হবে তাকে সম্মান প্রদর্শন করা। প্রভু কল্পনার চেয়েও উত্তম স্বামী তোমাকে দান করেছিলেন। সে সময় ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে সবাই যদি একটু ভেবে দেখতো তাহলে স্বামীর পবিত্র মুখ দর্শন করবার আগেই এমনভাবে বিধবা পরিচয়ে থাকতে হতো না।

তোমাদের দু'টি পায়ে ধরি ভাই, আমাকে বিধবা বলো না। আমি তারই আছি এবং চিরদিন সেই পরিচয়েই থাকবো।

এমন কঠিন শপথ যদি তুমি নিয়ে থাক তাহলে সমাজ সংসার তোমাকে পদদলিত করবে। তোমার এখনও বিয়ের বয়স হয়নি। যখন যৌবনে পদার্পণ করবে তখন যে অসহনীয় চাপ তোমার উপর প্রয়োগ করা হবে তা থেকে তুমি কিভাবে সংযম রক্ষা করবে?

সময় যতো পেরিয়ে যাক, বয়স যতোই বাড়তে থাকুক নিজেকে চিরদিন মনে করবো কিশোরী মোহসীনা। আমার হৃদয়ের আবেগ অনুভূতি সব সময় ঘূর্ণায়মান কালের চাকার গতি রুদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখবে। বাইরের যতো চাপই আসুক সব স্তব্ধ হয়ে যাবে। বলো ভাই, আমি কোন্ পথ অবলম্বন করে বেঁচে থাকলে তার আত্মায় শান্তি পাবে?

এমন কঠিন প্রতিজ্ঞা পূরণ করবার জন্য আমি যেমন পূর্ণ সমর্থন দেয়ার দুঃসাহস দেখাতে পারি না, তেমন এই পথ থেকে সরে আসবার জন্য কোনো উপদেশ দেয়ার স্পর্ধাও রাখি না। তুমি যদি সত্যি পরজগতে মিলনের প্রতীক্ষায় অটল থাকো তাহলে তোমাকে কোনো কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হবে।

কি কাজ করলে আমি সবকিছু ভুলে কেবল মাত্র তার ছায়া নিয়েই আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারবো?

তুমি যদি মনে করতে চাও তার অদৃশ্য আত্মা সার্বক্ষণিক তোমার পাশে পাশে থেকে মহৎ কাজের ইন্ধন জুগিয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রথমেই উচ্চ শিক্ষালাভ করবার পথ বেছে নিতে হবে।

সেই ব্যাপারে কে আমাকে সাহায্য করবে?

আমি।

www.pathagar.com

তুমি কেমন করে পারবে, বললেন খালু মজিবুল হক– এমন পরিবারের মেয়েদের স্কুলে যেতেই দেয়া হয় না তারপর আবার উচ্চ শিক্ষার কথা বলা হাস্যকর নয় কী?

আমি যে ভাব ধারায় গড়ে উঠেছিলাম যদি সেখানেই পড়ে থাকতাম তাহলে তোমার প্রতি সর্বপ্রথম বাধা আমার কাছ থেকে আসতো। রাসেদ আমার অন্ধ অন্তর চক্ষুটি খুলে দিয়েছে। আমি এখন সত্যিকার ইসলামের আলো প্রাপ্ত হয়েছি। গোঁড়ামী তো এমন পরিবার থেকেই প্রথম দূর করতে হবে।

তুমি যে মুক্তিযুদ্ধে চলে যাচ্ছো আমাকে সহযোগিতা করবে কী করে?

যুদ্ধ একদিন শেষ হবে। আমরা স্বাধীনতা ছিনিয়ে নিয়ে ফিরে আসবো। সে সোনালী দিনের অপেক্ষায় তুমি বসে থাকবে।

বাসেত সবারই দেখা শোনার দায়িত্ব তার ছোট খালু মুজিবুল হক সাহেবের উপর ন্যস্ত করে দোয়া চেয়ে বিদায় নিলো।

কেন জানি শমসের মোহসীনাকে নেয়ার জন্য সময় হওয়া সত্ত্বেও আর এলো না। বোধ করি সে অন্য কোনো মতলবের ফিকির করছেন।

ছয়.

হানাদার বাহিনী প্রথমে যে জ্বালাও পোড়াও হত্যাযজ্ঞ নীতি গ্রহণ করেছিল পরবর্তীতে বৃহৎ শক্তি ও জাতিসংঘের চাপে পড়ে তাদের সরে আসতে হয়েছে। তাছাড়া মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আক্রমণে প্রত্যান্ত অঞ্চলে তারা টিকতে পারেনি। ক্রমান্বয়ে তাদের ছড়িয়ে দেয়া বাহিনীকে অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পেছনের দিকে গুটিয়ে আনতে হয়েছে। অবৈধ প্রশাসন তখন অন্য কৌশল অবলম্বন করলো। দেশের উত্তেজিত জনগণের মধ্যে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষে শান্তি কমিটি গঠন করলো। এতে কিছু কিছু অঞ্চল শান্ত হয়ে আসলেও স্পর্শকাতর এলাকাগুলোয় যুদ্ধ চলতে থাকলো। ইতোপূর্বে যারা শরণার্থী হয়ে ভারতে গিয়েছিল তাদের উপর দিয়ে যে আকর্ষণীয় দুর্ভোগ বয়ে যাচ্ছিল তার অবসান হলো। বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর দয়ার হাত তাদের দিকে প্রসারিত হলো। থাকবার জন্য খাদ্যদ্রব্য চিকিৎসার উপকরণ তারা সরবরাহ করতে শুরু করলো। এমন সময় দেশের অভ্যন্তরে

www.pathagar.com

সিংহভাগ মানুষ ছুটাছুটি করে যে অসহনীয় কষ্ট ভোগ করছিল তা কমে এলো। বিভিন্ন আশ্রয় স্থান থেকে দলে দলে মানুষ ঘরে ফিরতে লাগলো। ঘরে ফিরেও মানুষ জ্বালা যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেলো না। ইতোপূর্বে গ্রাম কি গ্রাম পোড়ানো হয়েছিল। ঘর-বাড়ি বিষয় সম্পদ হারা মানুষেরা ঘরে ফিরেও নিরাশ্রয়। জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন দাতা গোষ্ঠীর চাপে পড়ে জাতির ঘাড়ে অবৈধভাবে চেপে বসে থাকা সরকার এদের তাবু, আটা, চাউলের রেশন বরাদ্দ দিতে বাধ্য হলো। সমস্ত চাকরিজীবিদের কাজে যোগদান করবার জন্য ঘোষণা দেয়া হলো। তাদের বকেয়া বেতন দেয়ার কথাও প্রচার করলো। চাকরিজীবিদের মধ্যে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছে। যারা দেশের ভেতরে প্রাণ বাঁচানোর জন্য স্ত্রী পুত্র নিয়ে আত্মগোপন করেছিল তারা ক্ষুধার তাড়না সহ্য করতে না পেরে কাজে যোগদান করলো। যারা দূর দুরান্তে আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল তারা আশ্রয়দাতার অসহায়ত্ব দূর করবার জন্য নিজের হারানো অবস্থানে চলে এলো।

মুজিবুল হক সাহেব তার নিজ এলাকা সখিপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। স্কুলের ব্যাপারে তার দায়িত্ব অনেক। তিনি একবার বাড়ি থেকে ঘুরে এলেন। তার এলাকা অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। এমতাবস্থায় বাসেতদের বাড়ি বসে বসে অন্ন ধ্বংস করা তার বিবেকে বাধলো। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে চলে যাবেন কিন্তু সমস্যায় পড়ে গেলেন মোহসীনাকে নিয়ে। তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে তার স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে পড়াশুনার সুযোগ দিতে হবে। মেয়েটি তার ছোট ফুফুর পা ধরে কান্নাকাটি শুরু করলো। অগত্যা তাকে নিয়ে যেতে হলো। সেখানে গিয়ে আর এক সমস্যা দেখা দিলো তার ফুফু বললেন– আমার কোনো সন্তানাদি নেই তোমাকে আমি নিজের মেয়ের মতোই দেখাশোনা করবো। তাই বলে বাবার বাড়ির চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে স্কুলে পাঠাতে পারবো না। বাপের বাড়ি থেকে যেটুকু শিখেছ তাই নিয়ে থাকো। মোহসীনার কথা হচ্ছে সে মাত্র প্রাইমারী পর্যন্ত পড়েছে। এতটুকুতে সে কোনো কিছু করতে পারবে না। তার ফুফু বললেন– আমাদের অনেক বিষয় সম্পদ আছে তাছাড়া তোমার ফুফাজি মাস্টারি করে অনেক টাকা পায়, কে খাবে এতো সব!

www.pathagar.com

আমি বসে থাকতে পারবো না ফুফু!

কী করবে?

পড়াশোনা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করবো।

তুমি এমন বায়না ধরলে সমাজের কাছে আমরা ছোট হয়ে যাবো না?

তা হবেন কেন, মেয়েরা কি স্কুলে পড়ে না?

কাদের সাথে কার তুলনা তেমন ঘরের মেয়ে হয়ে তুই জন্মাসনি। অমন আকাশ কুসুম কল্পনা করিস না মা! আমরা থাকতে তুই নিজের জন্যে ভাবতে যাবি কোন্ দুঃখে! দেশের গণ্ডগোল মিটে যাক, ঠাণ্ডা হয়ে এলে যা করতে হয় আমরা করবো।

ফুফা স্কুলে মাস্টারি করেন বলেই আমি আপনাদের সাথে জেদ করে এসেছি। যদি স্কুলে পড়তে না পাঠান তাহলে আমাকে সেই খোনকার বাড়ি রেখে আসুন। বাসেত ভাই এলে পড়াশোনা করবো।

মুজিবুল হক সাহেব এ পর্যন্ত কোনো কথা বলেননি এবার না বলে আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি বললেন– খোনকার বাড়ি থেকে এই পর্যন্ত মোহসীনার মুখ দিয়ে সেসব মূল্যবান বক্তব্য বেরিয়ে এসেছে তা আজকাল উচ্চ শিক্ষিতা মেয়েদের কাছ থেকেও শোনা যায় না। আমার মনে হয় ওকে এমনভাবে ঘরে বসিয়ে রেখে দিলে ও চিন্তা ভাবনায় ক্ষয় হতে হতে একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে। বাঁচিয়ে রেখেও তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হবে। এতটুকু মেয়ের বুকে আল্লাহ যে গভীর জ্ঞান সঞ্চিত করে রেখেছেন তা বাইরে প্রকাশ হলে সমাজে আমরা হেয় হবো না বরং আরও সম্মানজনক আসন পাবো।

মোহসীনার নতুন জীবন শুরু হলো। তার ফুফুদের প্রতিবেশী দু'টি মেয়ের সাথে স্কুলে যায়। নিয়মিত পড়াশোনার ফাঁকে সংসারের কাজে তার ফুফুকে সাহায্য করে। রান্না বান্নায় তার হাত ভালো। তার ফুফার খুব পছন্দ তাই সে দৈনিক একবার রান্না করে। বিকালে কিছু সময় সেলাইয়ের কাজেও সময় কাটায়। সেলাইতেও তার হাত পাকা। পাড়ার মেয়েরা আসে তার কাছে সেলাই শিখতে। অল্পদিনের মধ্যেই তাকে নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় মেয়ে মহলে আলোচনা হতে থাকলো। কেউ বাহবা দেয়, কেউ মুখ ফুটে কিছু না

www.pathagar.com

বলতে পারলেও মনে মনে হিংসা করে। অল্পদিনের মধ্যে সে স্কুলের সব শিক্ষকদের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছে। মুজিবুল হক সাহেব নিজেই জানতেন না তার শ্যালকের মেয়েটি এতো মেধাবী। তাকে স্কুলে নিয়ে এসে তিনি উত্তম কাজটি করেছেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মেয়েটির প্রতি তার স্নেহ ভালোবাসা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। নিঃসন্তান হক দম্পত্তির অন্তরে যে একটি গোপন বেদনা ছিলো তা তাদের অলক্ষেই অপসারিত হয়ে গেলো। আদতেই তাদের কোনো সন্তান হয়নি এমন ধারণা তারা ভুলে গেছেন। বাইরে সর্বত্রই মোহসীনা হক দম্পত্তির একমাত্র কন্যা হিসেবে পরিচিত পেয়ে গেলো। তার অন্তরে আর কোনো বেদনা নেই। প্রতিদিন রাতে যখন সে পড়াশোনা শেষ করে শুয়ে পড়ে তখন একটি ছবি তার সামনে ভেসে বেড়ায়। প্রথম যেদিন রাসেদ বাসেত ভাইয়ের বাড়িতে এসেছিল তার কয়েকদিন আগেই সেও তার মায়ের সাথে সেখানে গিয়েছিল। ঘরের ভেতর জানালার ফাঁক দিয়ে তাকে দেখিয়ে ফুফু তার মায়ের কানে কানে কি বলেছিলেন তা সে শুনতে না পেলেও বুঝতে কষ্ট হয়নি। এরপরে মা ফুফুর মাঝে মাঝে কানা ঘুষা তার কচি মনে রেখাপাত করেছিল। তাই সে সবাইকে এড়িয়ে যখনই সুযোগ পেতো তখনই দরজা জানালার ফাঁক ফোকর দিয়ে উঁকি মেরে রাসেদের প্রত্যয় দীপ্ত চেহারাটা অন্তরের পর্দায় গেঁথে নিতে চেষ্টা করতো। প্রেম ভালোবাসা যে কি বস্তু তা বুঝবার বয়স তার হয়নি। তবু অপ্রাপ্ত বয়স্কা এই বালিকার অন্তরে রাসেদের ছায়া অঙ্কিত হয়ে গেলো। কোনো এক অদৃশ্য হস্ত যেন বিন্দু বিন্দু করে তার অন্তরে প্রেমের বীজ রোপন করে দিলো। তারপর চার বছরের মধ্যে রাসেদ আর আসেনি। না এলেও তাকে সে ভুলতে পারেনি। তাকে দেখবার আশায় সে তার মাকে অস্থির করে তুলতো ফুফুর বাড়ি যাওয়ার জন্য। এমনই করে সে মায়ের সাথে, বাবার সাথে, ভাইয়ের সাথে ফুফুর বাড়ি আসা যাওয়া করতো। গত চারটি বছর সময়ে অসময়ে বড় ফুফুর বাড়িটিই তার তীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেলো। কেউ বুঝতে পারতো না কেন তার বড় ফুফুর বাড়ি এতো ঘন ঘন আসবার তাগাদা। সবাই মনে করতো তার বড় ফুফু তাকে অত্যধিক স্নেহ করেন তাই সে টানেই সেখানে যাওয়ার জন্য জিদ ধরে। তার অস্থিরতার কারণ শেষ পর্যায়ে মা ফুফু বুঝতে পেরেছিলেন।

www.pathagar.com

সেটা যে তাদেরও মনে প্রাণে চাওয়া তা তো মিথ্যে নয়। বাবা যখন মাঝে মাঝে মেয়ের বিয়ের কথা বলতেন তার মা তখন মেয়ে এখনও নাবালক, এতো ছোট মেয়ে বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়ি পাঠালে সংসারের চাপ সহ্য করবে কি করে! আর একটু বড় হোক দেখে শুনে দিও। এদিকে মেয়ের বাবার মতিগতি দেখে মা ফুফু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যেদিন ফুফু শুনলেন রাসেদের বি.এ পরীক্ষা হয়ে গেছে সেদিন তিনি বললেন বৌমা! তোমার ভাইকে লিখে দাও পত্র পাওয়া মাত্রই যেন চলে আসে। সেদিনই মোহসীনা স্থির নিশ্চিত হয়ে গেলো রাসেদের সাথেই তার বিয়ে হচ্ছে। মা তার বোনকে নিতে এসে কানা ঘুষায় শমসের যখন শুনলো কোনো বিদেশী ভাসমান ছেলের সাথে মোহসীনার বিয়ের জন্য গোপনে গোপনে আয়োজন চলছে। তখন সে বুঝলো এই সুন্দরী বোনের ওজনের সমান অর্থ সম্পদ হাতিয়ে নেয়ার যে কল্পনা তার রয়েছে তা হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। সে তখন উত্তেজিত না হয়ে বললো– মা, বাড়ি যাবে না?

মায়ের কিছু বলবার আগেই ফুফু বললেন– এই কয়দিন মাত্র এলো এখনই বাড়ি যাবে! কেন, ওরা কি পরের বাড়ি পড়ে আছে?

না, এই মানে বাড়িতেও তো তার থাকবার দরকার।

সংসারের এমন কি চাপ যে বৌমা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে! তাছাড়া খুকি বড় হয়ে যাচ্ছে, কবে বিয়ে হয়ে যাবে তখন তো আর বেড়াতে আসতে পারবে না। আর কিছুদিন থাকুক, পরে এসে নিয়ে যেও।

সপ্তাহ খানেক পরে নিতে আসবো, বলে শমসের একদিন পর বাড়ি চলে গেলো। বাড়ি গিয়ে উত্তেজিত হয়ে কয়েকদিন ছুটাছুটি করে লক্ষ টাকার বিনিময়ে বোনের বিয়ে ঠিক করে ফেললো। বাবাকে বললো– তিনি ছেলে দেখে এসে মৃদু আপত্তি করেছিলেন। ছেলেটি রোগা আবার বয়স বেশি বলে মনে হচ্ছে।

শমসের হাসি মুখে বললো– এ আর এমন কি! কত দেখলাম এমন ধরনের রোগ বালাই বিয়ে হয়ে গেলে ভালো হয়ে যায়।

অনেক সময় ভালো হয় না।

আমরা খারাপটা চিন্তা করবো কেন! ওরা বড় লোক মানুষ নানা কাজে ব্যস্ত

www.pathagar.com

থাকে তাই অবহেলা করে ছেলের চিকিৎসা করেনি। আমাদের তো এক লাখ দিতে চাচ্ছে। চিকিৎসা করতে তার পেছনে কতো টাকাই বা খরচ হবে।

টাকার কথা শুনে মীর সাহেব আর কথা বাড়াননি। বাবার এই দুর্বলতার সুযোগে শমসের তখনই দিন তারিখ ধার্য করে ফেললো। এতে তার স্ত্রীর বাধা ছিলো কিন্তু তা ধোপে টিকেনি। কয়েকদিন পরেই সে আবার ফুফুর বাড়ি গেলো মা বোনকে আনতে। ছেলের বিবরণ আর অর্থের বিষয়টা গোপন রেখে সে জানালো একটা খান্দানী ঘরে ভালো ছেলের সাথে মোহসীনার বিয়ের দিন পড়ে গেছে। মা শুনে ক্ষেপে গেলেন। বললেন– এতো করে বলালাম– কোলের শেষ মেয়েটি ছোট বেলায় বিয়ে দিয়ে আমি থাকবো কি করে! একটু বড় সড় হোক তখন দিস্, তা তোরা শুনলি না। কচি মেয়েটা তোদের ঘাড়ে এতো বড় বোঝা হয়ে গেলো যে নামাতে পারলে বেঁচে যাস্। আমি ওর মধ্যে থাকতে চাইনে বাপু! তোরা যা পারিস কর গিয়ে। বিয়ের দু'দিন আগে তোর বাবাকে পাঠিয়ে দিস্ নিয়ে যাবে।

শমসের মাকে চটাতে চাইলো না। সে হাসি মুখে তাই হবে বলে বাড়ি চলে গেলো। তারপরে যা ঘটে গেলো সেটা মোহসীনার হৃদয়ে চিরস্থায়ী বেদনার ক্ষত সৃষ্টি করে দিলো। সে দুষ্ট ক্ষতের চিকিৎসার জন্য পারিবারিক নিয়ম ভঙ্গ করে জীবনের গতিপথ পাল্টে ফেললো। বয়সের তুলনায় তার আকাশ ছোঁয়া পরিকল্পনা অনেক উঁচু স্তরের। যা তার মতো অপরিণত বয়সের মেয়েদের দ্বারা অসম্ভব। কোনো এক অদৃশ্য শক্তি প্রতিনিয়ত তাকে যেন সাহায্য করে যাচ্ছে তার চলার পথকে কণ্টকমুক্ত করতে। তাই তার মন মানসিকতায় আর কোনো অস্থিরতা নেই। এ কারণেই তার অগ্রগতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নয় মাস পর অনেক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করলো। দেশের দামাল ছেলেরা স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে নিয়ে এলো। একদিকে বিজয়ের আনন্দ অন্য দিকে স্বজন হারানোর বেদনার চিৎকার। কতো নারী বিধবা হলো, সন্তান পিতাকে, ভাই বোনকে, বোন ভাইকে, মাতা পিতা সন্তানকে হারালো তার সঠিক হিসাব কেউ করলো না। বাসেত একদিন বাড়ি ফিরে এলো। এক গেরিলা হামলায় গিয়ে শত্রুকে পর্যুদস্ত করবার শেষ মুহূর্তে অতর্কিতে এক গুলি এসে তার বাম পা খানা ছিন্ন করে

www.pathagar.com

দিয়ে গেলো। তার জন্যে সে একটুও দুঃখিত নয়। কতো তরুণকে তার চোখের সামনে জীবন দিতে দেখেছে, সে যে জীবন নিয়ে ঘরে ফিরতে পেরেছে তার জন্যে খোদার কাছে হাজারো শুকরিয়া জানালো। তাকে অঙ্গহীন অবস্থায় পেয়েও সে যে জীবন নিয়ে আপনজনের কাছে ফিরে আসতে পেরেছে এটাই তার মা আর স্ত্রীর বড় সান্ত্বনা। তাদের ছেলে ফরিদ আর গর্ভের মাঝে দুনিয়ার আলো বাতাসে আসার প্রতিক্ষায় যে আগন্তুক অপেক্ষা করছে তারা যে এতিম পরিচয় থেকে পরিত্রাণ পেয়েছে তার জন্য খোদার প্রশংসায় সিজদায় নত হলো সবাই।

এই ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর সাথে মানুষও অহরহ ছুটাছুটি করে চলেছে। সূর্য প্রতিদিন প্রভাতে পূর্ব আকাশে শান্ত কোমল আরামদায়ক আলো ছড়িয়ে দিয়ে পৃথিবীর বুকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে। ভোরের রৌদ্রস্নাত প্রকৃতির প্রতি মানুষ মাত্রই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। আবার দুপুরের পর থেকে অপরাহ্নের শেষ সময় পর্যন্ত তাপ দগ্ধ প্রকৃতির ঝিমিয়ে থাকা রূপ দেখে মনেই হয় না যে সে আবার তার বুড়িয়ে যাওয়া চেহারাটা মন ভোলানো যৌবনের পূর্ণতা নিয়ে আবির্ভাব হবে। সে যেমন ভুলিয়ে দেয় তেমন স্মরণ করিয়ে দেয় শেষ হয়ে যাইনি, আমি চির যৌবনা। তোমার ধারণার সাথে দৃষ্টির প্রখরতার যদি সমন্বয় থাকে তাহলে তুমি আমাকে নিত্য নতুন রূপেই দেখতে পারবে। তোমরা আমাকে অপব্যবহার করে দূষিত করতে পারো, ক্ষয় করতে পারো কিন্তু একেবারে বিনাশ করতে পারো না। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের জন্যই দয়ালু প্রভু লীলাময় প্রকৃতিকে পৃথিবীর বুকে থরে থরে সাজিয়েছেন। তাই মানুষের নিষ্ঠুর হাত একদিকে যদি ধ্বংস করে অপরদিকে সে আপন ইচ্ছায় গড়ে উঠে। মানুষের হাতে গড়া প্রতিটি অবকাঠামো বিনা পরিচর্যায় টিকিয়ে রাখা যায় না। বিনা পরিচর্যায় প্রকৃতির প্রসারতা চলতে থাকে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে। বিনা রোপনেই পতিত খোলা ময়দানে এমনইভাবে বিভিন্ন জাতের গাছ গাছালিতে পূর্ণ হয়ে মনোমুগ্ধকর রূপ ফুটিয়ে তোলে। এখানেই মানুষের অনেক কিছু শিক্ষার আছে। তাই প্রতিটি জ্ঞানী গুণিরা প্রকৃতি প্রেমী। এদের ভেতর থেকেই মূল্যবান জীবন গড়ার দিক নির্দেশনা পায়। খারাপ কাজে অভ্যস্ত মানুষের মধ্যে তাই ভালো মানুষের দর্শন পাওয়া যায়। এক শক্তিশালী অদৃশ্য হস্ত অলক্ষে থেকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন সবকিছু। অতি

www.pathagar.com

দক্ষতার সাথে সবকিছুই পরিচালনা করছেন তিনি। মোহসীনার কোমল মন মাঝে মাঝে তন্ময় হয়ে এসব নিয়ে ভাবে। তার পিতা নাই, মা থাকলেও তার সঙ্গ দিতে পারছেন না। বড় ভাই কোনো দিন তার কল্যাণ চাননি বরং তাকে দিয়ে স্বার্থ হাসিল করতে চেয়েছেন বার বার। ছোট ভাই দু'টির সংসারের কোনো কর্তৃত্ব নেই। দেশ স্বাধীনের পর তার বড় ভাই শমসের একদিন এলো তাকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে। সে তার ভাইকে অনেকটা কঠোর ভাষায় জিজ্ঞেস করেছিল তুমি কাকে নিতে এসেছো?

তোকে।

আমি তোমার কে?

এ প্রশ্নে শমসের থতমত খেয়ে কিছুক্ষণ নীরব থেকে পরে আমতা আমতা করে বলেছিল, তুই আমার ছোট বোন মোহসীনা।

মোহসীনা বলে যদি কেউ কোনো কালে থেকে থাকে তাহলে সে অনেক আগেই মরে গেছে। এখন যাকে দেখছো সে নয়। যদি তার মতোই দেখে থাকো তাহলে মনে করো এ এক অভাগী নারীর প্রেতাত্মা। তোমাদের মতো মনুষ্য সমাজে বাস করবার মতো জীব নয়।

পাগলী বোন আমার! এসব অলুক্ষণে কথা বলতে নেই, আল্লাহ তা'আলা বেজার হবে।

ভাইয়ের কথা শুনে মোহসীনা হি হি করে অনেকক্ষণ ধরে হাসলো। কোনো কথা বললো না।

তুই হাসলি যে?

হাসতে পারলাম কই! আমার মুখের হাসি কেড়ে নেয়া হয়েছে। যদি হাসতে পারতাম তাহলে এতোক্ষণ অট্টহাসিতে ঘর ফাটিয়ে ফেলতাম।

আল্লাহকে ভয় করিস্ না?

সেই প্রশ্ন আমাকে না করে তোমার নিজেকে করো?

কেন, আমি ভয় করি না?

না। যদি করতে তাহলে সদ্যবিবাহিত ছোট বোনের স্বামীকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে খুন করতে পারতে না। তুমি জালিম, খুনী, নির্দয়, পাষাণ... মোহসীনা আর কথা বলতে পারলো না।

www.pathagar.com

ছোট বোন খুব একটা উত্তেজিত না হয়ে শান্তভাবে যে সত্য কথাগুলো বললো শমসের তার কোনো উত্তর করতে পারলো না। মাথা নিচু করে বসে রইলো।

শমসেরের নীরবতা দেখে মোহসীনা কান্নাজড়িত কণ্ঠে আবার বললো, মুখে কথা নেই কেন? বোবা হয়ে গেলে নাকি? আমার হৃদয়ে যে আগুন জ্বেলে দিয়েছো তা প্রায় নিভে গিয়েছিল, তুমি সামনে এসে তা আবার উস্কে দিও না। মায়ের জন্য মনটা সময় সময় অস্থির হয়ে পড়ে, শুনতে পাই তুমি তাকে এখানে আসতে দাও না। দিও না। যদি কোনো দিন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি তাহলে সেদিন দেখবো তুমি তাকে কেমন করে আটকে রাখো। বলতে কষ্ট হলেও বলছি তুমি আর কোনো দিন আমার সামনে এসো না ভাইজান...। এলে এর চেয়ে হয়তো আরও কঠিন কথা তোমাকে শুনতে হবে।

অপদস্থ অপমানিত শমসের মাথা নিচু করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল, আর কোনো দিন সেদিকে যায়নি। ইতোপূর্বে তার ফুফুর বাড়ি রাতের অন্ধকারে দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে থেকে রজব আলী সরদারের মুখে শুনেছিল তার স্বামীর খুনের কথা। তা শুনে সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিল। জ্ঞান ফিরে এলে তার অন্তরে জেগে উঠলো রজব আলী খারাপ মানুষ। যতো রকম অন্যায় কাজ আছে তা সে করতে পারে। আবার অন্যায় করে তা ঢাকার জন্য তারা মিথ্যা বলায় পটু। তার কথা মিথ্যেও তো হতে পারে। তার বিশ্বাস ছিলো রাসেদকে একদিন ফিরে পাবে। তাই সে সব প্রকার বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এই শিক্ষা জীবন শুরু করেছিল। আজ তার সেই দৃঢ় বিশ্বাসের মূলে ভাই কুঠারাঘাত করে গেলো। সে বুঝে নিলো রাজব আলীর কথা মিথ্যে নয়। ভাই সত্যিই তার স্বামীকে খুন করেছে। নইলে তার কথার কোনো জওয়াব সে দিতে পারলো না কেন! তার দু'চোখ ঝাপসা হয়ে এলো, ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরতে শুরু করলো। অনেকক্ষণ ধরে সে কাঁদলো। কাঁদতে কাঁদতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লো। সে দেখছে নদীর ধারে ঘন গাছ গাছালির ছায়ায় বসে নদীর ঢেউয়ের সাথে মিশে তার মনও যেন তালে তালে ভেসে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে তার অন্তর ভেদ করে ব্যথাভরা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে। সময়ে সময়ে চারিদিকে চেয়ে তার

www.pathagar.com

বিষণ্ন দৃষ্টি কাকে যেন খুঁজছে। কিন্তু কাকে সে খুঁজে ফিরছে তা নিজেই জানে না। এই পৃথিবীর বুকে একমাত্র প্রভু ছাড়া তার আপনজন তো কেউ নেই! কার আকর্ষণে সে এই নদীর তীরে প্রকৃতির বুকে বসে আছে! তার প্রিয়তমের ক্ষতবিক্ষত দেহটি কি নদীর পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল? তারই খোঁজে কি এই নদীর তীরে আসা? নদীর মাঝ বরাবর কি যেন ভেসে যাচ্ছে না! কী ওটা! আমার মন এতো ব্যাকুল হয়ে উঠছে কেন? ঐ হয়তো আমার প্রিয়তম ভেসে আসছে আমার বুক ফাটা কান্নার আওয়াজ শুনে। আমি কি নিষ্ঠুর! ও পানিতে ডুবে মরছে আর আমি তীরে বসে বসে সে দৃশ্য দেখছি! সে উঠে নদীর পানিতে নেমেই সামনে তাকিয়ে দেখলো ভাসমান বস্তুটি আর দেখা যাচ্ছে না। সে কী তলিয়ে গেলো? দেখি ডুব দিয়ে তাকে খুঁজে পাই কিনা। সে যখন পানিতে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছে তখন তার কানে আওয়াজ এলো মোহসীনা! নদীতে ভীষণ স্রোত। ঝাঁপিয়ে পড়লে সাঁতরিয়ে কূলে উঠতে পারবে না। অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর তাকে থামিয়ে দিলো। শব্দটি যেন উপর দিক থেকে এলো। সে হাঁটু পানিতে নেমেছিল উপরে উঠে এলো। দেখতে পেলো তার থেকে কয়েক গজ দূরে জোছনালোকের মতো ধব ধবে সাদা সুন্দর চেহরার এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। চোখ ঝলসানো রূপের ছটা চতুর্দিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু যুবকটির বিমর্ষ মুখের চেহারা বড় বেমানান দেখা যাচ্ছে। সে আর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না। ছুটে সেই দিকে গেলো। দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরতে গিয়ে দেখলো যুবকটি দূরে সরে গেছে। সে বললো– মোহসীনা! তুমি আর আমার দিকে সরে এসো না। যেমন অকস্মাৎ আমরা তিন সত্যে একে অপরকে কবুল করে নিয়েছিলাম তেমন মুহূর্তের মধ্যে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে আমাকে মৃত্যু গুহায় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে যেন আমি একটি সাদা কাগজ অথবা সেই মৃত্যু গুহা থেকে এক মহিয়সী নারী আমাকে উদ্ধার করেছে। মৃত্যু দূত তার দুর্দমনীয় সাহসের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়েছে। মরণকে জয়ী করে যে আমাকে করলো অমর তাকে রিক্ত হস্তে আমি ফিরাতে পারিনি।

আমি তো তোমারই, আমার কী হবে প্রিয়তম?

তোমার প্রশ্নটি আমার হৃদয়ে বড় বেদনা জাগিয়ে দিলো মোহসীনা! জানি আমরা কেউ অপরাধী ছিলাম না। যেটা হয়েছে স্রেফ সেটা একটা ঘটনা।

www.pathagar.com

অপরাধ যদি না করে থাকি তাহলে আমাকে কেন শাস্তি দেবে?

আমি তোমার কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করে আসিনি। তোমাকে কোনো দোষারোপ করছি না প্রিয়তম! সাথে মিলনের অপেক্ষায় থেকে থেকে আমি যে হয়রান হয়ে গেছি। তুমি কাছে নেই তাই হৃদয়ের বেদনা আমাকে অসহনীয় কষ্ট দিচ্ছে। বহু সাধনার পর তোমাকে পেয়েছি কিন্তু তুমি দূরে যাচ্ছো কেন, আমাদের কী মিলন হবে না?

হয়তো হবে, আবার নাও হতে পারে।

তোমার কথা সাদা কাগজের মতো প্রাণহীন কেন? কোথায় যেন সন্দেহ দানা বেধে আছে প্লিজ! আসল ঘটনা কী বলো?

নিষ্ঠুরতা আর অশান্তিকে আমি খুব ভয় পাই। তাই যেখান থেকে এসেছি সেখানে ফিরে যাওয়ার কোনো রাস্তা আমার সামনে নেই।...আচ্ছা মোহসীনা! তুমি কী আমাকে ভুলে যেতে পারো না?

আমরা কেউ কাউকে সামনা সামনি দেখিনি, সামান্যতম সময়ের জন্যও দৃষ্টি বিনিময় হয়নি তবু আমরা কিভাবে পরস্পরকে চিনে নিলাম বলতে পারো?

বলেছি তো সেটা স্রেফ একটা ঘটনা।

তুমি যদি ফিরে আসতে না পার তাহলে বলো কোথায় গেলে তোমার সাথে মিলিত হতে পারবো?

তাতো বলতে পারবো না।

কেন পারবে না?

এই 'কেন'র উত্তর তো আমার মোটেও জানা নেই।– বড় খেয়ালি শোনাল সাদা মূর্তিটির কথা।

তাহলে পরজগতে অনন্ত দিনে অস্বীকার করবে না তো?

মোহসীনা! তুমি তো জানো না আমি কেন তোমাকে ধরা দিতে পারছি না। এমন এক তেজস্ক্রিয়া শিখা ছুটে এসে আমাদের পবিত্র বন্ধনটি মুহূর্তের মধ্যে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে যা...

যা কি, কথা শেষ করো।

শেষ কথা বলতে পারবো না।

www.pathagar.com

তবে আমার কাছে শুনে নাও তুমি যা ভেবে রেখেছো তা সত্য নয়। আমি তোমারই আছি। অপেক্ষায় থাকবো, ইহজগতে না পেলে জান্নাতের সীমাহীন জগতে অবশ্যই পাবো।

এমন নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা থেকে তুমি সরে এসো মোহসীনা! আমি জানি নিঃসঙ্গ জীবন বড় কষ্টের।

আমি একা তো নই! তুমি আছো আমার হৃদয়ে গাঁথা, বাহ্যিক সঙ্গের জন্য লেখাপড়া করছি। ভেতরে তুমি, বাইরে বন্ধুরা– আমার কোনো ভয় নেই।

তুমি নির্ভীক জেনে খুশি হলাম। আল্লাহকে স্মরণ করো। মোহসীনা দেখছে তার প্রিয়তম আস্তে আস্তে অদৃশ হয়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো। তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো। সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগলো। উঠতে চেষ্টা করলো, পারলো না।

সাত.

কাজের মানুষ কাজ করে, হয়তো তার কাজ শেষ হলো না। অলস মানুষ বসে বসে ঝিমোয়, তার আড়ষ্ঠতা দূর না হতেই সময় চলে গেলো। কারও জন্য সময় বসে থাকে না। সেই স্বপ্ন দেখার পর থেকে মোহসীনা আর পিছে ফিরে তাকায়নি। একটা স্থির বিশ্বাস তার অন্তরে জন্মে গেছে– প্রিয়তমকে যখন স্বপ্নে দেখতে পেয়েছে এবং দীর্ঘ সময় কথাবার্তা হয়েছে তখন এটা একদিন বাস্তব হবেই। যদি সে বেঁচে থাকে তাহলে ইহজগতে, আর যদি পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চ থেকে আর এক পৃষ্ঠে চলে গিয়ে থাকে তাহলে সেখানে অবশ্যই তাকে পাবে। নিঃসন্তান হক দম্পতি নিজের মেয়ের মতো করে তাকে লালন পালন করেছেন। কয়েকবার তার বিয়ের কথা পেড়ে মোহসীনার অনমনীয় মনোভাবের কাছে তারা পরাস্ত হয়েছেন। বারবার এ ব্যাপারে তাকে উত্তক্ত করলে মনে ব্যথা পাবে তাই আর পীড়াপীড়ি করেননি। এমনিভাবে প্রায় এক যুগ পার হয়ে গেলো। মোহসীনা যখন ডিগ্রীর শেষ বর্ষে সে সময় তার ফুফু দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। মুজিবুল হক সাহেব তখন শিক্ষকতা থেকে অবসর নিয়েছেন। তিনি জানেন স্ত্রীর মতো তারও একদিন পর পারের ডাক এসে যাবে। তাই আগে থেকেই তার বিষয়

www.pathagar.com

সম্পদ ঘরবাড়ি স্থাবর অস্থাবর সবকিছু মোহসীনার নামে উইল করে দিলেন। এতে মোহসীনার আপত্তি ছিলো। তার কথা হচ্ছে– লেখাপড়া শেখা এবং যাবতীয় সব বিষয়ে তাদের সহযোগিতা সে পেয়েছে বলেই তো এতো উন্নতি করতে পেরেছে। শিক্ষা জীবন তো শেষ হয়ে এলো। দাঁড়াবার মতো পথ অবশ্যই সে পেয়ে যাবে। আপনাদের কোনো নিকটতম আত্মীয়কে সবকিছু দিয়ে যান। হক সাহেব বললেন– তোমার উপরে কোনো নিকটতম আত্মীয় আমাদের নেই। উইলে না লিখলেও তোমার প্রতি একটি দাবি রেখে যাচ্ছি বাসেত পঙ্গু হয়ে গেছে। তার সংসারে কোনো কষ্ট না থাকলেও সে পাড়া গাঁয়ে থাকে। তার ছেলে মেয়ে দু'টি তুমি নিজের মতো করে লেখাপড়া শিখিয়ে নিও। মোহসীনা তার উত্তরে বললো– ফুফাজি! আপনি এ ব্যাপারে দাবি রাখবেন কেন! বাসেত ভাইয়ের ছেলে মেয়ের দায়িত্ব নেয়া তো আমার উপর ফরয। উত্তর শুনে হক সাহেব খুব খুশি হয়েছিলেন।

ডিগ্রী এবং বি.এড শেষ করে মোহসীনা বরিশাল উপশহরে একটি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার পদ পেয়ে গেলো। এ ব্যাপারে তার ফুফা সার্বিক সহযোগিতা করলেন। হক সাহেব দেখলেন– মোহসীনাকে শহরে ঘরভাড়া নিয়ে থাকতে হবে আর তিনি একা বাড়িতে পড়ে থাকবেন এটা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তিনি মোহসীনাকে সম্মত করে বিষয় সম্পত্তির সিংহভাগ বিক্রি করে শহরে দশ কাঠা জায়গাসহ একটি বাড়ি কিনলেন। দলিলটা মোহসীনার নামেই করে দিলেন। ওরা নতুন বাড়িতে এসে উঠলেন। ইতোপূর্বে তার বড় ফুফু মারা গেছেন। গ্রামের বাড়িতে পঙ্গু ভাইকে, স্ত্রী ছেলে মেয়েদেরকে ফেলে না রেখে শহরে নিয়ে আসা যুক্তিসঙ্গত মনে করে সে তার ফুফার কাছে প্রস্তাব রাখলো। হক সাহেব বললেন– আমরা মাত্র দু'টি প্রাণী থাকবো এতো বড় দোতলা বাড়িটা তো প্রায় সব পড়ে থাকবে, তা তোমার প্রস্তাবটি যুক্তিসঙ্গত। তবে কথা হচ্ছে কি বাসেত পঙ্গু হলেও কৃত্রিম পায়ে চলাফেরা করে নিজের বিষয় সম্পদ দেখাশোনা করে, এখানে নিয়ে এলে তাকে তো কিছু করতে হবে নইলে বসে বসে খেয়ে সব শেষ হয়ে যাবে না!

স্বাধীন হওয়ার পর দেশের অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। শহর বন্দর ভিন্ন

www.pathagar.com

আঙ্গিকে গড়ে উঠছে। এখনও অনেক সুযোগ রয়েছে এখানে কিছু করবার। আমরা যে জায়গা কিনেছি তাতে তো অনেকগুলো দোকান আছে তার একটিতে বাসেত ভাই ইচ্ছা করলে যে কোনো ব্যবসা করতে পারে। সে যেমন বুদ্ধিমান মানুষ, আমার মনে হয় সুযোগ পেলে অনেক কিছু করতে পারবে। ছেলে মেয়ের দায়িত্ব যখন আমি নিয়ে নিচ্ছি তখন তার কোনো সমস্যাই থাকবে না।

জানি তুমি জ্ঞানী মেয়ে, তোমার কোনো যুক্তি খণ্ডন করা যায় না। সবকিছুই তো তোমার। তুমি যেটা ভালো বুঝবে সেটাই করবে। আমি আর কতদিনই বা বাঁচবো।

আপনাদের মতো পবিত্র মুখের দোয়া পেয়েই তো আমি এতদূর উঠতে পেরেছি। আরও দোয়া পেলে সব ব্যাপারেই আমি সফল হবো এমন দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই আছি। সময় ও সুযোগ বুঝে একদিন হক সাহেব আর মোহসীনা গিয়ে বাসেতদের স্বপরিবারে শহরে নিয়ে এলো। বাসেতের ছেলে ফরিদকে জেলা স্কুলে নবম শ্রেণীতে, মেয়ে আসমাকে নিজের স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করে দিলো। শুরু হলো উভয় পরিবারের নতুন জীবন।

মোহসীনার সহযোগিতায় বাসেত একটা মুদির দোকান দিয়ে বসলো। কয়েক মাস পরেই বুঝলো বেশি করে পুঁজি খাটাতে পারলে বড় রকমের একটা নির্ভরযোগ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা যায়। গ্রামের বাড়ি থেকে বেশ কিছু জমি জমা বিক্রি করে টাকা পয়সা নিয়ে এলো। তাতে আশানুরূপ ফল পেতে শুরু করলো।

একদিন রাতের বেলা পড়াশোনা শেষ করে খেয়ে দেয়ে ফরিদ আর আসমা শুয়ে পড়েছে। জেগে আছে ওরা চারজন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা আলাপ আলোচনা করছিল। কথার মাঝে সুযোগ বুঝে হক সাহেব শেষ বারের মতো মোহসীনাকে লক্ষ্য করে বললেন– মা! আমি আর ক'দিনই বা বাঁচবো– তাই বলছিলাম কি জীবনটা একেবারে পতিত না রেখে একটু আবাদ করো আমি খুব খুশি হবো। বাসেতের ছেলে মেয়ে নিয়ে যেমন আনন্দ করো তেমন তোমার কোল জুড়ে দু'চারটা আসুক আমি তাদের কোলে পিঠে নিয়ে মনের আশা পূরণ করি। আমার এই চাওয়া কী ভেতরে ভেতরেই শেষ হয়ে যাবে মা?

আপনি গুরুজন, আমার একমাত্র অভিভাবক। আমি চাই না আপনি মনে

www.pathagar.com

ব্যথা পান। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে নিরাশ করতে হচ্ছে তাতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি আপনার দু'টি পায়ে ধরি ফুফাজি! আমি যে শপথ নিয়েছি তা থেকে ফিরিয়ে এনে আমার অন্তরে কালির আচড় লাগিয়ে দেবেন না।

হক সাহেব বাসেতের দিকে ফিরে বললেন– বাবা বাসেত! তোমরা কী মনে করো রাসেদ বেঁচে আছে?

না। তাকে যে মেরে ফেলা হয়েছে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে। যে নেই তার কথা মনে মনে স্মরণ রাখা ছাড়া আর কিইবা আশা করা যায়। মোহসীনা কি ভেবে রেখেছে তা সেই জানে। আমাদের দেশে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হরহামেশা হচ্ছে। আবার অল্প বয়সে বিধবা যে হচ্ছে না তা নয়। তবে এমন অস্বাভাবিক বিধবা হওয়ার নজির চোখে পড়ে না। যেভাবেই হোক এমনভাবে কাউকে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে দেখা যায় না। তবে হ্যাঁ, হয়তো দু'চারটা সন্তানাদি হয়ে যদি বিধবা হয় তাহলে আর অন্য স্বামীর ঘরে না গিয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে ধৈর্য ধারণ করে অনেককে থাকতে দেখা যায়। মোহসীনার ব্যাপারটা এর কোনোটাই নয়। সে কেন নিঃসঙ্গ জীবন কাটাবে এ প্রশ্নের উত্তর আমি আজও খুঁজে পাইনি খালুজান!

আচ্ছা বাবাজি! আর একবার তাদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখলে হতো না?

সেই পথ আমার চিরদিনের জন্য বন্ধ খালুজান! দেশ স্বাধীনের পর আমি অনেকবার তাদের বাড়িতে চিঠি লিখেছি। তার কাছে লিখেছি, বাবা ভাই বোনের কাছে লিখেছি কারও কাছ থেকে কোনো উত্তর পাইনি। আমি কোন্ মুখ নিয়ে সেখানে যাই বলুন দেখি! যদি আভাসে ইঙ্গিতে এতটুকু জানতে পারতাম সে বেঁচে আছে তাহলে শত অপমানের বোঝা মাথায় নিয়ে অনেক আগেই সেখানে যেতাম। তাছাড়া যারা তাকে মেরেছে শমসের ভাই আর রজব আলী নিজেরাই স্বীকার করেছে সেটাও তো আপনি আমাদের বাড়ি থেকে নিজ কানে শুনেছেন। আমার মনে হয় এই বিষয়টা বার বার নাড়াচাড়া করে মনের দুঃখ না বাড়িয়ে চেপে রাখাই ভালো। মোহসীনা যদি বিয়ে না করতে চায় তাহলে আমাদের জোর করে চাপিয়ে দেয়া উচিত হবে না।

www.pathagar.com

মোহসীনা তার ফুফার হাত ধরে কাতর কণ্ঠে বললো– ফুফাজি! আপনি মনে কোনো দুঃখ নেবেন না। আমি নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছি না। আমার স্কুলে পাঁচ শতাধিক মেয়ে পড়াশোনা করছে। তারা তো সবাই আমার সন্তানতুল্য। ওদের নিয়েই আমি নিঃসঙ্গতা দূর করি। তাছাড়া ফরিদ আর আসমার উচ্চ শিক্ষার দায়িত্ব আমি নিয়েছি। ওদের অভিভাবক হতে পেরে আমিও গর্বিত। আমার বুকে কোনো বেদনা নাই, পিপাসা নাই, কামনা বাসনার লেশ মাত্র নাই। আপনার কাছে দোয়া চাই– বাকি জীবনটা যেন এমন পবিত্রতার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে পারি সেজন্য আমাকে দোয়া করবেন।

হক সাহেব মোহসীনাকে বুকে জড়িয়ে ধরে মুখে একটা স্নেহ চুম্বন দিয়ে তার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন।

মোহসীনার জীবন নাট্য কোথায় গিয়ে শেষ হবে তা কেউ জানে না। সে নিজেই কোনো দিন ভেবে দেখার চেষ্টা করেনি তার যাত্রা পথের শেষ কোথায়! তার আশা আকাঙ্ক্ষা কর্তব্যবোধ তাকে কোন্ দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাও সে তলিয়ে দেখতে চায়নি। একটা খান্দানী ঘরের বন্ধ দুয়ারে আটকে থাকা নারীর আজ লাগাম ছাড়া ঘোটকীর মতো উদভ্রান্ত ছুটে চলা বাইরের কাউকে অবাক করলেও সে নিজে বিস্মিত হয়নি। একটি মাত্র অনুভূতি তার অন্তরে জেগে আছে তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে রাসেদ প্রাণ হারায়। সে যদি তাকে না দেখেই এমন ত্যাগ স্বীকার করতে পারে তাহলে সে আড়ালে আবডালে দেখেও কেন মূল্য দিতে পারবে না! সে ধর্ম গ্রন্থ পড়ে বুঝেছে শরিয়তের নিয়মানুযায়ী স্রষ্টাকে খুশি করতে পারলে তিনি কারও চাওয়া পাওয়া অপূর্ণ রাখেন না। ইহজগতে তাকে পেয়েও তখন হারিয়েছি তখন পরজগতের স্বর্গোদ্যানে অবশ্যই পেয়ে যাবো। শিরিনা ভাবীর কাছে শুনেছে তার বান্ধবী মাধবী রায় তাকে একান্ত আপনার করে ভালোবাসে। সেও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। একদিন বিয়ে করে সংসার পাতবে এমন দৃঢ় আশা তারা এবং তাদের বন্ধুদের ছিলো। আমিই তাদের পথে কাটা হয়ে মিলনের পূর্বেই বিচ্ছিন্ন করে দু'টিকে দুই মেরুতে ঠেলে দিয়েছি। মাধবীও তো আমার মতো পথ চেয়ে থাকতে পারে– তা থাক্। কেন থাকবে না! তার মতো একটা উচ্চ বংশের মেয়ে তাও আবার ভিন্ন

www.pathagar.com

ধর্মী, সে কি এমনই তাকে ভাবী জীবনের সর্বোত্তম সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছিল! নিশ্চয়ই তার মধ্যে মনপ্রাণ হরণ করবার মতো দৈবশক্তির ছায়া সে দেখতে পেয়েছিল। নইলে ঝালকাঠির সেরা সুন্দরী কিসের নেশায় একটা বিদেশী যুবকের কাছে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করতে পারে। তারপরেও কথা থেকে যায়। এমন অসম প্রেমের পথে অসংখ্য বাধা বিঘ্ন ঘটে থাকে। যাত্রাপথ থাকে কণ্টকাকীর্ণ। এমন প্রেম বেশির ভাগই সফলতার মুখ দেখে না। অথচ এ এমন এক প্রেম যার তুলনা হয় না, কেননা মাধবীর পরিবারের সদস্যরা পর্যন্ত সহযোগিতার হাত প্রশস্ত করেছিল। মোহসীনার একটা বড় সান্ত্বনা সেই মহৎ প্রাণ যুবকই তার স্বামী। এ পরিচয় কোনো জগতে মুছবে না। সেখানে যদি মাধবী এসে দাঁড়ায় তার পাশে বোনের স্নেহে তাকে গ্রহণ করে নেবে। স্বর্গের উদ্যানে তাদের বিয়ের ব্যাপারে সব উদ্যোগ সে নিজেই নেবে। নিজ হাতে বাসর সাজাবে নব দম্পত্তির। রাসেদের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। আমি তার প্রথম স্ত্রী অতএব কর্তৃত্ব তো আমারই। স্বর্গের অনন্ত সুখ আমরা দু'য়ে মিলে ভাগ করে নেবো।

হঠাৎ করে জীবনের আরেক পিঠ দেখাতে গিয়েও শেষ করা গেলো না। মোহসীনার কর্মময় জীবন ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে কেটে যায়। সে স্কুলের মেয়েদের আপন সন্তানের মতো দেখাশোনা করে। প্রতিটি মেয়ের পড়াশোনার ব্যাপারে সহযোগিতা করতে সে সর্বদা সজাগ। উপরি ফরিদ আর আসমার সে-ই যেন প্রকৃত অভিভাবক। তা নিয়ে তার ভাই ভাবীর সাথে মাঝে মাঝে কৃত্রিম মান অভিমান চলতে থাকে। আবার ছেলে মেয়ে দু'টিও তাকে মামী বলতে অজ্ঞান। কেননা মা বাবার চেয়ে মামীর সঙ্গে তাদের সময় কাটে বেশি। মোহসীনা নিজেই তাদের সকাল সন্ধ্যায় পড়ালেখা করায়। সে তাদের নিজের মতো করেই গড়ে তুলতে চায়। তাদের জামা কাপড় আসবাবপত্র বই খাতা প্রয়োজনের মুহূর্তে সে নিজ হাতে জোগান দিয়ে দেয়। তাই নিয়ে শিরিনা কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলে– ও মাস্টারনী! এমন করে সব ছিনিয়ে নিলে আমরা বাঁচবো কী করে? মোহসীনা হাসে আর বলে– হিংসে করো না ভাবী! আমার সব সাধ আহ্লাদ ওদের দিয়ে পূরণ করতে চাই, তুমি বাধ সাধলে আমি কি করে নিজেকে

www.pathagar.com

ভুলিয়ে রাখতে পারবো? তোমাদের সাথে আমার সম্পর্ক যে অনেক গভীর। তোমাদের সাথে মিশেই তো আমার জীবন নাট্যের শুরু, আমি যে তার মধ্য থেকেই শেষ করতে চাই! যদি ছেলে মেয়ে দু'টি মনের মতো করে গড়ে নিতে পারি তাহলে যেদিন কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিতে হবে সেদিন আমার নিঃসঙ্গ জীবনের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তির একটা পথ পেয়ে যাবো। জানি তোমার অন্তরে ব্যথা আছে কিন্তু সেটা বেদনাদায়ক হলেও একটা সান্ত্বনা আছে। বাসেত ভাই একখানা পা হারিয়েছেন এটা পীড়াদায়ক হলেও মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছে। কেননা তুমি একজন নিষ্ঠাবান মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী। স্বাধীন দেশে এই পরিচয় বড় গর্বের।

আমার হাতে শত শত মেয়ের জীবন গড়ে উঠলেও কেউ মনে রাখবে হয়তো কেউ রাখবে না। যতটুকু পরিচিতি আমার থাকবে তা চিরস্থায়ী হবে না। কালের পরিক্রমায় সেটা একদিন মুছে যাবে। কিন্তু তোমাদের পরিচয় কোনো দিন মুছবে না একটা চিরস্থায়ী ইতিহাস হয়ে থাকবে। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জাতি চিরদিন স্মরণ করবে। তুমি একটা ভাগ্যবতী নারী। তোমার সম্মান কোনো দিন ক্ষুণ্ন হবে না। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে তোমার ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তোমাদের জড়িয়েই আমি শেষ জীবনের শান্তির প্রত্যাশায় ওদের অভিভাবক হয়ে বসে আছি। কেননা তুমি ওদের জন্মদাত্রী মা। এর কোনো পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না। আমি ওদরে মামী এ পরিচয়ের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়। আমি চাই সেটা যেন কোনো দিন সামনে না আসে তাই আগে থেকেই সেই পথ বেছে নিয়েছি। আমার প্রতি যদি এমন নিষ্ঠুর আচরণ করা না হতো তাহলে তোমার মতো আমারও তো দু'একটা ছেলে মেয়ে থাকতো। কচি মুখের মা ডাক যে কি মিষ্টি তা জানে প্রতিটি মা। মায়ের বুকে সন্তানের হাসি মাকে বিশ্ব ভূবন ভুলিয়ে দেয়। এমন মধুর পরশ থেকে আমি বঞ্চিত হলেও হৃদয়ের মাঝখানে সেই অনুভূতি সব সময় জেগে আছে। আমি সবকিছুকে জয় করতে পেরেছি কিন্তু ঐ একটি মাত্র অভাবই আমাকে মাঝে মাঝে নাড়া দেয়। শত শত মেয়ের মধ্যে ডুবে থেকে শত চেষ্টা করেও সেই অভাব আমি মেটাতে পারিনি। তৃপ্তি পেতে ফরিদ আর আসমাকে মাঝে মাঝে বুকে চেপে ধরে মুখে চুমা দেই তবুও

www.pathagar.com

মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তির রেখা ফুটে উঠে। এমন কেন হয় ভাবী?

তুমি পণ্ডিত মেয়ে। নিজের জীবনের উপর দিয়ে প্রত্যক্ষ কিছু না ঘটলেও বিস্তর পড়াশোনা করে অবশ্যই সব জেনে গেছো তবু আমার কাছে ছেলেমি করো কেন?

অনেক সময় মনে হয় আমি আজও সেই কিশোরী মোহসীনা তাই যৌবনের পিঠে উঠেও ছেলেমি স্বভাব কাটিয়ে উঠতে পারছি না। বলো না ভাবী, কেন এমন হয়?

নারীর জরায়ুর মধ্যেই সন্তানের জন্ম হয়। পৃথিবীর আলো বাতাসের মুখ দেখার আগে সেখানেই সে মায়ের রক্ত চুষে বাড়তে থাকে। মায়ের নাড়ির সাথে সে সংযুক্ত থাকে। প্রভু সেই নাড়ির মধ্যে মায়ের উদর থেকে খাদ্য সরবরাহ করেন। এই নাড়ির টান তাতে যে শিহরণ জাগায় তার মধ্যে বিরাজ করে স্বর্গীয় শান্তি। জীবন যুদ্ধে যদি কোনো দিন অশান্তি এসে ঘিরে ধরে তবু সেই শান্তির ছোঁয়া কিছু সময়ের জন্যে হলেও ভুলিয়ে রাখে। স্রষ্টার এই অপূর্ব সৃষ্টি কৌশল বিস্ময় জাগায় প্রতিটি নর নারীর অন্তরে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের অনেকগুলো অধ্যায় পাড়ি দিতে হয়। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়টি তোমার জীবেন এলো না। তুমি তাকে পাশ কাটিয়ে অন্য অধ্যায়ে প্রবেশ করলেও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে তোমার পিছু ছাড়বে না।

তার থেকে মুক্তি পাওয়ার কী কোনো পথ নেই ভাবী?

আছে।

আমাকে সেই পথ দেখাও।

একদিন দেখাতে চেয়েছিলাম কিন্তু নানা অজুহাতে সেই পথে যেতে চাওনি। কঠিন ব্রত নিয়ে তুমি নিজেই নিজের পথ বেছে নিয়েছো। সময় এখনও শেষ হয়ে যায়নি তবু নতুন জীবনে প্রবেশ করবার পথ দেখানোর সাহস আমি হারিয়ে ফেলেছি।

ভাবী, বুঝেছি তোমার কথা। কিন্তু সে তো হবার নয়। মনের কষ্ট ভেতরেই চেপে রাখবো বাইরে প্রকাশ হতে দেবো না।

একটি জিজ্ঞাসার জওয়াব আমি আজও বের করতে পারলাম না। আচ্ছা

www.pathagar.com

ভাবী! তুমি কি বলে দিতে পারো কার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তোমার ভাই জীবন দিলো আর আমি অন্তরের বেদনা সয়ে বেঁচে থাকলাম?

এ বড় জটিল প্রশ্ন, উত্তর যোগানো সহজ সাধ্য নয়। আমি একটি সমাধান বের করেছি, হয়তো সেটা নাও হতে পারে।

সত্য মিথ্যে যেটাই হোক তুমি বলো শুনি– কী সেটা?

ধারণার কথা শুনে তুমি ব্যথা পাবে আমি তা চাইনে।

সত্য মিথ্যে তো কল্পনার থেকেই বেরিয়ে আসে তা শুনে ব্যথা পাবো কেন?

রাসেদ ভাইয়ের চেহারা দেখে মাধবী ভোলেনি। তার আদর্শ আচার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়েই সে তাকে ভালোবেসেছিল। সেই ভালোবাসার কোনো উগ্রতা ছিলো না। কামনা বাসনা চরিতার্থ করবার স্বপ্ন ছিলো না। তার পরিবারের সদস্যরা এটা অবলোকন করেই তাদের যাত্রা পথে বাধা সৃষ্টি না করে সমর্থন জুগিয়েছিল। সেই সময়ই তারা যদি বিয়ে করতো কেউ বাধা দিতো না বরং সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিতো। সুজাতা বৌদির একান্ত ইচ্ছা ছিলো রাসেদ বাড়ি ফিরে যাওয়ার আগে মাধবীকে বিয়ে করে তাকে নিয়ে দেশের বাড়ি গিয়ে ঘর বাঁধুক। এতো বড় সুযোগ অন্য কেউ হলে ছাড়তো না। কিন্তু ওরা দু'জনই বৌদির ইচ্ছাকে পাশ কাটিয়ে জীবন গড়ার স্বার্থে পড়াশোনায় আত্মনিয়োগ করলো। চার বছরের বেশি সময় দেখা তো হলোই না তারপরেও যোগাযোগের কোনো মাধ্যম তাদের মধ্যে ছিলো না। তাই বলে তাদের কাউকে উতলা হতে দেখা যায়নি। তারা জানতো তাদের মিলনে যখন কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই তখন তাকে এড়িয়ে শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

রাসেদ ভাই বাড়ি চলে যাওয়ার আগে মাধবী বলেছিল আমাকে কিছু উপদেশ দিয়ে যাও। ভাই বলেছিল– তোমাকে উপদেশ দেয়ার অধিকার আমার নেই।

আমি স্বেচ্ছায় তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। অধিকার তো দিয়েই দিয়েছি তুমি কেন গ্রহণ করছো না?

সেটা তোমার নিজস্ব ব্যাপার। তুমি ঝাঁপিয়ে পড়বে আর আমি তোমাকে কাঁধে তুলে নেবো না তা তো হতে পারে না।

www.pathagar.com

তোমার আসবার পথ পানে চেয়ে থাকবো তুমি আসবে তো?

তা জানি না। আমি সবকিছুই নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়েছি।

আমিও দিলাম। যদি কোনো দিন পথ চলতে চলতে, পথের শেষে আমরা দু'জন মুখোমুখি হয়ে যাই সেদিন প্রত্যাখ্যান করবে না তো?

সেটা পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে।

এই তাদের শেষ কথা। এর মধ্যে কোনো গোপনীয়তা ছিলো না। কোনো গোপন সমঝোতা তাদের মধ্যে হয়নি। এ এক অদ্ভুত প্রেম। এমন প্রেম বিনাশ হয় না। আমার তো মনে হয় মাধবীর সাধনা বিফলে যাওয়ার নয়। সে তাকে পাওয়ার অগ্রাধিকার রাখে। দৈবশক্তি যদি তাদের সহায়তা করে তবে সে পেতে পারে নইলে সেও তোমার মতো কঠিন ব্রত নিয়ে কাজের মধ্যে ডুবে আছে।

ভাবী! তোমার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যটি ফেলবার মতো নয়। কিন্তু একটি কথা থেকে যায়। তাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ বন্ধন হয়নি। অলৌকিকভাবে হলেও আমার সাথে তার সামাজিক নিয়মে বিবাহ বন্ধন হয়েছে। আমি তাকে স্বামী হিসেবে দাবি করতে পারি সে তো পারে না।

তার সাধনাকে তো অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবীর বুকে সামাজিক পরিমণ্ডলে তাদের মিলন না হলেও প্রেমের ঐশী শক্তি তাদের অন্তরের বন্ধন দৃঢ় করে দিয়েছিল তাই দীর্ঘদিন অদর্শনে তারা ভেঙ্গে পড়েনি। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি তাকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার অধিকার পেয়ে গেছো বলেই তাদের প্রেমকে অস্বীকার করতে পারো না।

এতো বড় স্বার্থপর আমি হতে চাই না ভাবী! যদি এখনই তাদের পেতাম তাহলে আমি দাবি নিয়ে নয় করুণা প্রার্থী হয়ে সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম।

এতোদিন পাওয়ার কথা কিন্তু কেন যে পাওয়া যাচ্ছে না, তা বুঝে উঠতে পারছি না। রাসেদ ভাইয়ের বাড়ির ঠিকানায় সবার কাছে আমি নিজে অনেকগুলো চিঠি লিখেছি। একটিরও উত্তর পাইনি। রেজিস্ট্রি চিঠিগুলো ফিরে এসেছে। রাসেদ ভাইকে না হয় আমরা হারিয়ে ফেলেছি তাই বলে তার পরিবারের সব সদস্যরা কি হারিয়ে গেছে! সেখানে যাওয়ার কোনো পথ পাইনি বলেই আমরা যেতে পারিনি। তবে আমি নিজেই মাধবীর খোঁজ

www.pathagar.com

খবর নিয়েছি স্বাধীনতা পাওয়ার পর। জানতাম তাদের পরিবারের সব সদস্যরা ভারতে চলে গিয়েছে। কয়েক বছর আগে শুনলাম তার বাবা মা মারা গেছে। নির্মল এখানকার বিষয় সম্পদ সব বিক্রি করে চিরদিনের জন্য চলে গেছে। মাধবীর কোনো খবরই কেউ দিতে পারলো না। ভারতে অবস্থান রত নির্মল ইন্দ্রানী সুজাতা বৌদির কাছেও চিঠি লিখেছি। তারা সবাই উত্তরে লিখেছে তারা মাধবীর কোনো খোঁজ খবর রাখে না। যুদ্ধের সময় সে নিখোঁজ হয়ে যায় আর পাওয়া যায়নি। তাদের চিঠির এই উত্তরই আমাকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে রেখেছে। কোনো প্রকার সূত্র আবিষ্কার করতে না পারলে সন্দেহহীন হতে পারছি না। নিয়তির হাতে সোপর্দ করে দিয়েছি দেখি কতদূরে গিয়ে এর শেষ পরিণতি দেখতে পাই।

আচ্ছা ভাবী! তুমি কি আশা করো তাদের কাউকে কোনো দিন পাবে?

মানুষ মাত্রই আশাবাদি। মনের আনন্দ যেমন দেহের শক্তি যোগায় তেমন প্রচণ্ড আশা জীবনে সফলতা এনে দেয় যদি সে হতাশ না হয় বা ধৈর্য না হারায়।

তুমি আমার মনের কথাটি বলেছো ভাবী! আমাদের দু'য়ের চিন্তাধারার কোনো অমিল নেই। এতদিন আমরা বুকের মধ্যে চেপে রেখেছি আজ বের করে দিয়ে হালকা হয়ে গেলাম। আচ্ছা ভাবী! প্রতিটি নারী কতো থেকে কত বছর পর্যন্ত সন্তান ধারণের ক্ষমতা রাখে?

নয় বছর বয়সের মেয়েদের সন্তান হওয়ার কথা শোনা যায় আবার পঞ্চাশের উর্ধ্বেও ছেলে মেয়ের মা হওয়ার নজির দেখা যায়। প্রভু ইচ্ছা করলে তার চেয়ে বেশি বয়সেও মা হওয়ার সৌভাগ্য দান করতে পারেন।

তোমাকে ধন্যবাদ ভাবী! তোমার কথা আমার ধৈর্য আরো বাড়িয়ে দিলো, হৃদয়ে আশার আলো দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেলো। যদি শেষ সময়েও তাকে পাই তাহলে একটি মাত্র সন্তানের দাবি তার কাছে পেশ করবো। আর যদি সময় পেরিয়ে যায় তাহলে মাধবীর ছেলে মেয়েদের মধ্য থেকে একটি চেয়ে নেবো। এ ব্যাপারে তুমি আমাকে সাহায্য করবে না ভাবী?

সেটা আমার প্রতি অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করি। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এমন সুযোগের প্রতিক্ষায় আমি থাকবো।

www.pathagar.com

আট.

মোহসীনার অধ্যায় রেখে আর এক অধ্যায়ে প্রবেশ করা হলো। যে রাসেদকে নিয়ে এতো আলোচনা পর্যালোচনা হলো, যাকে হারিয়ে একটা অপ্রাপ্ত বয়স্কা কিশোরী আজ যৌবনের সিঁড়িতে উঠে এসেও প্রতীক্ষার প্রহর গুণছে সত্যি কি সে বেঁচে আছে। একটা সম্ভাব্য মর্মান্তিক পরিণতি থেকে তাকে অলৌকিকভাবে একেবারে মাধবীর হাতে পৌঁছে দিয়েছিল। স্বাধীনতার কয়েক মাসের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার রাসেদ চৌধুরী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার পদে নিয়োগ পেলো। যশোর ক্যান্টনমেন্টে এক কোম্পানী ক্যাপ্টেন হয়ে কাজে যোগদান করলো। স্ত্রী মাধবীকে নিয়ে তার ঘটনা বহুল জীবনের যাত্রাপথ নতুন করে শুরু হলো। তাদের গ্রামের বাড়িঘর সব যুদ্ধের সময় হানাদারা পুড়িয়ে গুড়িয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল। অস্থায়ীভাবে সেখানে বেড়ার ঘর বেধে বাস করছিল। চাকরি পাওয়ার পর রাসেদ দেখলো ঘরবাড়ি সব নতুন করে করতে গেলে অনেক টাকার প্রয়োজন। আবার ভাই বোনেরা লেখাপড়া করছে। এমতাবস্থায় মা বাবা ভাই বোনদের সেখানে ফেলে না রেখে শহরে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিলো। বাড়ির জমি জমার সিংহভাগ বিক্রি করে যশোর শহরে বিশ শতক জমিসহ একটা বাড়ি কিনলো। বাড়ির সবাইকে সেখানে নিয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। তার কর্তব্যবোধ, কর্মনিষ্ঠা, সততা চাকরির ক্ষেত্রে সুনাম বৃদ্ধি পেতে থাকলো, সেই সাথে প্রমোশন পাচ্ছিল। স্থায়ী কর্মক্ষেত্রের চাকরি না হওয়ায় খুলনা, রংপুর, বগুড়া এমনি করে বদলির নিয়ম মেনে চলতে হচ্ছিল। তাদের কোনো প্রকার অভাব অভিযোগ ছিলো না। দুঃখের কোনো ছায়াও তাদের স্পর্শ করতে পারেনি। স্ত্রীর সাথে যখন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতো তখনই পেছনের একটি চিত্র তার সামনে ভেসে উঠতো। সতর্ক রাসেদ সামান্য হলেও অন্য মনস্ক হয়ে পড়তো। পরক্ষণে স্ত্রীর দৃষ্টি সেদিকে পড়বার আগেই সচেতন হয়ে যেতো। সূক্ষ্মদর্শী স্ত্রী স্বামীর মনে ব্যথা দেয়া হবে এই ভেবে বুঝেও না বোঝার ভান করতো। অনেকগুলো বছর এমনিভাবে গেলো। একদিন তার স্ত্রী মনে করলো স্বামীর অন্তরের মধ্যে কোথায় যেন একটা সূক্ষ্ম কাটা বিধে আছে।

www.pathagar.com

তার খচখচানিতে সে বড় কষ্ট পাচ্ছে। সেটা প্রকাশ পেলে হয়তো আমি দুঃখ পাবো তাই ভেতরে ভেতরেই চেপে রেখেছে। সেটা বাইরে প্রকাশ করতে পারলে মনে হয় তার অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসবে। তখন ওরা বগুড়া ক্যান্টনমেন্টে। এর আগে জাতিসংঘের শান্তি বাহিনীর সদস্য হয়ে অনেক সময় বিদেশের মাটিতে কাটিয়ে আসতে হয়েছে। এখন তার পদ মর্যাদা মেজর। একদিন বিকালে গাড়ি নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মহাস্থানগড় দেখতে গেছে। কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে গাড়ি থেকে নেমে সুবিধামত একটা জায়গায় গিয়ে বসে পড়লো। সেখানেই কথা প্রসঙ্গে স্ত্রী স্বামীকে বললো– যুগ যুগ পার করে এলাম কিন্তু আজও ভুলতে পারলাম না ঝালকাঠির কথা। চলনা, একবার সেখান থেকে বেড়িয়ে আসি।

সেখানে তোমার কে আছে, সবাই যে কলকাতায় চলে গেছে।

কেউ না থাকলেই বা, জন্মস্থান, যেখানে জীবনের প্রথম অধ্যায় পার করে এলাম। সে তো ভুলে যাওয়ার নয় প্রিয়তম!

বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে যাওয়ার কথা বলো আমি তোমাকে সেখানেই নিয়ে যাবো কিন্তু বরিশালের কথা বলো না মাধবী! আমি শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছি, ভয় পাইনি। বাংলাদেশের গর্ব অকুতোভয় সেনাবাহিনীতে চাকরি করছি– কতো বেঈমান গাদ্দারের সাথে মোকাবেলা করেছি কিন্তু কোনো দিন উত্তেজিত হইনি। বরিশালের নাম শুনলে আমার রক্তচাপ বৃদ্ধি পেয়ে যায় অস্বাভাবিক উত্তেজনায় হৃদয়ের মাঝে নিভু নিভু আগুন আবার জ্বলে উঠে।

আমি জানি এটাই তোমার মনের কষ্ট ধরে রেখেছে। একবার ঘুরে আসতে পারলে তোমার হৃদয়ের মাঝে লুকিয়ে থাকা সব অশান্তি দূর হয়ে যাবে। কেননা আমাদের জীবনে এমন অনেক কিছু ঘটে গেছে যার মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাস আর প্রতারণার বীজ রোপিত হয়ে আছে। তাতে যদি চারা গজিয়ে থাকে তাহলে সেটা উৎপাটিত করতে পারলেই মনের শান্তি পূর্ণতা পাবে।

আমার মনের তিক্ততা বৃদ্ধি করে দিও না মাধবী! উহ্! মনে পড়লে আজও আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠে। সেই গভীর রজনীতে নৌকাযোগে তুমি যদি বাড়িতে না আসতে তাহলে মৃত্যুর গুহা থেকে কে আমাকে ফিরিয়ে আনতো বলতো?

www.pathagar.com

সেই সময় দেশের পরিস্থিতি বুঝে আমি তো একা বাড়ি ফিরে আসিনি। সবাই যখন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য চলে গেলো তখন আমিও বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের বাড়ির ঘাটে তোমাকে মৃতবৎ পাবো তাতো স্বপ্নেও কোনো দিন দেখিনি। কিভাবে তুমি সেখানে এলে সেটাও তো ভেবে দেখতে হবে।

কে ভাববে আমি! মনে পড়লে তাই আতঙ্কে শিউরে উঠি আর ভাবতে গেলে হার্টফেল করবো না!

আমি বুঝি অন্যরকম। যেখানে উৎপত্তি সেখানেই নিষ্পত্তি। সেই নিরীহ মেয়েটিকে উদ্ধার করতে তোমাকে বাধ্য করা হলো তাকে বিয়ে করতে। তোমরা তো দু'জনেই নিরাপরাধ। তোমাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হলো কিন্তু সে তো মুক্তি পেলো না। তার কি শাস্তি দিলো সেই খবরটি আমাদের নেয়া উচিত ছিলো।

তখনই যে আমার কাছ থেকে তালাকনামা লিখে নেয়া হলো। সেদিকে তাকাবার বৈধ অধিকার আমি হারিয়ে ফেললাম। বাঁচার পর যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন একরাশ ঘৃণা তাদের দিকে ছড়িয়ে দিয়ে আমার কর্তব্য শেষ করলাম।

আমি যে তোমাকে পেলাম সে তো ঐ কিশোরী মেয়েটার কারণে। আমি তাকে দেখিনি, তার কোনো বিবরণও তোমার কাছ থেকে পাইনি। সেই থেকে আমার একান্ত ইচ্ছা জীবনের যে কোনো সময়ে তাকে এক নজর দেখা। আমি তোমাকে পেলাম কিন্তু সে কি পেলো সেটা জানার আগ্রহ তোমার না থাকতে পারে আমার আছে।

তার একটি পশমও আমি দেখিনি কি করে তার বিবরণ তোমার কাছে পেশ করবো বলো! আর এতোই যদি তোমার আগ্রহ থাকে তাকে দেখার তাহলে এতোদিন না বলার কারণ কী?

এতোদিন তোমার ব্যস্ত কর্মক্ষেত্র, আমাদের মধুময় জীবন যাত্রা, দেবর, ননদ, ছেলে মেয়েদের শিক্ষা-দীক্ষা, তাদের সুসন্তান হিসেবে গড়ে তোলার দায়িত্ব পালন– এর মধ্যে আমার আগ্রহের কথা পেড়ে তোমাকে অন্য মনস্ক করতে চাইনি।

এখন চাচ্ছো কেন?

www.pathagar.com

ছেলে দু'টির উচ্চ শিক্ষা শেষ হয়ে গেছে, মেয়েটি বিয়ে হয়ে গেলো। আবার তোমার অবসর নেয়ার সময় হয়ে এসেছে, ব্যস্ততার অবসান হতে যাচ্ছে তাই আগে থেকেই বলে রাখছি যেনো মন মানসিকতা সেভাবে প্রস্তুত করে নেয়া যায়।

এমনও তো হতে পারে পরবর্তীতে সে ভালো বর পেয়েছে। তোমার মতো ছেলে মেয়ের গর্বিত মা হয়ে বসে আছে।

সেটা তো আমাদের জন্য বড় সান্ত্বনা। তার জীবনটা শেষ হয়ে যাচ্ছিল তুমি উদ্ধার করতে চেয়েছিলে, তোমার আত্মত্যাগ বিফলে যায়নি।

সত্যি মাধবী তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য। জীবনে যে সাফল্য এসেছে তা তোমারই কারণে। মাধবী লতার মতো তুমি আমার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে আছো। তোমারই সৌরভে আমার মন প্রাণ আমোদিত হতে থাকে সারাক্ষণ। তোমার জীবনের শেষ ইচ্ছাটি আমি পূরণ করবো আগে অবসর নিই তারপর। একটু থেমে রাসেদ আবার বললো, আমরা প্রথমটা তার ভালো দিকটার কথা ধরে নিলাম, তা না হয়ে যদি দেখি এমন দুর্বিসহ জীবনের মধ্যে পড়ে আছে যা আমাদের মনে কষ্ট দেবে।

তার বেদনার উপশম করতে আর একবার সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দেবো।– বললো মাধবী।

কেবল মাত্র অর্থনৈতিক সমস্যা থাকলে মিটানো আমাদের পক্ষে সম্ভব। জীবনের যাত্রা পথে হাজারো সমস্যার জাল বিস্তার করে আছে। কে কোন্‌টার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তা আগে থেকেই বোঝা যায় না। সেই সময় আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে বিয়ের মজলিস থেকে। পরে সবাই বুঝে নিয়েছে আমাকে শেষ করে দেয়া হয়েছে। তখন সেই নির-পরাধিনী মেয়েটিও তো আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে পারে। আবার সেই রোগাগ্রস্ত ছেলেটির সাথে তার বড় ভাই জোর করে বিয়ে দিয়ে তাকে যন্ত্রণার জগতে নিক্ষেপ করতে পারে। আবার এটাও ভেবে নেয়া যায়, দুঃখে শোকে অল্প বয়স্কা মেয়েটি কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবনের অসহনীয় জ্বালা যন্ত্রণা সয়ে আজও পথ চেয়ে আছে।

তা নিয়ে আমরা অমূলক চিন্তা ভাবনা করতে যাচ্ছি কেন! সেখানে গিয়ে দেখি সে কোন্ পথটি বেছে নিয়েছে। অবস্থা বুঝে আমরা ব্যবস্থা করবার

www.pathagar.com

চেষ্টা করবো। যদি শেষেরটা হয় তাতে ক্ষতি কি তাকে সাদরে গ্রহণ করে নেবো।

আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি যৌবন পেরিয়ে এসে তোমার চিন্তাধারার পরিবর্তন দেখে। যেচে পড়ে কেউ অশান্তির গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে চায় না। তুমি যেখান থেকে আমাকে উদ্ধার করে এনেছিলে শেষ বেলায় আবার সেখানে ফিরিয়ে নিতে চাচ্ছো কেন বলতো?

মন আমার বার বার সেদিকেই ছুটে যাচ্ছে কেন তা জানি না। আগে হয়তো মাঝে মধ্যে মনে হতো একবার বাবার দেশে গিয়ে দেখি না কে কেমন আছে। তাতে আমি কোনো দিন উতলা হইনি, দিন যতো পেরিয়ে যাচ্ছে কোন্ অদৃশ্য হস্ত আমাকে যেন সেদিকেই অহরহ টান্‌ছে।

আমারও যে সময়ে অসময়ে সেই পেছনের রোমাঞ্চকর দিনগুলোর কথা মনে পড়ে না তা নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে সেই সময় সেখানে আমার অনেক প্রিয়জন ছিলো তারা কেন আমার খোঁজ নিলো না! সবাই আমার কথা ভুলে গেলেও শিরিনা আর বাসেত ভাই যে ভুলে যাবে তা তো হবার নয়?

আমরা যেমন ভুলিনি, মাঝে মধ্যে মনে পড়লেও কোনো দিন খোঁজ নিতে চাইনি। তাদের ব্যাপারটা এমন হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

গরজটা তো তাদেরই। অনেকটা অন্য মনস্ক হয়ে বললো রাসেদ।

ঘটনার পর পরই দেশে গোলযোগ শুরু হয়ে গেলো। কেউ মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করলো কেউ নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে গেলো স্বাধীনতা পেলাম সেই সাথে কতো প্রাণ হারালাম যা ভুলে যাবার নয়। স্বজন হারানোর বেদনা আড়াই যুগ পরেও কি ভুলে যাওয়া গেছে! কে বেঁচে আছে আর কে চলে গেছে তা কি আমরা জানি! যারা বেঁচে আছে তারা হয়তো যুদ্ধের পরে আমাদের খোঁজ খবর নিয়েছিল। অল্প দিনেই আমরা বাড়ি ছেড়ে শহরে এলাম ওরা এসে খুঁজে পায়নি এটাও তো উড়িয়ে দেয়া যায় না। বাসেত ভাই আর শিরিনা যখন শুনলো– তোমার হাত পা বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়েছে তখন কি চুপচাপ বসেছিল, নিশ্চয়ই তোমার সন্ধানে এলাকা চষে বেড়িয়েছে। যখন পায়নি তখন বুঝেই নিয়েছে তুমি শেষ হয়ে গেছো। কোন্ মুখ নিয়ে তারা এগিয়ে আসবে। স্বাধীনতার পর

www.pathagar.com

পরই আমাদের উচিত ছিলো তাদের খোঁজ খবর নেয়া, আমরা তা নিইনি। আমরা যে ভুল করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত তো আমাদেরই করতে হবে।

আড়াই যুগ পরে এসে? রাসেদের কপালে ঢেউ খেলে যাচ্ছে ভাবনার সীমাহীন বলিরেখা।

এ আর এমনকি, একটা জীবনের অর্ধেকেরও কম সময়। শত বছর তো নয়!

সেখানে গিয়ে আবার নতুন করে পরিচয় করতে হবে।

হতে পারে। আবার এমনিভাবে পরিচয় বেরিয়ে পড়তেও পারে।

তখন তো খুব করে কান্নাকাটি হবে।

যদি হয় সেটা দুঃখের নয়, আনন্দের। দেশ স্বাধীনের পরে কারও ভাগ্যের চাকা ঊর্ধ্বগতিতে উপরের দিকে ধাবমান হয়েছে। আবার কারও জীবন ঘূর্ণায়মান ঐ চাকার তলে পিষ্ঠ হয়ে যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করেছিল বলেই আমরা একযোগে পশ্চিমা ভাইদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। দেশের প্রতিটি নর নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়েই আমরা লড়াই করেছি। মুক্তির নেশায় দেশের সর্বস্তরের জনগণ পদমর্যাদা, জাতি ভেদ ভুলে গিয়ে বিপদ সঙ্কুল রণাঙ্গনে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সীমাহীন ক্ষতি স্বীকার করে যে বিজয় এলো তা কি আমরা প্রতিটি মানুষের দোর গোড়ার পৌঁছে দিতে পেরেছি! স্বাধীনতার পরেও ধনী দরিদ্রের সেই আকাশ পাতাল বৈষম্য কী দূর করা গেছে? প্রত্যেকে আপনারে নিয়ে ব্যস্ত থাকবো সেই সময় এমন মনোভাব যদি থাকতো তাহলে কোনো দিন কি বিজয় লাভ করতে পারতাম? মুক্তিযুদ্ধে যারা প্রত্যক্ষভাবে প্রাণ দিলো অর্থ সম্পদ দিলো বিপদগ্রস্তদের উদ্ধারে ত্যাগ স্বীকার করলো মোটকথা যাদের অবদান ছিলো অতুলনীয় বিজয়ের পর তারাই হলো সবচেয়ে বেশি অবহেলিত।

কেন এমন হলো বলতে পারো মাধবী?

তোমরা ছিলে যুদ্ধের ময়দানে, আমরা যারা বাইরে ছিলাম নেপথ্যে থেকে যে সহযোগিতা করেছি সেটা কোনো দিন মেনে নেয়া হয়নি। সেই কারণে স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস আজও রচিত হলো না।

এর পিছনে কী কারণ কাজ করছে তা খুঁজে পেয়েছে?

www.pathagar.com

সবার ধারণা কোনো দিন এক হবে না। আমি যেটা বুঝি তুমি হয়তো অন্যটি বোঝ। আমাদের আন্দোলন ছিলো স্বাধীকারের। প্রকৃত স্বাধীনতার প্রথম দাবি আসে আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মুখ থেকে। কিন্তু তৎকালীন আর কোনো নেতা সেটা আমলই দেননি। সীমা যখন অতিক্রম হয়ে গেলো তখন মাত্র গুটি কয়েক ছাত্র ভাসানীর দাবি যৌক্তিক মনে করে সোচ্চার হয়ে উঠলো, কিন্তু অন্য নেতাদের মন আকৃষ্ট করতে পারলো না। অসহযোগ আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন আলোচনার নামে সময়ক্ষেপণ করে হঠাৎ এক ভাইয়ের হিংস্র থাবা আর এক ভাইয়ের টুটি চেপে ধরলেন। তখনই অপ্রস্তুত জাতিকে বাধ্য করা হলো অস্ত্র ধারণ করতে। জনগণের মধ্যে ক্ষুদ্র একটি দল স্বাধীনতা চায়নি, বৃহৎ দলটি স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়লেন। মাঝখানে আর একটি দল ছিলো যারা উভয় দলের সাথে যোগাযোগ রাখতো। এরা ছিলো সুযোগ সন্ধানী। দেশের জনগণ এদের চিনতে ভুল করেছিল। সেই ভুলের খেসারত আজও জাতিকে দিয়ে যেতে হচ্ছে। পূর্বে যে সম্পদ একচেটিয়া ভোগ করতো বাইশ পরিবার তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি সম্পদ বাইশ শত পরিবার ভোগ করছে। স্বাধীনতার সুফল পেয়েছে তারাই। সাধারণ জনগণের কিছুই পরিবর্তন হয়নি অথচ তাদের সার্বিক সহযোগিতা না পেলে বাইশ পরিবারের কাছে বাইশ শত পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।

এর কী কোনো অবসান হবে না?

কী ভাবে হবে, রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা আনলো যারা তাদের মধ্যে সিংহভাগ সুযোগ সন্ধানীদের কৌশলের ফাঁদে পা দিয়ে মূল আদর্শ থেকে ছিটকে পড়লো। ক্ষুদ্র দলটি জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে দেশ রক্ষা বাহিনীতে ঢুকে পড়লো। এরাই জাতির উন্নত মস্তক ভুলুণ্ঠিত হতে দেয়নি, আজও খাড়া করে রেখেছে। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করতে তারা যেমন তৎপর তেমন বিশ্বের যেখানেই অশান্তি সেখানেই তারা গিয়ে শান্তি স্থাপনের অবিশ্বাস্য নজির দেখিয়েছে। এরা জাতির গর্ব হলেও সুযোগ সন্ধানীরা এদের সহ্য করতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে মাথাভারি দেশ রক্ষা বাহিনী না পোষার জন্য সাফাই গায়।

সত্যি মাধবী তুমি একটা অসাধারণ নারী। তুমি একটা সেনা কর্মকর্তার স্ত্রী

www.pathagar.com

হয়ে এতো কিছু আয়ত্ত করতে পেরেছো অথচ দেশ এবং বিদেশের মাটিতে আমরা এতো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারিনি।

যারা কর্তব্য সচেতন তারা বাইরের কোনো ব্যাপারে খেয়াল রাখার সুযোগ পায় না। যে দায়িত্ব তাদের প্রতি অর্পিত হয় তা যথাযথ পালনের ব্যাপারে তাকে সতর্ক থাকতে হয়। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে শান্তি রক্ষার্থে গোলযোগপূর্ণ অনেক দেশেই ব্যাচের নেতৃত্ব নিয়ে তুমি গিয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশের সেনাবাহিনী জাতিসংঘের শান্তি স্বপক্ষে কাজ করা, সেই দেশের নিপীড়িত জনগণকে আপন ভেবে তাদের মধ্যে মিশে যাওয়া, শত্রুর দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দেয়া, অশান্তির দাবানল অতি ধৈর্যের সাথে নিভিয়ে দেয়ার কৃতিত্ব অন্য কোনো দেশ আমাদের অকুতোভয় সৈনিকদের টপকে যেতে পারেনি। তোমরা যেমন সুনাম বয়ে এনেছো তেমন বহির্দরবারে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে পেরেছে– সেই সাথে জাতিসংঘের পকেট থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ দেশের ভাণ্ডারে জমা করতে পেরেছো। দেশের তো বটেই বিদেশেরও সচেতন মানুষের অন্তরে তোমরা দোলা দিতে পেরেছে এবং এখনও দিয়ে চলেছে এটা আমরা যেমন অনুভব করি তোমরা তা বুঝতেই পারো না। তুমি যখন দায়িত্ব পালনে বিদেশে চলে যাও তখন আমি মহান আল্লাহর কাছে কেবলমাত্র তোমার জীবনের নিরাপত্তা চাই না সেই সাথে নিপুণতার সাথে দেশের কর্তব্য সম্পাদন করবার দোয়াও করে থাকি। তুমি যেমন এই চৌধুরী পরিবারের গর্ব, তার উপরে জাতির বিবেক তোমাকে নিয়ে গর্বিত। তোমার সন্তান গর্ভে ধারণ করে আমি হয়েছি সফল মা। তুমি সময় কাটিয়েছো কর্মক্ষেত্রে আমি ঘরে বসে অলস সময় কাটাইনি। দেবর ননদের, সন্তানদের নিপুণতার সাথে মনের মতো করে গড়ে তুলেছি। তোমার ভাবমূর্তিই এ ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছে। দেবররা প্রতিষ্ঠিত, মেয়েটি ডাক্তারী পড়িয়ে মনের মতো ডাক্তার জামাই পেয়েছি। বড় ছেলেটি মাস্টার্স ফাস্ট ক্লাস নিয়ে বেরিয়ে এসে বি.এস.এস. পরীক্ষায় রেকর্ড করে সরকারি উচ্চ পদে যোগদান করেছে। তার জন্য উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। ছোট ছেলেটি ক্যাডেটে পড়িয়ে আশানুরূপ ফল পেয়েছি। অচিরেই সে অফিসার র‍্যাঙ্ক পেয়ে যাচ্ছে আশা করি। সে একদিন আমাদের টপকে যাবে এতে

www.pathagar.com

কোনো সন্দেহ নেই। কয়েক মাস পরে তুমি অবসরে যাচ্ছো আমিও সন্তানের প্রতি দায়িত্ব শেষ করে ফেলেছি। বসে বসে অলস সময় কাটানো আমাদের পক্ষে কী সম্ভব হবে?

জীবনের দীর্ঘ সময় কাজ করে এসেছি পিছে ফিরে তাকাইনি, অবসর নিয়ে বিশ্রামে সময় কাটাবো কেন সম্ভব হবে না?

আমার মনে হয় সেই বিশ্রাম আমাদের পীড়া দেবে। বয়স যতোই বাড়ুক শক্তিহীন তো হয়ে যাইনি।

শেষ জীবনটা দেশ সেবায় কাটাতে চাও নাকি?

জীবনের সিংহভাগ সময় তুমি দেশের সেবা করে এলে, সেটার সুফল পেয়েছে গোটা জাতি। এবার দেশের অবহেলিতদের নিয়ে কিছু করা যায় কিনা তা চেষ্টা করে দেখতে তো দোষ নেই।

তাহলে তো রাজনীতি করতে হয়।

না। ওটা আমি একেবারেই পছন্দ করিনে।

তোমার কথাগুলো বেশি কঠিন হয়ে যাচ্ছে না?

আমি দেশকে প্রাণাপেক্ষা বেশি ভালোবাসি। তার কর্মধার হতে গেলে প্রথমেই জনগণের সেবায় নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে হবে। আমাদের দেশে তেমন নেতার বড় অভাব।

তবু দেশ চলছে, অচল হয়ে পড়ে নেই।

চলছে, তবে খুব ধীর গতিতে। খোঁড়া গরুর ঘাড়ে জোয়াল তুলে দিলে সেও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে লাঙ্গল টেনে যায় এ চলা তেমনই। দেশাত্মবোধ যাদের আছে তাদের রাজনীতি করা উচিত কিন্তু তারা এর বাইরে থাকে।

কেন?

তাদেরকে সুযোগ সন্ধানীরা কোন্‌ঠাসা করে রাখে তাই দু'একজন যদিও বা দেশ সেবার জন্যে এগিয়ে আসে কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে না। কেউ এদের কৌশলের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ে নিজেকে বিক্রি করে দেয় আর কেউ নিজের মর্যাদা টিকিয়ে রাখতে দূরে ছিটকে পড়ে। এছাড়া মানব সেবার বিস্তর পথ খোলা আছে। জাতির উঁচু স্তরের দায়িত্ব তুমি পালন করে চলেছো এরপরে আর বড় কিছু নয়। নিকটাত্মীয়, দূরাত্মীয় বন্ধু বান্ধবকে

www.pathagar.com

কোথায় কি ভাবে আছে এটা আমরা খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে পারি, কারও প্রতি আমাদের কিছু করণীয় আছে কিনা, থাকলে আমরা কি করতে পারি, এই উপলক্ষ্যেই আমাদের পরবর্তী যাত্রা শুরু করতে চাই।

তোমার চিন্তাধারা অনেক উঁচু স্তরের। একজন উচ্চ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তির বউ হয়ে এমন চিন্তা কেউ করে না। গোড়া থেকেই তোমার এমন মনোভাব আমি লক্ষ্য করেছি। এক সমাজে জন্ম নিয়ে আর এক সমাজের বউ হয়ে এসেছে অথচ কেউ তা বুঝতেই পারিনি। তোমার হৃদয় নিঙড়ানো ভালোবাসা, প্রেম প্রীতি, ছায়ার মতো অনুসরণ করে প্রতিটি কর্মে অনুপ্রেরণা দান আমার জীবনে সাফল্য এনে দিয়েছে। আমি মনে করি দু'টি জীবন আলাদা কিছু নয়। দু'য়ে মিলে এক দেহ এক আত্মা একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন। খোদার অশেষ মহিমা বোঝা ভার। তোমার সাথে যাত্রা পথে পরিচয় ছিলো কৌতুকপূর্ণ। একদিন আমরা যে এই সুন্দর ভুবনে সৌন্দর্যময় জীবনের প্রত্যাশায় ঘর বাধবো সেদিন তা ছিলো অকল্পনীয় অবিশ্বাস্য। অকস্মাৎ কিশোরী মেয়ে মোহসীনার সাথে আমার বিয়ে হয়ে গেলো। মনে হয় সেটা প্রভুর ইচ্ছা ছিলো না তাকে আমার চিরস্থায়ী জীবন সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া, আবার নির্দোষ মেয়েটির উদ্ধারের জন্য আমাকেই সামনে হাজির করলেন। হয়তো সেটা সাময়িক– তাই পরক্ষণে একটা নির্দয় ব্যক্তির হাতে দিয়ে মৃত্যুর গুহায় ফেলে দিয়েছিলেন। রাসেদ একটু থেমে আবার বললো, আমি ডুবে যেতে পারতাম বা অন্য কোনো দিকে ভেসে যেতে পারতাম কিন্তু কোনোটাতে না গিয়ে একেবারে তোমাদের বাড়ির ঘাটে গিয়ে কেন পৌঁছলাম, আর তুমিই বা কেন সেই সময় গভীর রাতে সেখানে এসে পৌঁছবে? এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো দৈবশক্তি কাজ করছিল। তোমার শান্ত নিরুত্তাপ অপরাজেয় প্রেম নিয়তিকে বশীভূত করে ফেলেছিল তাই তিনি এমন বিশেষ কৌশল নিয়েছিলেন। পরে মায়ের কাছে শুনেছিলাম ছোটদার বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছিলে। প্রথমে তারা তাই ভেবে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। পরে নিজের জীবন বাজি রেখে আমার সেবা শুশ্রূষার ধরন দেখে তারা উভয়ে বুঝে ছিলেন শুধুমাত্র তাদের ছোট ছেলের বন্ধু নয় তার উপরে আরও কিছু আছে। আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি তিনি মেনে নিতে চাননি। তোমার প্রেম তাদের প্রতিবাদ করবার আগেই নিপুণতার সাথে

www.pathagar.com

সবার অন্তর ছুঁয়ে দিয়েছিল। সত্যি মাধবী! তুমি অতুলনীয়। রাসেদ আবারও একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নতুন করে বলতে লাগলো, যাকে কেন্দ্র করে আমাদের মহামিলন হলো প্রভু তার জীবন কোন্ পথে পরিচালিত করলেন তা জানবার আগ্রহ তোমার যেমন মনে জেগেছে আমারও তাই। অন্তরে ব্যথা পাবে বলে আমি কোনো দিন তা তোমার কাছে পেশ করিনি। দয়াময় প্রভু আজ তোমার মুখ দিয়েই সেই ইচ্ছা প্রকাশ করে দিলেন। দু'টি প্রাণ এক সুতায় বাধা, নাড়া দিলে একটি মাত্র শিহরণই জেগে উঠে। এমনভাবে মন প্রাণখুলে পেছনের কিছু স্মৃতি নিয়ে আলোচনা করতে পারলাম সেতো তোমারই কারণে। তুমি নিজের দিকে না চেয়ে প্রতিটি মুহূর্ত আমার মনের পাতা পড়ে পা বাড়িয়েছে। সত্যি করে বলতো মাধবী! তোমার মনে কোনো কষ্ট আছে কী না?

আমার তো আলাদা কোনো মন নেই প্রিয়তম! যেদিন বিশখালি নদীর তীরে মনোরম প্রকৃতির বুকে সন্ধ্যার আলো ছায়ায় তোমাকে দেখেছিলাম খোদার প্রেমে বিভোর থাকতে সে দিনই আমার মন প্রাণ আমাকে ছেড়ে বিলীন হয়ে গিয়েছিল তোমার মাঝে। আমাদের মাঝে যোজন যোজন দূরত্ব থাকলেও মিশে গিয়েছিলাম তোমার সত্তাতে। তোমার আদর্শের গভীরতা কতো তা নির্ণয় করবার মতো ক্ষমতা আমার ছিলো না। কোন্ এক অদৃশ্য হস্ত যেন আমাকে টেনে নিয়ে সেই গভীরে নিক্ষেপ করলো। শিরিনার সাথে আমার শৈশব থেকেই বন্ধুত্ব, একসাথে পড়াশোনা তাই তাদের পরিবারের সাথে ছিলো মেলামেশার অবাধ অধিকার। বিপরীত আদর্শের হলেও আমার অন্ত রে কোনো আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারিনি। পরিচয়হীন অপরিচিত এক তরুণের প্রভুর প্রতি হৃদয় নিঙড়ানো আনুগত্যের ধরন আমার অন্তর ছুঁয়ে গেলো। সুজাতা বৌদিও এড়িয়ে যেতে পারেনি তাই এরপর থেকে আমার সব পরিবর্তন দেখেও না দেখার ভান করেছে। আমি প্রেমের রশি দিয়ে তোমাকে বেধে ছিলাম, সেটা ছিলো খুব সূক্ষ্ম, সহজে ছিড়ে ফেলা যায় অথচ তুমি ছেড়নি। আবার রশি ধরে আমাকে কাছে টেনেও নাওনি যদি সেটা ছিড়ে যায়! কিন্তু এই সূক্ষ্ম রশির যে কি শক্তি ছিলো যা পরবর্তীতে প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়েও ছিড়ে যায়নি। তুমি চলে গেলে স্বাভাবিক মন নিয়ে যেখানে কোনো আলোড়ন ছিলো না। তোমার চলে যাওয়াতে আমি একটুও ভেঙ্গে পড়িনি, ধৈর্য হারাইনি ক্ষণিকের তরে। আমি বুঝেছিলাম তুমি

www.pathagar.com

আমাকে নিঃস্ব করে যাওনি আমার অজান্তেই যে অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছো তাতে স্বতঃস্ফূর্ত মন ডুবে গেলো লেখাপড়ার মাঝে। পূর্বের চেয়ে ক্রমান্বয়ে মেধার বিকাশ বৃদ্ধি পেতে দেখে আমার সহপাঠিনীরা অবাক হয়ে বলতো নেপথ্যের কোন্ নায়ক তোকে বিদ্যা গুলে খাওয়াচ্ছে? দীর্ঘ সময় লেখা পড়ার মধ্যে ডুবে থাকলেও একটুও মনে হয়নি আমি তোমাকে পাবো কিনা তাই কোনো ভাবনার জগতে আমাকে প্রবেশ করতে হয়নি। আমি জানি তুমিও আমাকে নিয়ে ভাবতে না। কেননা আমাদের পরস্পরের ভালোবাসা প্রভু প্রেমের মধ্যে বিলীন করে দিয়েছিল। তারপর দৈবচক্রে অর্থাৎ পথ চলতে চলতে, পথের শেষে তোমাকে যখন আবার পেয়ে গেলাম তখন নিজের জীবনটা আল্লাহর হাতে সপে দিয়ে বলেছিলাম, হে আল্লাহ! আমার জীবনের বিনিময়ে প্রেমিকের জীবন ফিরিয়ে দাও। কেঁদে কেঁদে প্রভুর আসন, আরশ টলিয়ে দিতে পেরেছিলাম। তিনি দয়া করে তোমাকে মৃত্যুদূতের হাত থেকে ফিরিয়ে দিলেন। সেই সাথে আমার জীবন তিনি হরণ না করে তোমার সেবার জন্য ধৈর্য আর অসীম মনোবল বৃদ্ধি করে দিলেন। আল্লাহর প্রেমে যে নিজেকে বিলায় তার কোনো ক্ষয় নেই, ক্ষতি নেই– ব্যথা বেদনা কিছুই নাই। তুমি কাউকে না বলেই মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে। তোমার আর ছোটদার কোনো খোঁজ না পেয়ে সবাই অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। আমি সবাইকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম রাসেদদার মতো উদার হৃদয়ের যুবক দেশের এই দুর্যোগের দিনে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। নিশ্চয়ই কোনো শিবিরে ঢুকে পড়ে গেরিলা যুদ্ধের ট্রেনিং নিচ্ছে। একদিন বিজয়ের বেশে আমাদের কাছে ফিরে আসবে। তার ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে প্রভু তাকে নিরাপত্তা দান করবেন। তুমি চলে যাওয়ার দু'সপ্তাহ পরেই হানাদার বাহিনী তোমাদের এলাকা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ধ্বংস লীলায় মেতে গেলো। আমি ধৈর্য সহকারে তোমাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কলিকাতায় বড়দার বাসায় চলে গেলাম। দাদা বৌদি সবাই সাদরে গ্রহণ করলো। কয়েক মাস পরে যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলো আমরা স্বাধীনতা পেলাম তখন আমার ধারণা ছিলো তুমি আমাদের খোঁজে কলকাতায় দাদার বাসায় যাবে। দু'সপ্তাহ পার হয়ে গেলে আমার হঠাৎ করে মনে হলো মুক্তিযোদ্ধাদের বিশ্রাম নেয়ার সময় হয়নি। দেশের ধ্বংস কাঠামো গড়ে তোলার দায়িত্ব তাদের কাছে। আমরা ফিরে এসে তোমাকে পেলাম।

www.pathagar.com

নয়.

কয়েক মাস পর অবসর পেয়ে রাসেদ তার স্ত্রী মাধবীকে নিয়ে যশোর ফিরে এলো। পরিবারের সদস্যদের সাথে ইতোপূর্বে কেবল যোগাযোগ রাখতে পেরেছিল। হয়তো দীর্ঘদিন পর পর এসে স্বল্প সময় তাদের মাঝে অবস্থান করতে পেরেছে। তার চাকরি জীবনের বেশির ভাগ সময় জাতিসংঘের শান্তি বাহিনীর সদস্য হয়ে বিদেশের মাটিতে কাটাতে হয়েছে। তাই পরিবারের সদস্য বা নিকটাত্মীয় কারও সাথে অন্তরঙ্গভাবে সময় কাটাতে পারেনি। অনেকের তাদের প্রতি অভিমান থাকলেও মাধবী তাদের অক্ষমতার কথা এমন সুন্দরভাবে ব্যক্ত করতো যার যুক্তির বিপক্ষে কেউ কোনো প্রকার অভিযোগ দাড় করাতে পারতো না। এবার যখন পুরোপুরি অবসর পেয়েছে তখন আর তাদের থেকে দূরে থাকবে কেন! পরিবারের সদস্যদের সাথে অন্তরঙ্গভাবে সময় কাটাবে। রাসেদের বাবা মা অনেক বছর আগে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। তিন ভাইয়ের মধ্যে সে বড়, মেজ ভাই যশোর এম. এম. কলেজের ইংরেজি প্রফেসর। ছোট ভাই একজন নামকরা আইন ব্যবসায়ী। দুই বোনের মধ্যে লিজা পাঁচ ভাই বোনের মধ্যে সবার বড়। দু'বছর আগে সে মারা গেছে। তার ছেলে মেয়েরা ঝিনাইদহ শহরে সম্মানজনক অবস্থান নিয়ে আছে। তার আদরের ছোট বোন তিশাকে বিচারক স্বামীর সাথে দেশের বিভিন্ন শহরে থাকতে হয়। তার ভাই বোনের এতো উন্নতির পেছনে মাধবীর নিপুণ হাত সর্বদাই কাজ করেছে। রাসেদ সেদিকে ফিরে তাকাবার অবসর পায়নি। তাই ভাই বোনেরা ভাবী বলতে অজ্ঞান। যদিও স্বল্প সময়ের দেখা সাক্ষাৎ ছিলো প্রয়োজন মিটানোর জন্য। তাদের ভাবীর তদারকি, এতেই সবাই ছিলো আন্তরিক। এবার কয়েক যুগ পরে একান্তভাবে তাদের সাথে মিলিত হতে পেরে সকলের মনে আনন্দ উপচে পড়ছে। মাধবীর পরামর্শ মতো রাসেদ প্রথমেই তার মা বাবার রূহের মাগফিরাতের জন্য একটা বড় রকমের দোয়ার অনুষ্ঠান করলো। নিকটাত্মীয়, দূরাত্মীয় পুরানো-নতুন বন্ধু বান্ধব, তার জন্মস্থানে যেসব পরিবারের সাথে তাদের যোগাযোগ ছিলো, যারা তাদের প্রতিবেশী ছিলো বিভিন্ন সূত্র মারফত খোঁজ খবর নিয়ে সবাইকে দাওয়াত পত্র দিতে রাসেদ

www.pathagar.com

ভুল করলো না। এসব নিমন্ত্রিত অতিথিদের অল্প সংখ্যক ব্যতীত কাউকে সে চেনে না, আবার তারাও ওর পরিচয় জানে না। নতুন করে পরস্পরে পরিচিত হতে হয়েছে। এতে তাদের একটা বাড়তি সুবিধা হয়েছে, এতো মানুষের বাড়ি গিয়ে তাদের সাথে সময় কাটানো তাদের পক্ষে কোনো দিন সম্ভব হতো না। এক জায়গায় বসে সবার সাথে মিশতে পারা একটা বাড়তি আনন্দ পাওয়া যায়। রাসেদ তার প্রিয়তমা স্ত্রীর বুদ্ধির কৌশলে পুলকিত হলো।

পুরো একটি মাস পরিবারের সদস্যদের সাথে সময় কাটিয়ে একদিন বরিশালের উদ্দেশ্যে রাসেদ সস্ত্রীক বেরিয়ে পড়লো। তারা নিজেদের গাড়ি না নিয়ে যশোর থেকে একটি বিলাসবহুল, এসি কোচে যাত্রা করলো। রাসেদ প্রথমে ঝালকাঠি যেতে চেয়েছিল কিন্তু মাধবীর ইচ্ছা দীর্ঘদিন পরে যাচ্ছে সবকিছুকে তারা নতুন দেখবে। কেউ তাদের চিনবে না ওরাও কাউকে চিনতে পারবে না। নতুন করে পরিচয়ই যখন করতে হবে তখন প্রথমে জেলা শহরেই আগে গিয়ে উঠি। সেখানে সে বি.এল. কলেজে পড়াশোনা করতো। অনেক বন্ধু বান্ধব ঐ শহরে আছে। গোলযোগের সময় রাতের অন্ধকারে সেই যে হোস্টেল ছেড়ে চলে এসেছিল সেই থেকে আর কারও সাথে তার যোগাযোগ নেই। তবু একটি সহপাঠিনীর কথা সে কোনো দিন ভুলতে পারিনি। নাসিমা– বন্ধু হলেও সে তাকে মনে করে তার গৃহ শিক্ষক। সে ছিলো অত্যন্ত মেধাবী আবার ধর্মের অনুশাসন সে পুরোপুরি মেনে চলতো। কোথাও তার এতটুকু শিথিলতা দেখা যায়নি। কলেজের রুটিন পড়ার পরে যতটুকু সময় পেতো মাধবী তার কাছে ইসলামের সমস্ত আদব কায়দা শিখে নিতো। কুরআন পাঠ, নামায রোযাসহ অবশ্য করণীয় বিষয়গুলো সে তার কাছেই শিখেছিল। একটা উন্নতমানের মুসলিম পারিবারিক জীবন কেমন হতে হবে তার সবকিছুর পাঠ নাসিমা তাকে দিয়েছে। তার মনে পড়ে তারা দু'টি ভিন্ন আদর্শের তাই নাসিমা প্রথমে তাকে আমলই দেয়নি। সে বলতো তুই শিখবি পূজা পার্বন আর কোমরে কাপড় জড়িয়ে নাচ গান। যেখানে হৈ হুল্লা আর আনন্দ করে বেড়াবি সেখানে আমাদের মতো বাধা ধরা জীবনের নিয়ম-কানুন শিখতে চাচ্ছিস কোন্ দুঃখে?

দুঃখ বেদনা কৌতূহল কোনো কিছু নিয়ে নয়।

www.pathagar.com

আমাদের ধর্ম অতি পবিত্র। যেখানে সেখানে যাকে তাকে বিলানো যায় না।

সে কী কথা! কেউ তাহলে ইচ্ছা করলেও শিখতে পারবে না?

পারবে না কেন, একটা নিয়মের মধ্যে শিখতে হয়।

সেই নিয়মটি কী?

প্রথম শর্ত পবিত্রতা, দ্বিতীয় হচ্ছে ঈমান আনা।

তোমার শর্ত দু'টি আমার অজানা নয় বন্ধু! অনেক আগেই এই প্রথম পাঠ আমার নেয়া হয়ে গেছে।

তাহলে নিশ্চয়ই ভুল করে কারও প্রেমে পড়ে গেছিস!

মানুষ মাত্রই ভুল করতে পারে। আমিও যে কোনো দিন ভুল করিনি তা নয়। তবে এ ব্যাপারে কোনো ভুল করিনি আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আর প্রেমের কথা বলছো! প্রভু প্রেমে আমার হৃদয় ভরপুর। সেখান থেকে ক্ষীণ আলোর রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার উজ্জ্বলতা বাড়াবার জন্য আল কুরআন পাঠ শিখে নেয়া আমার একান্ত ইচ্ছা। এই কলেজে এতো ছেলে মেয়ে, সবাইকে এড়িয়ে তোমার সঙ্গ চাই কেন জানো? তোমার মতো উঁচু মনের ধার্মিক মেয়ে এখানে আর দ্বিতীয়টি আছে বলে আমি মনে করি না। তুমি নিতে চাওনি তবু জোর করে যেদিন তোমাদের বাসায় গিয়েছিলাম সেদিনই বুঝে নিলাম আমি যা শিখতে চাই তা সবই নাসিমার কাছে পাবো।

তোমার ভবিষ্যৎ কী ভাবে দেখেছো?

তা ভাবতে যাবো কেন?

তাহলে তুমি তো দু'কুলই হারিয়ে ফেলবে।

আমি কিছু হারাবার ভয় করি না।

জন্ম জন্মান্তর থেকে আমি যে আদর্শ পেয়েছি তা পরিপূর্ণভাবে আঁকড়ে ধরে আছি। তুমি তোমার ধর্ম থেকে আদর্শচ্যুৎ হয়ে পড়ছো আর তার কি পরিণতি হতে পারে তা যখন ভাবতে চাও না কেন?

আমি প্রভু প্রদত্ত আদর্শ আঁকড়ে ধরেছি আমার জন্য যা ভাববার তিনিই ভাববেন। উত্তর শুনে নাসিমা বোবা হয়ে গিয়েছিল। তবু ভবিষ্যতে কোনো প্রকার দুর্ঘটনার আশঙ্কায় একা ঝুঁকি নিতে চাই না। তাকে সঙ্গে করে তার

www.pathagar.com

মা বাবার কাছে গেলাম। তারা জেনে অবাক হয়ে গেলেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর স্নেহ দিয়ে বোঝাতে চাইলেন– মা, তোমাকে আমরা নিন্দে করছি না। তবে কথা হচ্ছে কি আবেগে কোনো কিছু আঁকড়ে ধরলে তার পরিণতি শুভ হয় না।

আবেগে নয় কাকা বাবু! আমি যেটা গ্রহণ করতে যাচ্ছি অন্তরের অন্তস্থলে তা বসিয়ে দিতে চাই, যে আমাকে উত্তম পথে পরিচালিত করবে।

তোমার বাবাকে আমি জানি, তিনি একজন ভালো চিকিৎসক। একসময় সদর হাসপাতালে চাকরি করতেন। তার মতো ন্যায়নিষ্ঠা ধার্মিক ব্যক্তি তোমাদের সমাজে আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। না জানি তোমার মা আরও কতো বড় ধার্মিক। কেননা তোমাদের সমাজে পূর্বপুরুষের চেয়ে মেয়েরা ধর্মে কর্মে একধাপ এগিয়ে। তুমি সেই পরিবারের মেয়ে হয়ে বিপরীত আদর্শ গ্রহণে মরিয়া হয়ে উঠেছো! অনেক সময় দেখা যায় ছেলে মেয়েরা ভালোবাসায় পড়ে পথ ভুল করে। তুমি বলছো আমি সেই কারণে নই, আল্লাহর প্রেমে আকৃষ্ট হয়েই এই পথ বেছে নিয়েছি। তোমার এই কথার উপরে আমাদের কোনো কথা থাকতে পারে না। আমি দোয়া করি, আল্লাহ তোমার সহায় হোন। সেদিন থেকেই নাসিমা তার শিক্ষয়ত্রীর আসন গ্রহণ করলো। ইসলামি শরিয়তে ব্যক্তি জীবনে যা কিছু করণীয় তা সব ক্রমান্বয়ে নাসিমা তাকে শিক্ষা দিলো। তার চেয়ে আমার গলার সুর ছিলো মন কাড়ার মতো। আমার কুরআন পাঠ শুনে সে হেসে বলতো উস্তাদি করে জিততে পারলাম না।

আল্লাহর কাছে তুমি পুরস্কৃত হবে নাসিমা! তোমার জিত চিরদিন থাকবে। আমি কোনো দিন ভুলবো না তোমার অবদানের কথা।

সে আজ আড়াই যুগেরও বেশি সময় পেছনের কথা। মাধবী হয়তো মনে রেখেছে নাসিমার কথা কিন্তু কোনো দিন খোঁজ নিতে পারিনি। জীবনের যাত্রা পথে সে একটুও অবসর পায়নি কি করে বন্ধুর খবর রাখবে! অবসর পেয়েই তো তাদের খোঁজে বেরিয়েছে। তার বাবা মা এতো দিন বেঁচে থাকার কথা নয়। সে হয়তো তারই মতো স্বামীর ঘর করছে। তার ভাইয়েরা নিশ্চয়ই সেই বাড়িতে বাস করছে, সেখানেই আগে গিয়ে দেখি।

www.pathagar.com

মাধবীর হাস্যজ্জ্বল চেহারায় চিন্তার সূক্ষ্ম রেখা ছুটে বেড়াতে দেখে রাসেদ বললো– কি ভাবছো মাধবী?

কিছুই তো ভাবছি না।

তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তুমি গভীর চিন্তায় মগ্ন। বহু বছর পর জন্ম ভূমির মাটিতে পা দিতে যাচ্ছো, সেখানে মনের আনন্দ সবকিছুকে তলিয়ে দেবে তার উল্টো দেখছি কেন?

মাধবী হেসে বললো– তোমার দৃষ্টির প্রখরতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। এতো সাবধানতা নিয়েও তোমাকে ফাঁকি দিতে পারিনে। ধরেই যখন ফেলেছো তখন বলো দেখি আমি কি ভাবতে পারি।

জীবনের এমন কিছু কাহিনী আছে যা মন থেকে মুছে ফেলা যায় না। প্রথমটি শৈশবের খেলার সাথী দ্বিতীয়টি শিক্ষালয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। একদিন যে শহরের উচ্চ বিদ্যাপীঠে ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নিয়ে রঙিন সময় কাটিয়েছে সেখানে যাচ্ছি, পেছনের কিছু স্মৃতি সামনে ভেসে আসবে সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তুমি একদিন নাসিমা নামের যে বন্ধুটির কথা বলতে মনে হয় তার চেহারাটা তোমার চেহারার উপর প্রতিফলিত হয়েছে। মাধবী স্বামীর হাতে মৃদু চাপ দিয়ে হাসিমুখে বললো– তোমার ঘটনা বহুল জীবনের যে কাহিনী তার মধ্যে এটি তলিয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু আজও ভেসে আছে তাইতো তোমাকে নিয়ে আমার এতো গর্ব।

দেখো গর্ব করতে করতে আবার বুক ফেটে অক্কা যেয়ো না।

এমনিভাবে তোমার পাশে বসে হাতে হাত দিয়ে যদি জীবন প্রদীপ হারাই তাহলে মনে করবো আমার মতো সৌভাগ্যবতী নারী পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। চিরস্থায়ী স্বর্গ সুখ আমি তার মধ্যেই পাবো।

আমাকে নরকের অগ্নি গর্ভে নিক্ষেপ করে তুমি অন্তর্ধান হয়ে যেতে চাও?

না প্রিয়তম! আমি জানি তুমি স্বর্গের সিঁড়িতে সর্বদা দাঁড়িয়ে আছ। একদিন মৃত্যু দূত তোমাকে হজম করতে পারেনি। কেননা আল্লাহ প্রেমে তুমি ছিলে অটল, কেউ তোমাকে স্থানচ্যুৎ করতে পারেনি। তাই তোমার কোনো ভয় নেই।

যার চোখের পানি আল্লাহর আরশ টলিয়ে দিলো তারই বা ভয় কিসের?

তুমি পাশে থাকলে আমি ভয় পাইনে। নামাযে দাঁড়িয়ে তুমি যে কিরাত পাঠ

www.pathagar.com

করো তার সুমধুর সুর পিছনে দাঁড়িয়ে আমি আজও কান পেতে তন্ময় হয়ে শুনি। সেই সুর আমাকে কোন্ আনন্দলোকে নিয়ে যায় যেখানে শান্তির ফোয়ারা সর্বোক্ষণ ঝড়ে পড়ছে।

তোমার সব কথাতেই একটা আধ্যাত্মিক ভাব লক্ষ্য করা যায়। আমি আশাবাদি তোমার সেই ভাব মূর্তিই আমাকে শান্তির ফোয়ারায় অবগাহন করাবে। তাই তোমাকে ছাড়া আমি অস্তিত্বহীন।

এমন অসম কথা তুমি বলো না প্রিয়তম! আমি খুব ব্যথা পাই তা শুনে। তুমি তো জানো আমি যে আমার নই। বিলীন হয়ে গেছি তোমার অস্তিত্বে। তুমি আমার প্রভু। আমাকে নিয়ে তুমি সেই মহা প্রভুর প্রেমে মজে গেছো তাই তুমি এতো সুন্দর।

দেখো মাধবী! আমি যখন প্রথম এখানে আসি তখন পানিপথ ছাড়া সড়ক পথে এদেশের কোনো শহরের সাথে যোগাযোগ ছিলো না। আর আজ যশোর থেকে গাড়িতে উঠে একটানা বরিশালের পথে চলেছি অথচ কোথাও খেয়া পার হতে হচ্ছে না। আমরা স্বাধীন না হলে এমন পরিবর্তন কী আনতে পারতাম?

শাসক গোষ্ঠীর দেশাত্মবোধ থাকলে হয়তো হতো, নতুবা পরাধীন দেশের নাগরিকরা ন্যায্য অধিকার থেকে সব সময় বঞ্চিত থাকে। আগেও আমরা স্বাধীন ছিলাম, পরে ষড়যন্ত্র করে ব্রিটিশদের দ্বারা আমাদের পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়ে রাখা হয়েছিল।

এ বড় অদ্ভুত দেশ মাধবী! শৃঙ্খল ছিঁড়তে আমাদের কতো রক্ত ঢালতে হয়েছে। এদেশের স্বাধীনচেতা জনগণ কারও বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না।

উপযুক্ত নেতা পেলে এরা যেমন গর্জে উঠতে জানে তেমন সুযোগ সন্ধানীর কবলে পড়ে সহজেই স্তমিত হয়ে যায়। এদেশের জনগণের হৃদয় বড় সহজ সরল তাই বার বার এরা প্রতারিত হয়। স্বাধীনতা লাভের দীর্ঘ সময় পার করে এসে আজও আদর্শের ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্বের অবসান হলো না। তাই আমরা পুরোপুরি সফলতা আনতে পারছি না।

এ দ্বন্দ্বের অবসান কী কোনো দিন হবে না?

বৃহত্তর জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন যেদিন ঘটবে সেদিন জাতির মেরুদণ্ড থেকে এই বিষ ফোঁড়া এমনিই অপসারিত হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

তাহলে আর একটি বিপ্লব কী অত্যাসন্ন?

জাতির কাঙ্ক্ষিত মতাদর্শের অনুকরণে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারলে নীরব বিপ্লবের মধ্য দিয়েই লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে।

আমাদের গণতান্ত্রিক দেশ, পার্লামেন্টে আইন পাশ করে দিলেই সহজ হয়ে যায়।

তুমি যতোটা সহজ মনে করেছ ততোটা নয়। সরকারি দল হোক আর বিরোধি দলই হোক কেউ মুখ ফুটে বলতে পারবে না আমরা ধর্মীয় আইন চাই না। আবার পার্লামেন্টে তা উত্থাপন করতে কোনো দলই এগিয়ে আসবে না।

সবাই যখন মনে মনে চায় তখন বাধা কোথায়?

একদল জ্ঞানপাপী এদের পেছনে থেকে জাতির মগজ কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। এদের তাড়নায় কেউ ঝুঁকি নিতে এগিয়ে আসে না।

এরা কারা?

একদল মাথা ভারি রাজনৈতিক নেতা– কিছু কলম সৈনিকও এদের সাথে যুক্ত। এদের মধ্যে সিংহভাগের নির্দিষ্ট কোনো আদর্শ নেই। ধর্মের বিপক্ষে সারা জীবন ধুম্র উদ্‌গীরণ করে যায় আবার মরে গেলে সেই ধর্ম গুরু, ইমামদের দ্বারা তাদের শেষ সমাধা হয়।

ইমাম সাহেবরা যদি সেই সময় এগিয়ে না যায় তাহলে নিশ্চয়ই এদের বংশধররা ভয় পেয়ে যাবে।

এ এমন একটা মানবিক দিক যা অতি শত্রুর অন্তরও ছুঁয়ে যায়। মৃত্যুর সাথে সাথে ব্যক্তির ভালো কাজ মন্দ কাজের অবসান হয়। তখন সেসব দেহ কারও শত্রুর কারও মিত্র এ পরিচয়ও মুছে যায়। হয়তো কারও মনে ঘৃণাবোধ জন্মাতে পারে সেটা ভেতরে রেখে দেয় বাইরে প্রকাশ করে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে মরার কোনো জাত থাকে না।

এদের কোনো দিন বিনাশ হবে না?

এরা পরজীবি, মূলের রস চুষে খায়। প্রয়োজনে রূপ বদলালেও স্বভাবের মৃত্যু ঘটায় না। পৃথিবীর সব দেশেই এসব পরগাছা বিভিন্ন আকৃতিতে ছেঁয়ে আছে। তাই প্রকৃত শান্তি কোথাও নেই।

www.pathagar.com

দশ.

বরিশাল বাস টার্মিনালে এসে যখন পৌছলো তখন বেলা দু'টা বাজে। গাড়ি থেকে নেমে ওরা অবাক! একেবারে অপরিচিত স্থান। কোনো কিছুর সাথে তাদের পূর্ব পরিচয় নেই। প্রাচীন কোনো নিদর্শন নেই আধুনিকতার ছাপ সর্বত্র। পাশে একটা ছোট দোকানদারের কাছে জেনে নিলো মসজিদ কোন্ দিকে। ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে তারা মসজিদে গিয়ে প্রথমে জোহরের নামায পড়ে নিলো। এদেশে মেয়েদের মসজিদে নামায পড়ার প্রচলন আজও হয়নি তাই মাধবীকে নামায পড়তে দেখে অনেকে মুখ চাওয়া চাওয়ি করছিল। নামায পড়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে এলো। মৌলভী গোছের দু'জন প্রৌঢ় ব্যক্তি পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। রাসেদ সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলো– আমরা ফজলুল হক এভিনিউতে সামসুদ্দিন সাহেবের মুসলিম লাইব্রেরিতে যাবো, কী ভাবে যেতে পারি? সালামের উত্তর দিয়ে একজন বললেন– উনার বাসায় যাবেন না, না লাইব্রেরিতে?

আগে তো লাইব্রেরিতে যাই, প্রয়োজন হলে পরে বাসায় যেতে পারি।

আপনার বাড়ি কোথায়?

যশোর।

কী করেন?

সেনাবাহিনীতে চাকুরি করতাম। বর্তমান অবসরে আছি।

প্রথম কথা, আপনি অনেক দূর থেকে এসেছেন। দ্বিতীয় কথা, আপনি সামসুদ্দিন সাহেবের লোক– অতএব চলুন, আগে আপনাদের একটু চা-পানি দিয়ে আপ্যায়ন করি। তারপর সব শুনবো।

তার আর প্রয়োজন হবে না।

কিন্তু প্রৌঢ় দু'জন নাছোড় বান্দা। তারা জোর করে পাশের একটি চায়ের দোকানে তাদের নিয়ে গেলো।

আলাপ-পরিচয় ও চা পর্বের পর ভদ্রলোক একটি রিক্সা ডেকে বললেন–

ইনাদের দু'জনকে সামসুদ্দিন সাহেবের মুসলিম লাইব্রেরিতে নিয়ে যেতে পারবি?

www.pathagar.com

পারুম। লাইব্রেরি, প্রেস, বাড়ি যেহানে যাইতে চান লইয়া যামু।

তুমি সব চেন?

হ।

লাইব্রেরিতে আগে চলো।

সেখানে এহন কেউ থাকে না– ঘর ভাইঙ্গা আবার নতুন কইরা করতাছে।

তাহলে প্রেসে চলো।

রাসেদ আর মাধবী রিক্সা চেপে বসলো। রিক্সাওয়ালা ব্যাগ দু'টো উঠিয়ে দিলো। যাওয়ার আগেই ভদ্রলোকটি বললেন– এই ঠিকমতো পৌঁছে দিবি। কোনো রকম এদিক ওদিক করলে একেবারে খুন কইরা ফালামু। আমি কিন্তু তোর রিক্সার নম্বর লিখে রাখছি বুইজা সুইঝা কাজ করবি। ...দাঁড়া! কয় ট্যাহা নিবি?

আপনে কন?

পনের ট্যাহা নিবি।

তাই নিমু।

সালাম ও বিদায় সম্ভাষণের পর রিক্সাওয়ালা সামনের দিকে একটু টেনে নিয়ে ছিটে চেপে বসে গন্তব্যের পথে এগিয়ে চললো। জর্ডন রোড ছেড়ে সদর রোডে এসে অনেক দূর যাওয়ার পর রিক্সাওয়ালা বললো– বাম দিকে চাইয়া দেহেন ওগো লাইব্রেরির সাইনবোর্ড ঝোলানো। আগেকার ঘর ভাইঙ্গা বড় কইরা করতাছে। প্রায় আধা ঘণ্টা পর সদর রোড ছেড়ে বাম দিকে রাস্তার মধ্যে ঢুকে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। রিক্সাওয়ালা বললো– এইডা ওগো প্রেস। রাসেদরা রিক্সা থেকে নেমে পড়লো। এটা অফিস ঘর। সুন্দর চেহারার স্বাস্থ্যবান এক যুবক চেয়ারে বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে কি লিখছিল। রাসেদ ঘরে ঢুকে সালাম জানাল। যুবকটি মাথা তুলে সালামের উত্তর দিয়ে ওদের বসতে বললো। ততোক্ষণে রিক্সাওয়ালা ওদের ব্যাগ দু'টি ঘরের মধ্যে নিয়ে এলো। যুবক জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওদের দিকে চাইলে রাসেদ বললো– আমরা এসেছি মৌলভী সামসুদ্দিন সাহেবের সাথে দেখা করতে তিনি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

www.pathagar.com

তিনি আমার বাবা। কিন্তু....

কিন্তু কী?

দু'বছর হলো বাবা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। আপনি কি...

সামসুদ্দিন সাহেব নেই শুনেই রাসেদরা সামনের চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়লো। আর তারা অনেকক্ষণ পর্যন্ত কোনো কথা বলতে পারলো না।

যখন বললো- তখন ম্লান কণ্ঠে বললো, আপনার নাম?

আমাকে তুমি বলুন। আমার নাম ফারুক আহম্মদ।

তোমার সাথে পরে আলাপ হবে। এবার আমাদের একটা ভালো হোটেলের সন্ধান দাও। সেখানে আজ বিশ্রাম নেবো। আগামীকাল সকালে তোমার বাবার আলাপ করবো।

হোটেলে যাবেন কেন আমাদের বাসায় চলুন।

এখনই তোমাদের বিরক্ত করতে চাইনা।

বাবা বেঁচে থাকলে তো আপনাদের হোটেলে যেতে দিতেন না। আমরা থাকতে সেখানে যাবেন, কেমন দেখা যায়...।

তুমি কোনো চিন্তা করো না, ভালো মন্দ মনের ব্যাপার। তুমি বাবা তোমার পরিচিত কোনো হোটেল দেখে দাও।

ফারুক একটা চিঠি লিখে রাসেদের হাতে দিয়ে বললো– এটা হোটেল ম্যানেজারকে দিবেন আপনার কিছু বলা লাগবে না। রিক্সাওয়ালাকে বললো– ওনাদের সদর রোডে আল জাজিরা হোটেলে নিয়ে ব্যাগ ব্যাগেজ একেবারে ম্যানেজারের রুমে দিয়ে আসবি।

পাঁচতলা ভবনের নিচতলা দোকানপাট। দুইতলা থেকে হোটেল শুরু। নিচ থেকে উপরে উঠতেই দ্বিতলের প্রথম কক্ষটি অফিস। এরপর থেকে উপরের শেষ কক্ষটি পর্যন্ত আবাসিক। বলতে গেলে বহিরাগত অভিজাত ব্যক্তিদের থাকবার মতো খুব উন্নতমানের না হলেও মোটামুটি মানান সই। ফারুক সাহেবের চিঠিখানি ম্যানেজারের হাতে দিয়ে ওরা দু'টি আরাম কেদারায় বসলো। চিঠি পড়ে বোতাম টিপতেই সুন্দর চেহারার স্বাস্থ্যবান এক কিশোর পাশের কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে সালাম দিয়ে দাঁড়ালো। ম্যানেজার তার কাঁধে রাসেদের ব্যাগ দু'টি ঝুলিয়ে দিয়ে নিজেই ওদের একেবারে উপরের

www.pathagar.com

তলায় একটি সুন্দর উন্নতমানের কক্ষে নিয়ে গেলো। রাসেদরা বুঝলো ফারুক সাহেব শহরের একজন নামী দামী ব্যক্তি। নইলে এ ধরনের হোটেলের ম্যানেজার কাস্টমারের জন্য নিজের আসন ছেড়ে নিজেই আপ্যায়ন করে না। বিশেষ করে তার অধীনে যখন অনেকগুলো বয় কাজ করছে। কক্ষের দরজার তালা খুলে ম্যানেজার ওদের নিয়ে ভেতরে ঢুকে বললেন– আপনাদের মতো উঁচুদরের মানুষের জন্যে আমরা যে কক্ষগুলো রিজার্ভ রাখি তার একটিতে নিয়ে এলাম। দেখুন আপনাদের জন্য উপযুক্ত কি না?

আমাদের জন্য যথেষ্ট। আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনারা চাইলে বাইরে থেকে খাবার দাবার সরবরাহ করতে পারি। এখানে অনেক রুচিশীল উন্নতমানের হোটেল আছে, আমাদের কাস্টমারদের ফরমায়েশ অনুযায়ী তারা খাবার সরবরাহ করে থাকে।

এখন আমাদের বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনি এখনকার মতো হালকা খাবারের ব্যবস্থা করুন, রাতের বেলা কি করতে হবে পরে বলবো।

আমি আধা ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর কোনো কিছু প্রয়োজন হলে এই বোতাম টিপবেন সঙ্গে সঙ্গে বয় এসে যাবে। তারপরে আমি তো আছি। আপনারা এবার বিশ্রাম নিন, পরে খোঁজ নেবো। ম্যানেজার কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। রাসেদ মাধবী কাপড় ছেড়ে বাথরুম সেরে মোলায়েম শয্যায় এলিয়ে পড়লো। অল্প সময়ের মধ্যে হোটেল বয় একটা দামী টিফেন কেরিয়ারে করে খাবার দিয়ে গেলো। ওদের ক্ষুধা লেগেছে খেয়ে নিলো। রাসেদ বললো– দেখো মাধবী তুমি চেয়েছিলে আমরা প্রথমে নাসিমাদের বাসায় গিয়ে উঠি। তার সাথে তোমার ছিলো ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব। তারা পরিচয় পেলে আমাদের সম্মানের সাথে গ্রহণ করবে এটা তো কোনো সন্দেহ নেই। আমি চেয়েছি নিচ থেকে উপর দিকে উঠতে। দূর থেকে ক্রমান্বয়ে কাছে যেতে।

আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পারিনি ভেবেছ?

না। তুমি বুঝেছ বলেই তো আমার ইচ্ছার উপর প্রভাব খাটাওনি।

আমি জানি এই বরিশাল সম্পর্কে আমার চেয়ে তোমার গভীর দুর্বলতা

www.pathagar.com

রয়েছে। তোমার পদক্ষেপে আমি বুঝে নিয়েছি তুমি প্রথমে সেই দুর্বলতা দূর করবার পন্থা খুঁজে ফিরছো।

তোমাকে সেই বিষয়টা বলিনি। আমি ইচ্ছা করেই গোপন রাখতে চেয়েছি, তুমি কী করে বুঝে গেলে মাধবী?

তোমার মনের আয়না খুব স্বচ্ছ। তার ভেতরের লেখা পড়তে আমার একটুও তো বেগ পেতে হয় না। তোমার আশঙ্কা ছিলো প্রতারিত হই কিনা তাই দূর থেকে শুরু করতে চেয়েছো। কিন্তু তা বোধ হয় হলো না, আমরা মনে হয় একেবারে উপরের সিঁড়িতে এসে পড়েছি।

মনে হওয়ার কী কারণ খুঁজে পেলে?

তুমি বলেছিলে সামসুদ্দিন সাহেবের সাথে স্বল্প সময়ের পরিচয়। তিনি নেই অথচ তার ছেলে এমন অযাচিত ব্যবহার দ্বারা আমাদের মুগ্ধ করলো। এটা নিছক একটা মামুলি ব্যাপার বলে মানতে পারছি না। এই যাত্রা শুভ কি অশুভ তা এখনও নির্ণয় করতে পারিনি। আমি জানি তোমার যাত্রা পথ যতো কণ্টকাকীর্ণ হোক, ভয়ঙ্কর বিপদ সঙ্কুল হলেও তার শেষ হয় বিজয়মাল্য নিয়ে।

আমরা কী কোনো দুর্গম পথে পা বাড়িয়েছি মাধবী?

না। আমরা এসেছি সভ্য জগতের সভ্য মানুষের আস্তানায়। যেখানকার বদ্ধঘরের হাসি কান্নার আওয়াজ পাষাণ দেয়াল ভেদ করে বাইরে বের হতে পারে না।

তোমার এই বক্তব্য কি শুধু এই শহরকে কেন্দ্র করে?

না, আধুনিক বিশ্বে সভ্যতার আলো যেখানেই পৌঁছেছে তা ক্ষুদ্র হোক আর বৃহৎ হোক সেখানে একদিকে যেমন উচ্ছল হাসির প্রচণ্ড ঢেউ দেয়ালে আঘাত হানে তেমন চাপা কান্নার স্তিমিত আওয়াজও সেই দেয়াল স্পর্শ করে। হাসির ঝঙ্কার বাইরে বেরুনোর সুযোগ দেয়া হয় কিন্তু তাদের কান্নার মৃদু কম্পনও দুনিয়ার আলো বাতাসকে নাড়া দিতে পারে না।

তোমার যুক্তিপূর্ণ প্রতিটি কথা উচ্চাঙ্গের। তুমি যদি কলম ধরতে তাহলে উত্তম সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতে।

আমাদের জীবনই তো একটা উন্নতমানের মূল্যবান সাহিত্য। একটা

www.pathagar.com

রোমান্টিক নভেল বললেও ভুল হবে না। আমাদের ডাইরি থেকে নিয়ে ছেলে মেয়েরা সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বাইরে থেকে দরজার মৃদু শব্দ শোনা গেলো। রাসেদ শয্যা থেকে উঠে ছিদ্র দিয়ে দেখলো– ম্যানেজার দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে দিতেই তিনি সালাম জানিয়ে বিনয়ের সাথে বললেন আপনাদের বিরক্ত করতে এলাম বলে দুঃখিত। ফারুক সাহেব আপনাকে কল করেছেন, অফিসে এসে কথা বলুন। মাধবীকে বসিয়ে রেখে রাসেদ তখনই ম্যানেজারের সাথে তার অফিসে গেলো।

হ্যালো!

অপর প্রান্ত থেকে সালাম জানিয়ে ফারুক সাহেব জিজ্ঞেস করলো–

কেমন আছেন?

ভালো।

কোনো প্রকার অসুবিধা হচ্ছে না তো?

না।

মামা!

কি বলো।

আমি ভুল করে ফেলেছি। আমার ভুলের জন্যে আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

সে কী কথা! তোমার ব্যবস্থাপনায় আমরা দারুণ খুশি এর মধ্যে ভুলই বা কি আর ক্ষমার প্রশ্নই বা এলো কোথা থেকে?

প্রথম হচ্ছে আপনাদের পরিচয় পেয়েও আমি কেন আমার বাসায় নিয়ে গেলাম না। দ্বিতীয়ত রিক্সাওয়ালা দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছি এটাই হচ্ছে আমার গুরুতর অপরাধ।

কে তোমাকে অপরাধী করলো?

আমার বাসা থেকে এইমাত্র আমাকে তিরস্কার করা হলো।

তারা আমাদের কথা কোথা থেকে জানলো?

আমি এখনো পরিষ্কার হতে পারিনি তার আগেই ধমক খেয়ে আপনার কাছে কল করছি। কিছু খেয়েছেন?

www.pathagar.com

হোটেল বয় বাইরে থেকে খাবার এনে দিয়েছে তাই খেয়েছি।

দয়া করে রাতে কোথাও খেতে যাবেন না বা বয় দিয়ে আনিয়ে নেবেন না, সব ব্যবস্থা আমি করবো। মনে হয় আপনাদের হোটেল ছেড়ে বাসায় আসতে হবে।

তুমি যতটুকু করেছো এই আমাদের পক্ষে ঢের, আবার হাঙ্গামা করতে যাবে কেন?

এটা হাঙ্গামা কোথায়! আমার কর্তব্য সমাধা করতে দিন, নইলে আপনাদের বৌমা আমাকে ঘরে উঠতে দেবে না। আপনারা বাইরে কোথাও যাবেন না মামা।

শোন ফারুক! একটি কথা জিজ্ঞেস করবো?

করুন।

আমরা প্রথমে যখন তোমার অফিসে গেলাম তখন তুমি চাচা বলে সম্বোধন করলে অল্প সময়ের মধ্যে মামা হলাম কী করে?

আমি এখনই ক্লিয়ার বলতে পারছি না। বাসা থেকে মামা বলতে বলা হয়েছে তাই বলছি। ওসব নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না। সময় মতো সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

কর্মক্লান্ত জীবন থেকে অবসর নিয়েছি। একান্তে নিরিবিলি সময় কাটানোর জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। সপ্তাহের জন্য হোটেল কক্ষ বুক করেছি। যদি আপনজন হয়ে থাকো তাহলে আমি আশা রাখি এই সময়টা আমাদের শান্তিতে থাকতে দেবে।

আপনাদের অশান্তি হোক এমন কোনো অনুভূতি আমাদের জন্য পাপ।

তাই যদি মনে করো তাহলে হোটেল ছেড়ে তোমাদের বাসায় যাওয়ার দাবি আগে ত্যাগ করো।

আপনি গুরুজন, আপনার কথার উপর কথা বলা বেয়াদবি। আপনাদের পছন্দ মতো ব্যবস্থা ঠিক থাকবে। আমার একটি দাবি আপনাকে রাখতে হবে।

বলো।

রাতের খাবার ব্যবস্থাটা আমাদের এখান থেকে হবে, আপনাদের কষ্ট করে আসতে বলছি না। খাবার হোটেল কক্ষে পৌঁছে দেয়া হবে।

www.pathagar.com

খাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে যখন তোমাদের মাথা ব্যথা তখন ওটা মেনে নিলাম। আল্লাহ হাফেজ।

রাসেদ রিসিভার নামিয়ে পেছনে ফিরে দেখে মাধবী দাঁড়িয়ে, তার চেহারায় বিস্ময় মিশ্রিত কৌতূহলের চিহ্ন ফুটে আছে। তারা কক্ষে ফিরে গিয়ে অজু করে আছরের নামায পড়ে নিলো। খাটের উপর পা ঝুলিয়ে দু'জন অন্তরঙ্গ হয়ে বসে পড়লো। রাসেদ তার ডান হাতখানা স্ত্রীর কাঁধে রেখে মুখের দিকে চেয়ে বললো– আমরা কী স্বেচ্ছায় শাস্তি নিতে ভুল করে এসে পড়লাম মাধবী? আমার জানামতে এমন কোনো অপরাধ আমরা করিনি যার শাস্তি তোলা রয়েছে।

পেছনের পরিচয় মুছে গেছে বলেই আমরা কাউকে জানান দিয়ে আসিনি। এখানে এসে পিতার সূত্র ধরে এক অপরিচিত যুবকের কাছে কেবলমাত্র তার বাবার বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছি। নাম ধাম ঠিকানা সে তো কিছুই জানতে চায়নি। সে হয়তো মানবিক দিক থেকে আমাদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এই হোটেলে পাঠিয়েছে। এরপর কোথা থেকে কী ভাবে আমাদের নিয়ে তাদের মধ্যে এমন হুলস্থুল কাণ্ড বয়ে যাচ্ছে তা আমার বোধগম্য নয়। তুমি কল্পনার নিখুঁত চিত্র বের করতে পারো। বলো দেখি এর পেছনে কী কারণ কাজ করতে পারে?

আমার মনে হয় টার্মিনালে যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আমাদের নানারকম রকম প্রশ্ন করে, সাবধান বাণী শুনিয়ে নিরাপদে এখানে পৌছানোর জন্য রিক্সা ঠিক করে দিয়েছিলেন তার কাছ থেকেই খবরটি বের হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। কেননা তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি তোমার নাম ঠিকানা জেনে নিয়েছিলেন।

তাকে দেখে মনে হলো একজন সাধারণ ব্যক্তি ফারুক সাহেবদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে তাতো বোঝা গেলো না।

আমার যতদূর বিশ্বাস তার সাথে তোমার একদিন ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো। বয়সের ভারে সেটা তিনি তখনই স্মরণ করতে পারেননি। আমরা চলে আসবার পরে তিনি হয়তো এড়িয়ে যাননি। তোমার নাম ঠিকানা নিয়ে চিন্তা করেছেন। সম্ভবত! পেছনের কোনো ঘটনার চিত্র তার সামনে ভেসে এসেছে। সেটা চেপে না রেখে তখনই এই শহরে তার আপনজনের

www.pathagar.com

কাছে টেলিফোনে জানিয়ে দিয়েছে। এছাড়া দ্বিতীয় কোনো কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

ভদ্রলোক নাম বললেন আব্দুল হালিম হাওলাদার। একদিন এমন নামের কোনো ব্যক্তির সাথে পরিচিত ছিলাম তা স্মরণে আনতে পারছি না।

গোড়া থেকে যেখানেই গেছো সেখানে তুমি প্রতিটি নারী পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছো। তাই বহু চোখ তোমাকে চিনে নিতে পারে কিন্তু তোমার মাত্র দু'টি চোখ বহুকে চিনে রাখতে পারে না।

আমরা শিকারী হয়ে শিকার ধরতে আসিনি। মনের একটা অজানা অনুভূতি দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে আমাদের উতলা করছিল তা প্রশমিত করতেই বাড়ি থেকে এখানে এসেছি। ফারুক সাহেবের কথা শুনে মনে হচ্ছে কারও পাতা ফাঁদে পা দিতে এসেছি।

কেউ যদি আমাদের ধরার জন্য যুগের পর যুগ ফাঁদ পেতে বসে থাকে তাতে আমরা ভয় পাবো কেন! কাউকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা আমাদের নীতি নয়। বরং প্রাপ্য অধিকার আদায়ে সাহায্য করা আমাদের ধর্ম।

তুমি তো অযথা কোনো কথা বলো না মাধবী! কিন্তু এমন প্রশ্ন তুমি টেনে নিয়ে এসেছো যা অজানা প্রান্তরে পথহারা পথিকের মতো আমাকে অসহায়ের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

আমি পাশে থেকে তোমার সব চাওয়ার যোগান দিয়ে যাচ্ছি আর তুমি বলছো– আমি অসহায়! এমন নিষ্ঠুর বাক্য তুমি ব্যবহার করো না প্রিয়তম! আমি দারুণ ব্যথা পাই। কেউ যদি তোমাকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করে তা তোমার দিকে এগিয়ে আসার আগেই আমি হাসিমুখে তা বুক পেতে নেবো।

মাগরিবের নামায পড়ে রাসেদ বললো– চলো, ছাদের উপর কিছু সময় পায়চারী করে আসি। তাহলে অবসাদ দূর হয়ে যাবে, মনটা পরিষ্কার হবে। ঘর বন্ধ করে ওরা উপরে গিয়ে দেখে সেখানে বেশ কয়েক জোড়া নারী পুরুষ হাস্য কলরবে মেতে আছে। তাদের পাশ কাটিয়ে হাঁটতে গিয়েও পারলো না। অল্প বয়স্কা যুবক যুবতীর অসংলগ্ন কথাবার্তা তখনই নিচে নেমে আসতে বাধ্য করলো। ম্যানেজারের রুমে গিয়ে কিছু সময় খবরের কাগজ পড়ে আবার নিজেদের কক্ষে ফিরে এলো। মিনিট দশেক পরেই

www.pathagar.com

দরজায় টোকা পড়লো। ওরা ধরেই নিয়েছিল ফারুক সাহেব এসেছে। বেশ বাস সংযত করে মাধবী দরজা খুলে দিতেই বার তের বছরের একটি কিশোরীকে দেখতে পেলো। যেন পটে আকা ছবি। হাসিমুখ, সেখান দিয়ে যেন মুক্তা ঝরছে। মাধবীর কিছু বলবার আগেই মেয়েটি সালাম জানিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো। তার পেছনে পেছনে আর একটি তরুণী এক হাতে দামী টিফেন ক্যারিয়ার অন্য হাতে একটি ব্যাগ নিয়ে প্রবেশ করলো। মেয়েটি হাসিমুখেই খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকা রাসেদের পাশে বসে পড়ে বললো, নানা! আপনি কেমন আছেন?

ভালো। কিন্তু আমি নানা হলাম কি করে তাতো বুঝতে পারলাম না।

মেয়েটি এবার মাধবীর হাত ধরে পাশে বসিয়ে বললো– আপনি নানা আর ইনি নানী।

রাসেদ হো হো করে হেসে উঠলো, বললো– তুমি যে বিজ্ঞের মতো সম্পর্ক পাতিয়ে ফেললে, মনে হয় আমরা তোমার কতকালের চেনা।

মনে করুন তাই।

তুমি যদি আমাদের নাতনী হও তাহলে তোমার মা নিশ্চয়ই মেয়ে হবে?

তা আমি বলবো কেন, মা বলবেন তিনি আপনাদের কে?

তোমাকে খুব বুদ্ধিমান মেয়ে বলে মনে হচ্ছে। তা কি নাম তোমার?

সালমা।

কোন্ ক্লাশে পড়?

অষ্টম শ্রেণীতে।

কয় ভাই বোন?

আমি বড়, আমার ছোট দু'টি ভাই।

তোমার মা বাবার নাম কী?

সব যদি আমি এখনই বলে দেবো তাহলে আর বাকি থাকলো কি! এরপরে কিছু বলবার জন্যে রেখে দিই। নানা নানী একটা মজাদার সম্পর্ক। বার বার কাছে আসতে ইচ্ছে করবে। সেই সুযোগটা তো রাখতে হবে, কি বলেন নানী?

মাধবী সালমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটা আদরের চুম্বন দিয়ে হাসিমুখে

www.pathagar.com

বললো– শেষ বয়সে তোমার মতো একটি চটপটে সুন্দর নাতনী পেয়ে আমি খুব খুশি। তুমি যখনই মনে করবে তখনই চলে আসবে।

এখানে আবার আসা কেন! একেবারে আমাদের বাসায় নিয়ে যাবো, বলুন কখন যাচ্ছেন?

বাসায় নিয়ে তুললে সেসব মজা ফুরিয়ে যাবে সালমা!

মেয়েটি মাধবীর গলা জড়িয়ে ধরে বললো– তার মানে আপনি আমাকে নাতনী বলে মেনে নিতে পারছেন না?

কেন পারবো না! এতবড় নির্দয় আমি নই। তুমি দুঃখ করো না সালমা আমরা কয়েকদিন এখানে থাকি, পরে তোমরা নিয়ে যাওয়ার আগেই আমরা হয়তো চলে আসবো।

সত্য বলছেন?

আমি মিথ্যে বলতে জানি না।

নানা! আপনি নানীর কথার সাক্ষী থাকলেন কিন্তু। জোরে হেসে উঠে রাসেদ বললো– আসামী হওয়ার চেয়ে সাক্ষী থাকা ঢের ভালো।

এবার আপনারা খেয়ে নিন।

পরিচয়টা একেবারেই গোপন রেখে দিলে, মনের ভেতর একটা জিজ্ঞাসা থাকলো যে সালমা?

উত্তর কিছু পেয়ে যাবেন আর কিছু আপনাদের আবিষ্কার করে নিতে হবে।

বুঝতে পারছি তুমি আমাদের ধাঁধাঁর মধ্যে ফেলতে চাচ্ছো। আচ্ছা বলতো সোনামনি! ফারুক সাহেব তোমার কে?

আমার বড় চাচা।

তোমার বাবা মার নাম যখন বললে না। তখন তারা কি করে সেটা বলতে নিশ্চয়ই আপত্তি নেই? মেয়েটি মুচকি হেসে বললো– নানা! আপনি সাংঘাতিক চালাক মানুষ। সদর দিয়ে ঢুকতে না পারলে পেছন দিক থেকে ঢুকতে চান। আগে খেয়ে নিন, যাবার বেলায় বলে যাবো। মাধবী টিফেন ক্যারিয়ার খুলে একেবারে অবাক। দুই বাটি সাদা ভাত আর দুই বাটি ঠাসা ইলিশ মাছ ভুনা। মনে হয় একটা বড় ইলিশ সম্পূর্ণ ভুনা করে দেয়া হয়েছে। মাধবী বললো– বরিশালের ইলিশ মজাদার তাই বলে এতো কেন সালমা?

www.pathagar.com

নানা নাকি ভুনা ইলিশের খুব ভক্ত, তাই বড় মা নিজ হাতে এটা করে দিলেন।

সালমার কথা শুনে ওরা দু'জনেই চমকে উঠলো। জীবনের প্রথম লগ্নে রাসেদ যখন বরিশাল এসেছিল তখন সে ইলিশ ভুনা খেতে খুব পছন্দ করতো, সে কয়েক যুগ পেছনের কথা। এই অল্প বয়স্কা কিশোরীর মা তাকে বলেছে সেই কথা। যতটুকু পরিচয় তারা পেয়েছে তাতেই বোঝা যায় সেই সময় তার মায়ের জন্মই হয়নি।

তোমার কথা শুনে আমি খুব অবাক হয়ে যাচ্ছি সালমা। আমি নিজেই জানতাম না তোমার নানা এটা পছন্দ করেন।

তখন আপনি নানী হয়েছেন?

না।

তাহলে জানবেন কী করে?

তিন যুগ তোমার নানাকে নিয়ে ঘর করলাম তবু জানলাম না আর তোমার মায়ের বোধ করি সেই সময় জন্মই হয়নি সে জানলো কী করে?

সেটাতো বড় কথা নয়, নানা ভুনা ইলিশ পছন্দ করেন কিনা সেটাই বড় কথা।

তোমার বয়সের চেয়ে কথার ওজন বেশি। আল্লাহর কাছে হাজার শোকর তিনি তোমার মতো সর্বগুণ সম্পন্না নাতনী মিলিয়ে দিয়েছেন। রাত বেড়ে যাচ্ছে তোমরা বাসায় যাও আমরা এশার নামায পড়ে খেয়ে নেবো।

এই মেয়েটি কে?

আমাদের বাসায় কাজের মেয়ে।

তোমরা যেতে পারবে তো?

নিচে ড্রাইভার আমাদের অপেক্ষায় গাড়ি নিয়ে বসে আছে।

এবার বলে যাও তোমার মা বাবা কী করে?

মা আব্বা দু'জনেই ডাক্তার।

কোথায় তারা থাকে?

সব পরিচয় শেষ করলে আপনাদের জন্য রইলো কী?

মেয়ে আমাদের অথচ তার কোনো খবর জানলাম না তা কেমন দেখায়?

www.pathagar.com

মেয়ে কোথায়! ভাগিনী। মায়ের মামা আপনি। কথা শেষ করেই সালমা সালাম পেশ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

মাধবী হাসতে হাসতে তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে বললো ভেবেছিলাম পালিয়ে চলে যাবো কিন্তু তুমি যেতে দিলে না। এমন জায়গায় রেখে গেলে যেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো পথ নেই। সালমা বাইরে থেকে আজকের মতো আসি, আবার দেখা হবে বলে চঞ্চলা হরিণীর মতো নাচতে নাচতে সামনের দিকে পা বাড়ালো। মাধবী ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলো।

এগার.

এশার নামায পড়ে খুব তৃপ্তি সহকারে ওরা রাতের খাবার খেয়ে নিলো। রাসেদ বললো– দেখো মাধবী! আমি যে ভুনা ইলিশের ভক্ত তা মাত্র দু'টি পরিবারই জানতো। আমি তো তাদের কেউ ছিলাম না। আবার যেন কতো আপনার হয়ে তাদের পরিবারের সদস্য হয়ে গেলাম। দু'টি মায়ের মায়ার হাত কাছে টেনে নিয়ে মাতৃস্নেহে আমার হৃদয় ভরে দিলেন। আমার আরাম আয়েশ রুচিবোধ কোনোটাতেই তাদের মায়া ভরা দৃষ্টি এড়ায়নি। তারা আজ এই পৃথিবীর বুকে নেই। মনে পড়লে তাদের প্রতি শ্রদ্ধায় আজও আমার মাথা নত হয়ে আসে। আজ খেতে বসে আমার মনে হচ্ছে আমি যেন তিন যুগ পেছনে ফিরে গেছি। তাদের মায়াভরা স্নেহের হাত অদৃশ্য থেকে আমাকে যেন সেখানে টেনে নিয়ে এসেছে। পথের মাঝে কৌতুকচ্ছলে তোমাদের সাথে আমার চোখা চোখি হয়। তোমার চেহারায় ছিলো হাসির ঝিলিক আমার ছিলো লজ্জার ছায়া। পরে যখন দেখা হলো তখন তোমার হৃদয়ে জেগেছিল খুশির উচ্ছ্বলতা, আমি ছিলাম স্বাভাবিক মন নিয়ে। দিনে দিনে তোমার চঞ্চলতা বৃদ্ধি পেলেও আমার গাম্ভীর্যের কাছে তুমি নতজানু হয়ে আত্মসমর্পণ করেছিলে। যেটা সুজাতা বৌদির অন্তর দৃষ্টিতে আঘাত করেছিল। সেই মহিয়সী নারীর কথা আমি কোনো দিন ভুলিনি। শিরিনার বন্ধু বলে তোমার সাথে মেলামেশার অবাধ সুযোগ ছিলো কিন্তু আমরা কেউ সেই পথে পা বাড়াইনি। তাই প্রভু অলক্ষ্য থেকে নীরবে আমাদের হৃদয়ের যোগসূত্র স্থাপন করে রেখেছিলেন। আমাদের মিলনের ব্যাপারে শিরিনার যে আন্তরিকতা ছিলো তাও ভুলে যাওয়ার নয়। সে

www.pathagar.com

আমাকে দিয়েছে ছোট বোনের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। মনে পড়ে সে আমাকে পরীক্ষার জন্য কতবার অভিমান করে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেয়েছে আমি হাসি-মুখে তার বদলার স্নেহের হাত তার দিকে প্রসারিত করে দিয়েছি। তারপর এমন একদিন এলো ভাবতেই পারিনি আমরা পরস্পর ভাইবোন নই। আদরের সেই ছোট বোনটিকে খোনকার বাড়ির খান্দানী পীর বংশে বিয়ে দিয়েছিলাম। এই দুই পরিবারের কথা ভুলে যাওয়ার নয় তবু কেন ভুলে গেলাম আজ খেতে বসে সেই প্রশ্নটিই আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মাধবী– তুমি কী এর উত্তর জোগাতে পারো?

খাওয়ার মধ্যে পেছনের একটা স্মৃতি ভেসে উঠেছে যেটা খুবই স্পর্শকাতর। অতএব প্রশ্ন তো জাগতেই পারে। আচ্ছা প্রিয়তম! শিরিনার কি কোনো মেয়ে ছিলো?

ফরিদ বলে একটি মাত্র ছেলেকেই দেখেছিলাম। তবে যখন তার সাথে আমার শেষ দেখা হয় তখন শুনেছিলাম সে সন্তান সম্ভবা।

তাহলে আমার মনে হয় ওর মেয়ে হয়েছিল। আর সেই মেয়েটিই যে সালমার মা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অসম্ভব!

কেন?

খান্দানী পীর, কঠোর পর্দা প্রথা। যে বাড়ির অন্দরমহলে সূর্যের আলো প্রবেশ করতেও ভয় পায় সেই পরিবারের মেয়ে ডাক্তার হবে! এমন অবাস্তব কল্পনাও কেউ দেখে না।

আমি যতটুকু জানি একটি উদার হস্ত সেই বন্ধ ঘরের গুমোট অন্ধকার দূর করবার জন্য দেয়াল কেটে খোলা জানালা বসিয়ে দিয়েছিলে।

যেখানে সহস্র বছরের জমাট বাধা অন্ধকার ঘনিভূত হয়ে বিরাজ করছিল সেখানে অতটুকু আলো তা অপসারণ করার জন্য যথেষ্ট ছিলো না। সেই আলোর তেজ যদি বাড়তে থাকে তবু কয়েক পুরুষ লেগে যাবে অন্ধকার দূর করতে। এক পুরুষে কোনোক্রমেই তা সম্ভব নয়।

শিরিনা আমার বন্ধু, তাকে আমি জানি সে কেমন মেয়ে। সেই যুগে যেসব মেয়েরা পড়াশোনা করতো তার সিংহভাগই হিন্দু। মুসলমানের মেয়ে ছিলো

www.pathagar.com

হাতে গোনা কয়েকজন মাত্র। তার মধ্যে শিরিনার মেধা, আচার, ব্যবহার, নৈতিক চরিত্র ছিলো ঈর্ষণীয়। তার গভীর দৃষ্টিশক্তি আমার অন্তর ভেদ করতে পেরেছিল। আমি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। তোমার সাথে যোগসূত্রের পরিকল্পনা উপরওয়ালা হয়তো সেখান থেকেই নিয়েছেন। শিরিনার সেই অন্তর দৃষ্টি আমার মতো গোড়া বামনের মেয়েকে ঝাড় থেকে খসিয়ে আনতে পেরেছিল বলেই সহজে তোমার নৌকায় চড়তে পেরেছিলাম। সেই শিরিনার মেয়ে যে ডাক্তার হবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

জানিনে এমন দুর্বোধ্য বিষয় তুমি কেমন করে সহজভাবে মেনে নিতে পারো। পীর বাড়ির মেয়ে যদি এক পুরুষেই ডাক্তার হতে পারে তাহলে আমি মনে করবো আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য সেখানে।

মনে করা নয় সেটাই সত্য।

তাহলে যে আলো জ্বেলে এসেছিলাম জ্বলছে কি নিভে গেছে তা দেখার দায়িত্ব আমার ছিলো?

দুনিয়াকে আলোকিত করা যাদের অঙ্গীকার তারা কেবল প্রদীপ জ্বালাতেই থাকে। তার ফলাফল দেখার অবসর সে পায় না। সেই প্রদীপের আলোয় যে আলোকিত হলো সেই সুফল প্রাপ্ত হলো। এমনভাবে জগতের অন্ধকার দূর হয়ে আলোকিত হচ্ছে। যে জ্বালালো আলো তার অস্তিত্ব কেউ মুছে ফেলতে পারে না। হয় ইতিহাসের পাতায় নয়তো হৃদয়ে জেগে থাকে অনন্ত কাল ধরে। কর্তব্য মনে করে যে আগন্তুক সেই আলো প্রজ্জ্বলিত করলো তার চিন্তা চেতনায় কোনো দিন আলোড়িত হয় না, সে যে কি অসাধ্য সাধন করেছে। শিরিনার ঘরে তুমি আলো জ্বালতে বাধ্য ছিলে না। একান্ত কর্তব্য মনে করেই পদক্ষেপ নিয়েছিল। কি হলো তার ফলাফল তা দেখার দায়িত্ব তোমার ছিলো না। দেখবে সমাজ, দেশ, জাতি। একটা দৈবশক্তির ছায়া তোমার উপর সর্বদা পাখা বিস্তার করে আছে তাই আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি শিরিনার ঘরে জ্বালানো তোমার আলোর প্রদীপ কতো উজ্জ্বল হয়ে দিগন্ত ব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছে।

অনুমানের উপর ভিত্তি করে তুমি যে কথা বলো তা প্রায়ই মিথ্যা হয় না,

www.pathagar.com

কিন্তু আজকের এই আকাশের চাঁদ মাটিতে আসার মতো ধারণার প্রতি আমি পুরোপুরি আস্থা অর্জন করতে পারছি না। যতোক্ষণ পর্যন্ত সঠিক তথ্য জানতে না পারছি ততোক্ষণ নিশ্চিত নই।

বাধানো বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করে কেবল পড়তে শুরু করেছি, অচিরেই সব পাতা পড়ে নিতে পারবো আশা রাখি।

রাসেদের মোবাইল ফোন বেজে উঠলো।

হ্যালো।

কে নানা?

হ্যাঁ।

কেমন লাগছে?

তুমি যখন মন কেড়ে নিয়ে চলে গেলে– ভালো মন্দ তো তখন তোমার সাথেই পালিয়ে গেছে।

অপর প্রান্তে হি হি হাসির শব্দ ভেসে এলো।

তাই নিয়ে নানীর সাথে রসিয়ে রসিয়ে খুব গল্প করছেন, তাই না?

গল্পের খোরাক যখন তুমি দিয়ে গেলে তখন তা আর ফেলে রাখা কেন! তার উপর ভর করে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছি।

কার ডানা গজালো নানীর না আপনার?

মনে করো উভয়ের।

দেখবেন যেন হোটেলের ছাদ ফুঁড়ে আবার ঊর্ধ্ব গগণে হারিয়ে না যান!

রাসেদ হো হো করে হেসে উঠে বললো– সে ভয় করো না সালমা! দেখে তো গেছো তোমার নানী কেমন ব্যারেলের মতো চিকন! বার হাত শাড়ি প্যাঁচালে আর কতো টুকুইবা উড়া যায়!

কি বললেন! পাশে বসেই নানীর দুর্নাম?

না না দুর্নাম করবো কেন?

ঐ যে ব্যারেলের মতো চিকন বললেন?

এটা নানা নাতীর কৌতুক তা বুঝলে না?

www.pathagar.com

ও প্রান্ত থেকে আবার হাসির শব্দ। আমি তো বুঝলাম কিন্তু নানী মনে হয় ক্ষেপে আছেন, দিন না ওনাকে।

হ্যালো, সালমা!

নানী?

হ্যাঁ, আপামনি!

কাল সকালে এসে দুইজনে মিলে নানাকে আচ্ছা করে শাসাবো কী বলেন?

তুমি এলে আমি খুব বল পাবো। আমি একা তো সামলে রাখতে পারিনে, দুই বোনে মিলে খুব করে মজা করতে পারবো। আচ্ছা আপামনি! এতো রাত হলো এখনও ঘুমাচ্ছ না কেন?

আমি যে শুয়ে পড়েছিলাম আবার যে উঠতে হলো!

কেন?

ইলিশ ভুনা কেমন লাগলো সেই সংবাদটা আগে চাই। সেই সাথে সকালের নাস্তা কি হবে সেটাও বলে দিন।

শুয়ে পড়ে আবার খাবার টেবিলের দিকে ঝোঁক হলো কেন?

হুকুম তামিল না করলে কান মলা খাওয়ার ভয় আছে যে!

তোমার মতো মিষ্টি মেয়ের কে কান মলবে গো! আমি থাকতে সেই সাহস কারও হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও আপা!

সংবাদটা না দিয়ে শুয়ে পড়লে বিপদ কাটবে না যে!

কিসের বিপদ?

রিং বাজতেই থাকবে, ঘুম গোল্লায় যাবে।

কোথা থেকে?

কক্সবাজার থেকে।

তিনি কে?

এখনই বলছি না, ওটা তুলে রাখলাম।

চালাক মেয়ে সবটাতে দুষ্টামি! ঠিক আছে যখন বলবে তখন শুনবো।

এবার আমি যেটা জানতে চেয়েছি তাই বলুন।

www.pathagar.com

ইলিশ ভুনা খুব মজাদার হয়েছে। আর সকালের নাস্তা সালমা রাণীর পছন্দ মতো হবে, বুঝেছ?

শেষ বেলায় জিতে গেলেন। ঠিক আছে তাই হবে।

সোনামনি! এবার ঘুমাও লক্ষ্মীটি। রাত্রি তোমার শুভ হোক। আল্লাহ হাফেজ।

রাসেদ বললো– মেয়েটির সবকাজেই আমি আশ্চর্যবোধ করছি। আমার মোবাইল নম্বর সে পেলো কী করে?

তুমি খেয়াল করনি হয়তো, সে আমার ব্যাগ হাতড়িয়ে তোমার নেমকার্ড বের করে নিয়েছে।

মেয়েটি অল্প বয়স্কা হলেও গভীর বুদ্ধি রাখে। আচ্ছা কক্সবাজারের সেই হুকুমদাত্রী কে বলতে পারো?

সম্ভবত আমার ননদ!

তা হয় কি করে, তোমার ননদ বলতে একমাত্র তিশা। সে যে স্বামীর সাথে রংপুরে আছে। কক্সবাজারে আবার তোমার কোন্ ননদ?

সালমার নানী, আমার বন্ধু, তোমার বোন শিরিনা। রাসেদ চমকে উঠে বললো– তুমি মাঝে মাঝে এমন কথা বলো যা শুনে আমার পিলে চমকে উঠে। পীর বাড়ির বৌ বাংলাদেশের সবচেয়ে আধুনিক শহর কক্সবাজারে গিয়ে বাস করবে এটা একেবারেই অবিশ্বাস্য!

তোমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও একদিন দেখবে সেটাই সত্য।

যাদুর খেলার মতো এতো বড় পরিবর্তন হবে তা আমি মেনে নিতে পারছি না।

তুমি না মানলেও পরিবর্তন ঠিকই হয়েছে, আর তা তোমাকে কেন্দ্র করেই।

জীবনের চলার পথে আমি প্রতিটি ক্ষেত্রেই জয়লাভ করে এসেছি, শেষ অধ্যায়ে এসে পরাজয়ের নিদারুণ বেদনা আমাকে খুবলে খাবে তা আমি কী করে সহ্য করবো মাধবী?

তোমার মন এতো দুর্বল হয়ে পড়ছে কেন প্রিয়তম! পরাজয় তোমার নেই। এখানে আমাদের কেউ ডেকে নিয়ে আসিনি আমরা স্বেচ্ছায় এসেছি। প্রথম জীবনে যাদের সাথে আমরা সময় কাটিয়েছি শেষ জীবনে তাদের কথা স্মরণ

www.pathagar.com

করেই তো এলাম। মহাকালের চক্র কেমন বিবর্তন ঘটিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করতে এসে লজ্জায় মাথা নোয়াব কেন! যাকে আপন ভেবে পাবো তাকে আনন্দের আবেগে আলিঙ্গন করে নেবো।

শিরিনা তোমার সহচার্যে এসে যে শিক্ষা পেয়েছে তাই পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে যদি এমন অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটাতে পারে তাহলে যখন আমরা মুখোমুখি হবো তখন সেই তো তোমার সামনে মাথা নোয়াবে। তুমি ভাই হিসেবে তাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে তার অসীম সাহসিকতার জন্যে গর্ব অনুভব করবে। আর যদি কেউ তোমার সূত্র ধরে তার চলার পথে সাহায্য করে থাকে তাহলে আমরা কেবল ঋণী থাকতে পারি সেই আত্মত্যাগ মহিয়ান অথবা মহিয়সীর কাছে। হয়তো সেই ঋণ শুধতে আমাদের কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। তা হোক। ফলাফল যেন বেদনার না হয়। অতুলনীয় আনন্দের শিহরণ যেন থাকে তাতে।

পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় ফারুক সাহেব স্ত্রী ফারজানাকে নিয়ে হোটেলে এলো। ওরা ঘরে ঢুকে সালাম জানিয়ে পদধুলি নিলো। ফারজানা বললো– মামা, রাতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো?

না মা!

সালমা খুব চঞ্চল মেয়ে সে আবার জ্বালাতন করেছে কিনা তাই চিন্তিত ছিলাম।

আমাদের যে এমন সুন্দর নাতনী আছে জানতাম না। তার সুন্দর ব্যবহারে আমরা খুব খুশি হয়েছি। সে কোথায় মা?

তার পড়াশোনার খুব চাপ, সকালে বিকালে প্রাইভেট পড়তে হয় তাই তাকে নিয়ে আসিনি।

তোমার ছেলে মেয়েরা তো কেউ আসেনি।

তাদেরও ঐ একই সমস্যা। পড়াশোনার ব্যস্ত। তা আপনি দূরে থেকে আমাদের ছেলে মেয়েদের কষ্ট দিচ্ছেন কেন?

না, কষ্ট দিতে যাবো কেন! বুড়ো বয়সে নাতী পুতি নিয়ে লুকোচুরি খেলা খুব আনন্দ দেয় যে মা! এই তো বেশ আছি। একদিন টুক্ করে বাসায় যেয়ে তোমাদের ছেলে মেয়েদের অবাক করে দেবো, কী বলো?

তা দেবেন। আমরা যে মনে বড় কষ্ট পাচ্ছি মামা!

www.pathagar.com

তা পাবে কেন। দূরে ছিলাম পরিচয় ছিলো না। নিকটে এসে পরিচয় হলো, এরপর কাছে গিয়ে আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে যাবো।

আমার দেবর তার বৌকে নিয়ে ঢাকায় গেছে তিন দিন হলো। আবার সালমার নানীরা কক্সবাজরে আছেন। আসমা হয়তো আজই এসে পড়বে। আপনার কথা শুনে সে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। যে কাজে গেছে পারলে তা সমাধা না করেই ফিরে আসে।

সে কী কথা! আমাদের জন্য তার কাজ ফেলে আসবে কেন?

সালমার চাচা আপনাদের বাসায় না নিয়ে ছেড়ে দিলেন আর আপনারা হোটেলে উঠেছেন এই তার চঞ্চলতার কারণ।

তুমি মা তাকে বলে দাও একেবারে কাজ শেষ করে আসতে তাতে আমরা খুশি হবো।

তাকে বলেছি আমরা তো এখানে আছি, মামা-মামীর সুবিধা-অসুবিধা দেখবো। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। তারই ফরমায়েশ মতো রাতের খাবার ব্যবস্থা আমি করেছিলাম। তবু মনে হয় সে আশ্বস্ত নয়। সালমার পছন্দ মতো নাস্তা সে আর আমার মেয়ে সামিনা বানিয়ে দিয়েছে। আপনারা খেয়ে নিন। ছেলে মেয়েরা স্কুলে যাবে তাই এখনই যেতে হচ্ছে। আবার দেখা হবে। আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসি। আস্‌সালাম।

ফারুক এতোক্ষণ কোনো কথা বলিনি এবার বললো– দেখলেন মামা, গতকাল আপনাকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিয়ে কি ভুল করেছি! ওদের বাড়ি ফিরে আসবার আগে যদি যেতেন তাহলে আমি হাফ ছেড়ে বাঁচতাম।

তোমরা এতো ব্যস্ত হয়ো না বাবা! আমাদের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব চলছে সেটার অবসান হোক তখন দেখবো।

দেখুন মামা, ভুল বোঝাবুঝি যদি কিছু হয়ে থাকে তা নিয়ে যেন সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেটা খেয়াল রাখবেন।

না বাবা, সমস্যা আবার কোথা থেকে আসবে, তুমি সে চিন্তা করো না।

ওদের বিদায় জানিয়ে ওরা নাস্তা করতে বসলো। টিফিন বক্স খুলে রাসেদ হো হো করে হেসে উঠে বললো– রাজ্যের আইটেম সব দেখছি এই বাক্সের মধ্যে। সালমা যাদু জানে নাকি! ওরা দু'বোনে সকালে এতো কিছু বানালো

www.pathagar.com

কখন! জানি বরিশালের মেয়েরা পিঠা তৈরি করতে উস্তাদ তাই বলে সময় তো লাগে! সালমার বয়স কম হলে কি হবে তার রুচিবোধ আছে।

তা থাকবারই কথা, নাতনীটা আবার কার?

আচ্ছা মাধবী! ওরা কষ্ট করে বার বার এসে আমাদের রাজভোগ দিয়ে যাবে আর আমরা রাজার হালে বসে বসে গিলবো এটা তো ভালো দেখাচ্ছে না। এর থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় কী করে?

আমিও তাই নিয়ে ভাবছি। হয়তো তাড়াতাড়ি একটা পথ বেরিয়ে পড়বে।

সেটা কি হতে পারে, আমাদের গা ঢাকা দেয়া?

এই অবস্থায় আমরা যদি এই শহর ছেড়ে চলে যাই তাহলে বিবেকের দংশন থেকে কোনো দিন রেহাই পাবো না। বাকি জীবনটা অসহনীয় যন্ত্রণা নিয়ে কাটাতে হবে।

তাই যদি তুমি মনে করো তাহলে হোটেল ছেড়ে চলো সালমাদের বাসায় চলে যাই।

একটা সুযোগ হারিয়ে ফেলেছি। আর একটির অপেক্ষায় আছি। সেটা এলে পায়ে ঠেলবো না।

আচ্ছা মাধবী! এমনও হতে পারে ওরা যা মনে করেছে আমরা তা নই?

যদি তাই হয় তাতে ক্ষতি কী?

প্রকাশ হয়ে পড়লে হোটেল থেকে যে কোনো মুহূর্তে সরে পড়তে পারবো। কিন্তু বাসায় গেলে সেই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে লজ্জা মাথা নত করে দেবে না?

না। এই যে নানা-নাতীর সম্পর্ক গড়ে উঠলো সেইটা উভয়ের মর্যাদা ঠিক রাখবে।

তোমার কাছে সবকিছু সহজ– একবারে যেন পানির মতো।

আমি সব সময় ভালোর দিকটা ভাবি, মন্দের দিকে ফিরবো কেন? তোমার মাথায় যদি কোনো দুশ্চিন্তা থাকে তা ঝেড়ে ফেলে দাও। এতোকাল আমার উপর নির্ভর করে এলে আজ কেন আস্থা রাখতে পারছো না।

ওকথা বলে তুমি আমাকে ব্যথা দিও না মাধবী! ধ্রুব তারার মতো তুমি যদি না আসতে আমার জীবনে তাহলে রাসেদ নামক ব্যক্তিটির অস্তিত্ব বিনাশ হয়ে যেতো বহুকাল আগে।

www.pathagar.com

বার.

হোটেল কক্ষে সময় কাটিয়ে যে অবসাদ দেখা দিয়েছে তা দূর করবার জন্য রাসেদ মাধবীকে নিয়ে বিকেলে বেরিয়ে পড়লো। ম্যানেজারকে জানিয়ে গেলো কেউ যদি আসে তাহলে বলে দেবেন ওরা বেড়াতে গেছে। ম্যানেজার সাবধান করে দিলেন– সাবধানে চলবেন। সমস্যা হলেই আমাকে ফোন করবেন। নিচে নেমে ওরা হাঁটতে হাঁটতে সদর রোড ধরে দক্ষিণ দিকে গেলো। জেলা স্কুলের মসজিদে গিয়ে আছরের নামায পড়ে বেরিয়ে এসে মাঠের মধ্যে অনেকক্ষণ পায়চারি করে বেড়ালো। এক গাছতলে বসে মাধবী বললো– আমি যখন বরিশাল বি.এল কলেজে পড়তাম তখন জেলা স্কুল এমন ছিলো না। নিম্নমানের দালান কোঠা, মাঠ ছিলো অসমতল। বৃষ্টি হলেই পানি কাঁদায় একাকার হয়ে যেতো। আমার এক বন্ধুর ভাই এখানে পড়তো, তাই তার সাথে মাঝে মধ্যে এখানে বেড়াতে আসতাম।

কে তোমার সেই বন্ধু?

নাসিমা, যার কথা তোমার সাথে কতবার বলেছি।

প্রথমে তুমি তো তাদের বাড়িতেই যেতে চেয়েছিলে, চলো না দেখে আসি তাদের কে কে আছে। তোমার পরিচয়ে চিনবে কিনা যাচাই করে দেখি। কোন্ দিকে তাদের বাড়ি মনে আছে তোমার?

শহরের যে পরিবর্তন দেখছি তা ঠিক করাই মুশকিল। খুঁজতে তো সময় লাগবে, এই অবেলায় আবার কোথায় গিয়ে পড়ি তার ঠিক নেই, তখন বেরিয়ে আসার সমস্যা বেধে যাবে। তবে আমার এতটুকু মনে আছে জেলা স্কুল থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে তাদের বাড়ি ছিলো। কাল সকালে নাস্তা করেই বেরুবো, সন্ধ্যা হতে দেরি নেই, মাগরিব পড়ে চলো হোটেলে ফিরে যাই।

তোমার কথাই থাক। খোঁজা-খুঁজির কাজ দিনের বেলায় ভালো। আযানের সময় হয়ে এলো চলো মসজিদে যাই।

নামায পড়ে রাসেদ বাইরে বেরিয়ে এলো। মাধবী বারান্দার এক কোণে নামায পড়ছিল সে তখনও বেরুইনি। একটা আধা বয়সের ভদ্রলোক সালাম দিয়ে রাসেদের পাশে এসে দাঁড়ালো। কেমন আছেন স্যার? সালামের উত্তর

www.pathagar.com

দিয়ে রাসেদ পাশের দিকে চেয়ে আরে আফজাল যে! এখানে কোথায়?

এই শহরেই আমার বাড়ি স্যার।

যখন চাকরিতে ছিলাম তখন স্যার বলতে, এখন আমরা উভয়েই অবসরে– সেই সম্বোধন আর নয়। ভাই বলতে পারো।

সে হবে, আপনি এখানে?

বেড়াতে এসেছি।

কোথায় আছেন?

আল জাজিরা হোটেলে।

সে কী কথা! আমি এই শহরে থাকতে আপনি হোটেলে থাকবেন তা হতে দিচ্ছিনে। আপনার অধীনে দীর্ঘদিন চাকরি করেছি। আপনি বড় অফিসার হয়েও আমাদের সাথে ভাইয়ের মতো ব্যবহার করতেন। অমন উঁচুদরের কোনো অফিসার তা করে না। আমাদের ব্যাচে যারা ছিলো তারা কেউ জীবন থাকতে আপনাকে ভুলতে পারবে না। আমার বাসায় যেতে হবে স্যার!

আবার সেই স্যার! আর তোমার সাথে কথা নয়।

জানি আপনার হৃদয় বড় উদার। আপনার স্নেহ ভালোবাসা আমাদের প্রতিটি কাজে উৎসাহ যোগাত, চলুন।

আজকের মতো থাক আফজাল! হোটেলে না ফিরলে সমস্যায় পড়ে যাবো।

ততোক্ষণে মাধবী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

উনি কে?

তোমার ভাবী।

আফজাল সালাম জানিয়ে বললো– ভাবী! ভাই আমাদের বড় সাহেব ছিলেন, তিনি আজ আমার ঘরের দোরে এসে চলে যাবেন তা কি করে সহ্য করি বলুন? আপনাদের মতো পবিত্র মুখের দর্শন পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা। আপনি দয়া করে মুখ তুলে চাইলে ভাই আর না করতে পারতেন না।

এখান থেকে কতদূর আপনার বাসা?

ঐ তো ডানদিকে– একেবারে রাস্তার ধারে।

মাধবীর মনে পড়ে নাসিমাদের বাড়িও ঐদিকে ছিলো।

www.pathagar.com

আপনার মনে ব্যথা দেয়া আমাদের ইচ্ছা নয়। কথা হচ্ছে কি রাত হয়ে যাচ্ছে আমাদের আবার হোটেলে ফিরে যেতে হবে কিনা।

আপনাদের জোর করে ধরে রাখবো না। আপনার পবিত্র পদযুগল আমার ঘর মাড়িয়ে এলেই আমি খুশি হবো।

মাধবী রাসেদের দিকে ফিরে বললো– উনি যখন এতো অনুরোধ করছেন তখন চলো একটু ঘুরে আসি। দু'টি রিক্সায় ওরা চেপে বসলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আফজালের বাসায় পৌঁছে গেলো। রিক্সা থেকে নেমে মাধবী বললো– এটা আপনার বাড়ি?

হ্যাঁ, ভাবী এই হচ্ছে গরীবের কুঁড়ে ঘর!

এতো বড় পাকা বাড়ি, আবার বলছেন কুঁড়ে ঘর!

বাবার আমলের সেই পুরোনো বাড়ি, আমি কেবল রঙ চঙ্ করেই শেষ করেছি।

আপনার বাবার নাম কী ছিলো?

আশরাফ হাওলাদার?

নাসিমা আপনার বোন?

আফজাল চমকে উঠে বললো– আপনি তাকে কী করে চিনলেন?

আপনার বোন কিনা তাই বলুন।

আমার বড় আপা।

সে আমার বন্ধু। আমরা এক সাথে বি.এল. কলেজে পড়তাম।

আমি কি বেয়াদব, আপনি গুরুজন, আমি দেবো আপনার সম্মান আর আপনি দিচ্ছেন আমার সম্মান! আর আমাকে আপনি বলবেন না, তাহলে আমার পাপ হবে। আপনি আমাদের বাড়িতে এসেছেন কোনো দিন?

বহুবার এসেছি। তোমরা তখন ছোট ছিলে। তুমি জেলা স্কুলে পড়তে না?

হ্যাঁ ভাবী।

আমি তোমাদের মাধবী দি, মনে পড়ে?

আফজাল হঠাৎ হাঁটু গেড়ে বসে মাধবীর পায়ের ধুলা নিলো। বললো– আমার মা আপনাকে মেয়ের মতো যত্ন করতেন। আপনি আমাদের খুব ভালোবাসতেন। কতো চকলেট খেয়েছি আপনার কাছ থেকে। আপনি

www.pathagar.com

আমাদের কথা মনে রেখেছেন অথচ আমি গোনাহগার আপনাকে চিনতে পারিনি। দয়া করে আমাকে মাফ করে দিন ভাবী!

অপরাধ কিছু নয় আবার মাফ চাওয়া কেন! বড় বোনের কাছে ছোট ভাইয়ের কোনো অপরাধ থাকতে পারে না।

আপনি ছোটকালে ছিলেন দিদি– মধ্য বয়সে হলেন ভাবী, আমার কতো বড় সৌভাগ্য। আসুন ভাবী, ছোট ভাইয়ের ঘরে এসে বসুন।

সুন্দর ঝকঝকে সাজানো গুছানো একটি ঘরে গিয়ে সোফার উপর বসে পড়লো। আফজালের স্ত্রী এলো। পরিচয় বিনিময় হলো। অল্প সময়ের মধ্যে চা নাস্তার ব্যবস্থা করলো। ওরা খেতে বসলো। মাধবী মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। যখন কলেজের ছাত্রী ছিলো তখনকার কতো স্মৃতি তার চোখের সামনে ভেসে এলো। কি জানি তার মন প্রাণ নাসিমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। সত্য ধর্মের উত্তম আদর্শ তাকে মুগ্ধ করেছিল। সে যদি শিক্ষা গুরুর ভূমিকায় না আসতো তাহলে তার জীবনের কি পরিবর্তন হতো! সে তাকে এমন নিখুঁতভাবে শিক্ষা দিয়েছিল যার ফলে পরবর্তীতে এক সমাজ থেকে আর এক সমাজের অন্দর মহলে প্রবেশ করতে একটুও বেগ পেতে হয়নি। আমি তো জানতাম একদিন রাসেদের জীবন সঙ্গিনী হবো! কোন্ ঐন্দ্রজালিক হাত আমাকে সেদিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল! সেদিনের সেই প্রাণের আবেগকে তার অন্তরে জাগিয়েছিল! মাধবীর চিন্তার মাঝে ছেদ পড়লো। তার ব্যাগের মধ্যে মোবাইল সংকেত দিলো! সেটা বের করে কথা বললো–

হ্যালো!

কে নানী! সালাম নিন।

তোমার প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক।

আপনারা এখন কোথায়?

আমার এক ছোট ভাইয়ের বাসায়।

এই বিদেশ বিভূঁয়ে আপনার আবার ভাই এলো কোত্থেকে?

মুচকি হেসে মাধবী বললো– সারা দুনিয়াই তো মুসলমানের ভাই বোন ছড়িয়ে রয়েছে যে আপামনি!

www.pathagar.com

সেই সূত্র ধরেই আপনি কুটুম্বিতা করতে বেরিয়েছেন তাই না নানী?

মাধবী হেসে ফেললো। বললো– তোমার প্রতিটি কথা কৌতুকপূর্ণ তাই শুনে আমি খুব আনন্দ পাই। ঐ যে কবির ভাষায়– মুসলিম আমি সারা দুনিয়ায় বেঁধেছি ঘর। অতএব কুটুম্বিতা কেন, যেখানেই যাই সেখানেই তো নিজের ঘর।

তাহলে আমাদের বাসাটা বাদ পড়লো কেন?

ওটা যে শেষ আশ্রয়, তাই বিশ্রামের আগে পরিশ্রম করে নিচ্ছি।

আপনার কথা শুনে যে আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করছে নানী!

এখনই নয়, আমি এলে তখন নেচো। আচ্ছা আপামনি!

এখন তোমার পড়ার সময় সেটা কী ভুলে গেছো?

আগামীকাল ছুটি কিনা তাই আপনার সাথে মজা করতে হোটেলে এসে বসে আছি।

ওমা সে কী কথা! কতোক্ষণ এসেছো?

এই কিছুক্ষণ আগে– আপনাদের না পেয়ে কল করলাম। শীঘ্রই এসে পড়ুন নইলে আমি কেঁদে ফেলবো কিন্তু!

না লক্ষ্মীটি তুমি ঐ কর্মটি করো না আমরা এখনই আসছি।

নানা সাথে নেই?

তোমার কী মনে হয়?

সাথে না থাকলে মানায় না। তিনি আমার সাথে আড়ি করেছেন তাই না নানী?

তা করবে কেন?

তবে তার মোবাইল বন্ধ কেন?

ওহ্ এই তোমার অভিযোগ? নামাযের সময় বন্ধ করেছিল পরে হয়তো অন করতে মনে নেই। কাছে গেলে না হয় একটু বেশি করে ধমকে দিও।

ওদিকে হাসির শব্দ পাওয়া গেলো। মাধবী বললো– তুমি হাসতে থাকো আপামনি! আমরা এখনই বেরিয়ে পড়ছি। আল্লাহ হাফেজ। আফজালের দিকে চেয়ে বললো– আমাদের এখনই উঠতে হচ্ছে। নাসিমা কোথায় থাকে?

www.pathagar.com

ছেলে মেয়ে নিয়ে তার বাড়ি থাকে। এখান থেকে দশ ক্রোশ হবে তাদের বাড়ি।

আচ্ছা একদিন সুযোগ মতো এসে খোঁজ খবর নিয়ে যাবো। তোমরা সুস্থ থাকো, ভালো থাকো। এবার আমাদের একটা রিক্সা দেখে দাও ভাই।

মিনিট পনর পরে ওরা হোটেলে পৌছে গেলো। ওরা উপরে যাওয়ার সময় ম্যানেজারের অফিসে সালমা আছে কিনা দেখে নিলো। সেখানে নেই, মনে করলো হয়তো তাদের কক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘ সময় মেয়েটি সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে না জানি কতো কষ্ট পাচ্ছে। ওরা দু'জনেই অনুতাপ করতে করতে তাদের রুমের সামনে গিয়ে দেখলো সেখানে কেউ নেই। আহ্ ব্যাচারী আমাদের অপেক্ষায় থেকে না আসতে দেখে অস্থির হয়ে বাসায় চলে গেছে।

ওরা ভেতরে ঢুকে দরজা দিয়ে চেয়ারে মুখোমুখি বসে পড়লো।

নিচে খুব বড় কয়েকটা ফার্মেসী ছিলো, তার একটিতে সালমা আর তার মা ডাঃ আসমা আহমেদ বসেছিল। সালমা সামনের দিকে চেয়েছিল কখন তার নানারা আসবে। মাধবীদের রিক্সা ফার্মেসীর সামনে দিয়ে ঘুরতেই তার নজরে পড়ে যায়। পর পরই ওরা ফার্মেসী থেকে বেরিয়ে এসে উপরের দিকে চলে যায়। ঘরের দরজায় টোকা দিতেই রাসেদ গিয়ে হাসিমুখে খুলে দিলো। সালমা সালাম জানিয়ে হাসতে হাসতে বললো– নানা! আম্মা এসেছেন। সালামের উত্তর দিয়ে রাসেদ বললো– এসো মা খাটের উপর বসো। আসমা ভেতরে ঢুকে সালাম জানালো। রাসেদ উত্তর দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। আসমাকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাসেদ তার মাথায় হাত বুলিয়ে কিছু বলবার আগেই সে তাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেললো। রাসেদ আসমার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললো– ছি কেঁদো না মা! ছেলের সামনে মা কাঁদবে তা ছেলে কী ভাবে সহ্য করবে? চুপ করো মা! তুমি কি বলতে চাও বলো, আমি তোমার সব কথা শুনবো। এবার আসমা ডুকরে কেঁদে উঠলো। রাসেদের দু'চোখও ঝাপসা হয়ে এলো। কোনো সান্ত্বনার বাণী তার মুখ ফুটে বের হলো না। ওদিকে মাধবী সালমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে নীরবে কাঁদতে থাকলো। অনেক সময় এমনিভাবে কেটে গেলো। রাসেদ জানে চোখের জমাট বাধা অশ্রু ঝরতে

www.pathagar.com

না দিলে মন হালকা হয় না। একসময় সে পকেট থেকে রুমাল বের করে আসমার চোখ মুখ মুছে দিয়ে তার হাত ধরে খাটের উপর পাশাপাশি বসলো। আসমা রাসেদের হাত ধরে করুণ কণ্ঠে বললো– মামা! আপনি আমাদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করছেন কেন?

রাসেদ তার মুখে হাত বুলিয়ে বললো– অমন কথা তুমি মুখে এনো না মা! আমি খুব ব্যথা পাবো।

তবে আমার মেয়েকে নিরাশ করলেন কেন?

তা করবো কেন মা! কেমন করে মজার আলাপ করছি তা বোধ হয় তুমি অনুভব করেছো।

অতটুকুতে যথেষ্ট নয়। আরও নিকটে চাই যে মামা!

আমরাও তাই চাই যে মা! আমরা কাউকে কিছু না বলেই বরিশাল বেড়াতে এসেছি। একদিন কতো আপনজনের মধ্যে ছিলাম। পরে কেন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম তার কোনো সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি। কর্ম ব্যস্ত জীবনে সুযোগ হয়নি তা তলিয়ে দেখার। অবসর পেয়েই ছুটে এসেছি বিবেকের তাড়নায়। আমরা মামা ভাগ্না পাশাপাশি বসে আছি, এতো মধুর সম্পর্ক অথচ এখনও পরিষ্কার হলো না। আচ্ছা মা! বলো দেখি আমি যে একজন মামা আছি তা তুমি কী ইতোপূর্বে জানতে?

মায়ের মুখে বহুবার শুনেছি। যখন আমি আপনাকে দেখতে চেয়েছি তখন কেন জানি না তার মুখ অন্ধকারে ছেঁয়ে যেতো। আব্বার কাছে জানতে চাইলে তিনিও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকতেন, কোনো জওয়াব দিতে পারতেন না। যখন হাই স্কুলে ঢুকলাম তখন বুঝলাম মার মুখ দিয়ে যার নামটি সব সময় ফুটে বের হয় তিনি আর এই দুনিয়ায় নেই, একেবারে হারিয়ে গেছেন। তিনি নিশ্চয়ই খুব নামী দামী ব্যক্তি ছিলেন তাই মা আব্বা তার কথা ভুলতে পারছেন না

আচ্ছা মা! তুমি কি মনে করো আমি তোমার সেই হারিয়ে যাওয়া মামা?

মনে করা নয় আপনিই আমার মায়ের সেই অন্তরঙ্গ ভাই-আমার মামা।

আমরা আসতে না আসতে কিভাবে আমাদের আবিষ্কার করলে এটা বড় জিজ্ঞাসা হয়ে রয়েছে। বলতো মা ব্যাপারটি কী?

www.pathagar.com

আমি আর সালমার আব্বা হাসপাতালের কাজে তিন দিন আগে ঢাকা গিয়েছি। মা আব্বা আর মামী কক্সবাজারে আমার ভাইয়ের বাসায় গেছেন প্রায় দু'সপ্তাহ আগে। সেখান থেকে মা মোবাইলে আমার কাছে আপনার আসবার সংবাদ এবং কোথায় অবস্থান করছেন তা জানিয়ে দেন। আমি তখন ঢাকায় বিধায় টেলিফোনে আমার বড় আপার কাছে অনুরোধ করি আপনাদের বাসায় নিয়ে এসে দেখাশোনা করতে।

এ বড় আজব ব্যাপার দেখছি! আমরা এলাম যশোর থেকে বরিশাল, তোমার মা দেশের আর এক প্রান্তে থেকে কি করে সংবাদ পরিবেশন করলো?

আধুনিক যুগ। পৃথিবী আজ হাতের মুঠোয়। তাই আগের মতো দৌড়াদৌড়ি বা চিঠি চালাচালি করে সংবাদ আদান প্রদান করতে হয় না। টার্মিনালে যিনি আপনাদের চা খাওয়ালেন, রিক্সা ঠিক করে দিয়েছিলেন তিনি মায়ের চাচাতো ভাই আব্দুল হালিম মামা। মায়ের বিয়ের সময় আপনার ভূমিকা অগ্রগণ্য। সেই সময় আপনিই ছিলেন দুই পরিবারের অভিভাবক। হালিম মামা সেই সময় আপনার কর্মদক্ষতা দেখে মুগ্ধ ছিলেন। আপনার পরিচয় জিজ্ঞেস করে তিনি অনেক ভেবেছেন। বার বার তার সামনে আপনার সেই পেছনের মুখচ্ছবি ভেসে উঠেছে। তিনি যখন নিশ্চিত হলেন সঠিক তথ্য পেয়ে গেছেন তখনই টেলিফোনে সংবাদটি মাকে জানিয়ে দেন। মা বিস্মিত হননি, কোনো প্রকার উত্তেজিতও হননি। স্বাভাবিক নিয়মে আমাকে আপনার দায়িত্ব নেয়ার আদেশ দেন।

আসমার মুখ দিয়ে তার দীর্ঘ বক্তব্যটি শুনে রাসেদ আর মাধবী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলো। মাধবী উঠে এসে আসমার কপালে একটি স্নেহচুম্বন দিয়ে সালমাকে কোলের উপর তুলে নিয়ে পাশে বসে পড়লো।

বললো– তোমার কর্মস্থল কোথায় মা?

এই শহরের একটা হসপিটালের নারী ও শিশু বিভাগের আমি একজন বিশেষ বিশেষজ্ঞ।

সত্যি তুমি আমাদের গর্ব মা! শুনলাম তুমি কাজ অসমাপ্ত রেখে ঢাকা থেকে চলে এসেছো?

যখন আপার কাছে শুনলাম– তিনি আপনাদের বাসায় নিয়ে যেতে পারেননি,

www.pathagar.com

আপনারা হোটেলেই রয়ে গেছেন তখন আর না এসে পারলাম না যে মামা! কিন্তু কাজ অসমাপ্ত রেখে এলে এর জন্যে কোনো হাঙ্গামায় পড়তে হয় কিনা। সালমার আব্বাকে রেখে এসেছি, ওটা শেষ করে ফিরে আসবে। আর কথা নয় পরে ক্রমান্বয়ে সব শুনবেন। এবার দয়া করে গুছিয়ে নিন বাসায় যেতে হবে। আমাদের তিনটি বাড়ি। আমাদের একটি, মা আব্বার একটি, ফুফুর একটি। ইচ্ছা করলে আপনারা যে কোনোটিতে গিয়ে উঠতে পারেন। বলুন কোন্ বাসায় গেলে আপনারা খুশি হবেন?

আমি জানতাম তোমার আব্বার একটি মাত্র বোন ছিলো তোমার সেই ফুফুর কে কে আছে?

আমার ফুফুর কেউ নেই আবার সব আছে। আমাদের দু'ভাই বোনকে তিনিই নিজের মতো করে লেখাপড়া শিখিয়েছেন আমরাই তার সব। লেখাপড়া শেষ করে আমার এই হসপিটালে চাকরি হলো। বিয়ের পর আমি তার বাসা ছেড়ে স্বামীর বাসায় চলে এসেছি। ভাইও লেখাপড়া শিখে ভালো চাকরি পেয়ে গেলো। উচ্চ শিক্ষিত পরিবারে তার বিয়ে হলো। বউ নিয়ে তাকে চাকরি ক্ষেত্রে থাকতে হয়। আমাদের সব ক্ষেত্রে ফুফুর সোনার হাত কাজ করছে। আমরাও তাকে না দেখে থাকতে পারি না, তিনিও আমাদের চোখের আড়ালে রেখে বেশি সময় থাকতে পারেন না। ভাই যখন কোনো ভালো শহরে বদলি হয়ে যায় তখন মা আব্বাকে সাথে নিয়ে রাখে– ফুফু এতোদিন এই শহরের গার্লস হাই স্কুলের হেড মিস্ট্রেস ছিলেন। বর্তমান অবসরে আছেন। তাই ইচ্ছা মতো ভাইয়ের কাছে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসেন আবার এই শহরে এসে আমাদের নিয়ে সময় কাটান। মা আব্বা বছরের বেশির ভাগ সময় ভাইয়ের বাসায় থাকেন তাই দু'টি রুম রেখে সব ভাড়া দিয়ে রেখেছেন কিন্তু ফুফু তার বিশেষ বাড়িটি কাউকে ভাড়া দেননি। তার বাড়িটি ছোট হলেও এই শহরে তেমন আর বাড়ি একটিও নেই। তিনি সাদা জিনিস পছন্দ করেন। বাড়িটি যেমন ধবধবে সাদা রঙ করা তেমন সামনে, পেছনে, বারান্দায় সব সাদা ফুলের সমাহার। দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। যখনই সেখানে যাবেন তখন মনে করবেন এই মাত্র বাড়িটির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আমার ইচ্ছা আপনাকে সেই বাড়িতেই নিয়ে যাবো।

www.pathagar.com

নিরিবিলি প্রকৃতি পরিশোভিতা এমন বাড়িতে আপনাদের মানাবে ভালো। চলুন বেরিয়ে পড়ি। আসমা উঠে দাঁড়ালো।

রাসেদ আর মাধবী মন্ত্রমুগ্ধের মতো আসমার অনর্গল বলে যাওয়া বক্তব্য শুনছিল। কথা শেষে তার তাগাদায় তাদের চমক ভাঙ্গলো।

অল্প সময় পরেই একটা দ্বিতল বাড়ির গেটের ভেতর দিয়ে দামী প্রাইভেট কারটি গাড়ি বারান্দার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। ড্রাইভার দরজা খুলে দিলে ওরা নেমে পড়লো। সাদা পোশাক পরিহিতা একটি তরুণী এসে মাধবীর হাত ধরে উপরে নিয়ে গেলো, পেছনে পেছনে সবাই তার সাথে গিয়ে ড্রয়িং রুমে ঢুকলো। আর একটি সাদা পোশাক পরিহিত কিশোর ওদের ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে এলো। আসমা রাসেদের হাত ধরে বললো– আসুন মামা– আজকের মতো উপরের ঘরগুলো আপনাকে দেখিয়ে দিই। মাধবী সালমার হাত ধরে তাদের পিছে পিছে গেলো। বাথরুম সংলগ্ন তিনটি ঝক ঝকে সাদা বেডরুম, একটি ডাইনিং রুম, একটি কিচেন রুম, একটি বসার ঘর। সবখানে প্রচণ্ড আধুনিকতার ছাপ। আবার সবকিছুই সাদা রঙ দিয়ে মোড়ানো। দেখানো শেষ করে আসমা বললো– এর মধ্যে আপনি যেটা পছন্দ করেন সেটাতে থাকতে পারেন। মনে করুন এই বাড়ির মালিক আপনি। কাজের মেয়েটির নাম লীনা। যখন যা প্রয়োজন হবে ওর সাথে বললে যোগান দিয়ে দিবে। কাজের ছেলেটির নাম রহমত, ড্রাইভারের নাম আমিন। ওরা সব সময় আপনাদের হুকুমের অপেক্ষায় থাকবে। খাবার দাবার সবকিছু সময় মতো পেয়ে যাবেন। কোনো প্রকার অসুবিধা বোধ করলে কল করবেন সালমা অথবা আমি চলে আসবো। একেবারে নিঃসঙ্গ আপনাদের থাকতে হবে না। আব্বা মা হয়তো খুব তাড়াতাড়িই ফিরে আসবেন। তারা সেন্টমার্টিন গেছেন কিনা তাই দেরি হচ্ছে। এবার আপনারা কোনো ঘরটিতে থাকবেন দেখিয়ে দিন, লীনা ব্যাগ ব্যাগেজ সেখানে রেখে আসবে।

মাধবী সালমার কচি গালে টোকা দিয়ে বললো– আপামনি! তুমিই বলো আমরা কোন্ ঘরটিতে থাকবো। সালমা হাসতে হাসতে হাত ধরে বললো– আসুন আপনারা মাঝখানের ঘরটিতেই থাকবেন।

www.pathagar.com

সেই ঘরে প্রবেশ করে আসমা বললো– মামা! নাতিনীর নির্বাচনে আপনি খুশি হয়েছেন তো?

হ্যাঁ মা। তোমার মেয়ে যেমন বুদ্ধিমান তেমন চালাক, আমরা মোটা মানুষ তাই মাঝখানের বড় ঘরটিই বেছে নিয়েছে।

সবাই একচোট হেসে নিলো। আসমা বললো– মামা, এবার আপনারা পজিশন ঠিক করে নিন। দোয়া করবেন। আজকের মতো আসি। রাসেদ আসমার কপালে একটি স্নেহচুম্বন দিয়ে বললো– আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। মাধবী সালমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে অধরে একটি চুমো দিয়ে বললো– রাত্রি তোমার শুভ হোক।

সালমার হাত ধরে মাধবী আসমার পেছন পেছন নিচে নেমে গেলো। ওদের গাড়িতে উঠিয়ে হাত নাড়িয়ে বিদায় জানিয়ে উপরে উঠে এলো। এবার ওরা বাথরুমের কাজ সেরে অজু করে এশার নামাযে দাঁড়িয়ে গেলো।

তের.

লীনা খুব মিষ্টি মেয়ে। সুন্দরী তো বটেই তারপর আবার তার মুখভরা হাসি। রাসেদের নামায পড়া হয়ে গেলে সে দরজার সামনে এসে বললো– নানী! আপনারা খাবার টেবিলে আসুন, আমি খাবার দিয়েছি। ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে টেবিলে গিয়ে তো একেবারে অবাক? লীনা তুমি করেছো কি! খাবারের পাহাড় সাজিয়েছ, দু'টি পেট কতো খেতে পারে?

খালা আম্মার হুকুম মতো করতে হয়েছে নইলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন যে!

খাওয়া নিয়ে হুকুমদারী চলে না লীনা! পেটে যা সয় তাই খাওয়াতে হয়। আমি তোমার খালা আম্মাকে বলে দেবো। এবার থেকে আমাদের কাছে জেনে নিয়ে ব্যবস্থা করো, কেমন?

তাই করবো। আপনাদের পছন্দ মতো খাওয়াতে পারলে নানী খুব খুশি হবেন।

খালা বলতে বলতে আবার নানী এলো কোথা থেকে।

কে তিনি?

www.pathagar.com

আমাদের মনিব, এই বাড়ির মালিক।

তিনি এখানে থাকেন না?

আগে সব সময় থাকতেন। তখন স্কুলে মাস্টারী করতেন। ছয় মাস হলো চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন।

ছেড়ে দিয়েছেন না অবসর নিয়েছেন?

ছেড়ে দিয়েছেন?

তুমি বলো কি! চাকরির জন্য বাংলাদেশের মানুষ হন্যে হয়ে ছুটে বেড়ায়। আর তোমার নানী সেই সোনার হরিণ পেয়েও ছেড়ে দিলেন?

তিনি ছাড়তে চাননি, মামা খালার চাপে পড়ে ছেড়ে দিলেন।

এরপর তিনি আর বাড়ি থাকেন না?

চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর আগের মতো থাকেন না। বাড়ি ছিলেন কিছুদিন, তারপর খালা, মামার বাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মাঝে টেলিফোনে বাড়ির খোঁজ খবর নেন।

একজন স্কুল শিক্ষিকার এমন অভিজাত বাড়িতো হতে পারে না লীনা!

কেন হবে না?

বেতনের সাথে খরচের ব্যবধান যে আকাশ আর পাতাল!

খরচ বেশি না আয় বেশি?

আয়ের তুলনায় খরচের পাল্লা অনেক ভারি।

তা হবে কেন, এই বাড়ির দুই পাশে যতো বাড়ি আর দোকানপাট আছে সব নানীর। অনেক টাকা মাসে ভাড়া পান।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

তাহলে তো তোমার নানী বিরাট ধনী মহিলা।

এই শহরের বেশির ভাগ মানুষ তাকে খুব সম্মান করে। তিনি অত্যন্ত ভালো মানুষ।

যারা মাস্টারী করে তাদের সম্মানের পাল্লা সব সময় ভারি থাকে। তা তোমার নানা কোথায় থাকে?

www.pathagar.com

আমি এই বাড়িতে এসে এ পর্যন্ত তাকে দেখিনি।

তুমি জিজ্ঞেস করোনি তিনি কোথায়?

করেছি। তিনি বলেন– তোমার নানা দেশ ভ্রমণে গেছেন। আমি জিজ্ঞেস করেছি কবে বাড়ি আসবেন? তিনি বলেছেন যেদিন ভ্রমণ শেষ হয়ে যাবে।

আপনি নানার সাথে যাননি কেন?

আমি গেলে এই বিশাল সম্পদ আগলাবে কে?

এতো সুন্দর বাড়ি ছেলে মেয়ে না থাকলে মানায় না।

ফরিদ আর আসমা এখান থেকেই তো লেখাপড়া শিখলো। ওরা চলে গেছে এবার ওদের ছেলে মেয়ে নিয়ে এসে শূন্যস্থান পূরণ করবো।

নানী সত্যি করে বলুন তো– নানার সাথে আপনার ঝগড়া হয়েছে?

না। সংসার বৈরাগী কিনা তাই এমনিই চলে গেছে।

বলে যায়নি কতদিন পরে আসবেন?

আমার সাথে তার কোনো দিন দেখাই হয়নি তা বলবে কার সাথে?

নানীর কথা শুনে আমি খুব হেসেছিলাম। বললাম– দেখা হয়নি তা বিয়ে হলো কী করে?

কবুল পড়তে তো সামনে যেতে হয় না। বাইরে থেকে হলো, সেখান থেকেই লাপাত্তা।

নানী আমার সাথে কৌতুক করছে মনে করে খুব হেসেছিলাম।

তোমার কে কে আছে লীনা?

আমার মা আর দুই ভাই ছাড়া কেউ নেই। দূর গাঁয়ে বাড়ি। আমাদের কোনো জমি নেই। খুব গরীব আমরা। ভাইয়েরা দিন-মজুরী করে খায়।

এই বাড়িতে তুমি কেমন করে এলে?

আমাদের গাঁয়ে নানীর এক ছাত্রী ছিলো। তার বিয়েতে তিনি সেখানে যান, আসবার সময় মায়ের সাথে বলে কয়ে আমাকে সাথে করে নিয়ে আসেন।

কতদিন আগের কথা?

www.pathagar.com

তা দশ বার বছর তো হবেই।

তোমার মায়ের জন্য চিন্তা হয় না?

অনেকদিন পর পর বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে নানী আমার মায়ের জন্য কাপড়-চোপড় আর কিছু টাকা পয়সা দিয়ে পাঠিয়ে দেন। আমি সেগুলো নিয়ে মাকে দিয়ে আসি।

তোমাকে দেখলে মনে হয় কিছু লেখাপড়া জানো, বলতো কতদূর পড়াশোনা করেছো?

গতবার এস.এস.সি. পাশ করেছি। নানী আমার সবকিছুর খরচ দেন।

তোমার রান্না-বান্নার হাত ভালো, খেয়ে আমি খুব তৃপ্তি পেয়েছি।

আমি কি ছাই কিছু জানি! নানী হাতে ধরে শেখালেন তাই যা পারি। নানী আমার চেয়ে ভালো রান্না করতে পারেন।

এর চেয়ে আর ভালো রান্না হয় নাকি?

নানী বাড়ি আসুক দেখবেন, হয় কিনা।

তোমার নানী এসে যখন দেখবেন অপরিচিত মরদ বাড়ি দখল করে বসে আছে তখন হয়তো পুলিশ ডাকবে। বাঁচতে গেলে প্রাণ হাতে করে পালাবো না তার হাতে খাওয়ার জন্য বসে থাকবো?

লীনা হি হি করে হেসে ফেললো। বললো– আপনি যে খুব রসিক নানা। আপনি পালাতে যাবেন কোন্ দুঃখে! দেখবেন তিনি কেমন আদর-যত্ন করে রাখবেন।

কী করে বুঝলে?

আপনি বাসায় আসার আগে নানী আমাকে টেলিফোনে বলেছেন–

কী বলেছেন?

তা বলতে মানা।

আচ্ছা ঠিক আছে তোমাকে বলতে বাধ্য করছি না। কথায় কথায় রাত ভারি হয়ে গেলো, এবার তোমরা খেয়ে শুয়ে পড়ো। আমরাও বিশ্রাম করি গিয়ে।

www.pathagar.com

শোবার ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে দুগ্ধ ফেনিল শয্যায় শরীর এলিয়ে দিতেই রাজ্যের ঘুম ছুটে এসে ওদের চেপে ধরলো।

সকালে ফজরের নামায পড়ে ওরা নিচে নেমে গেলো কিছু সময় হাঁটা হাঁটি করতে। রাতে এই বাড়িতে এসেছিল তাই চারিদিকে নজর দেয়ার সুযোগ হয়নি। নিচে নেমে কয়েক পা অগ্রসর হতেই তারা বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। বিদেশী কায়দায় কি সুন্দর করে ফুল গাছের সারি, মাঝখান দিয়ে ইটের গাঁথুনিসহ সুন্দর নিকানো রাস্তা। এক মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ। কিন্তু কি আশ্চর্য! এতো ফুল গাছের ছড়াছড়ি, অগণিত ফুলের সমারোহ, সবগুলোই সাদা ফুলে পরিপূর্ণ। অন্য কোনো রঙের ফুল এই বাগানে নেই। তার মাঝখানে সাদা ধবধবে ছবির মতো বাড়িটি আরও মনোরম দেখাচ্ছে। তারা যেন কোন্ স্বপ্নালোকের সফেদ মুল্লুকে এসে পড়েছে। তাদের মুখে কোনো কথা নেই। তন্ময় হয়ে সেই বাগানের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের চোখে মুখে বিষণ্ন বিস্ময়! বাড়ির চতুর্পাশ একবার ঘুরে আবার সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেলো। মাধবী রাসেদের হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললো– দেখেছো উপরের ঝুলন্ত প্লেটে কি লেখা আছে?

রাসেদ উপরের দিকে চেয়ে ভীষণভাবে চমকে উঠলো।

ভয় পেয়ে গেলে তুমি?

শরীরে একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলাম, কেন তা জানি না।

চৌধুরী মঞ্জিল লেখা দেখে?

হবে হয়তো।

তোমার ধারণায় কে হতে পারে বলতো?

তাইতো ভাবছি। আসমা বললো– এটা ফুফুর বাড়ি। বাসেত ভাইয়ের একটি মাত্র বোন ছিলো তার নাম আফিয়া। খান্দানী ঘরের মেয়ে আবার খান্দানী ঘরের বউ, তাই তাকে আমি কোনো দিন নজরে দেখিনি। শুনেছিলাম তার দু'টি ছেলে মেয়ে। সে তো বহুকাল আগের কথা। পরে তো তার আরো ছেলে মেয়ে হতে পারে। যদি নাও হয়ে থাকে তবে দু'টি তো থাকবে। অথচ এই বাড়িতে কোনো ছেলে মেয়ে নেই আবার বাড়ির মালিক

www.pathagar.com

মহিলা। পুরুষের কোনো নাম গন্ধও নেই, আবার লেখা আছে 'চৌধুরী মঞ্জিল'। জটিল ধাঁধার মধ্যে আমরা পড়ে গেছি মাধবী! আমার শরীর নিস্তেজ হয়ে পড়েছে, পা দু'খানি অবশ হয়ে যাচ্ছে কেন বলতো?

কি জানি প্রিয়তম! আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। মনের শক্তি দেহের বল জোগায়। আমার মনের অদমনীয় শক্তিও যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে।

আমরা কি কোনো মায়ার জালে জড়িয়ে পড়েছি মাধবী!

তা ভাবি কি করে। এমন অযাচিত সম্মান, আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন, মন নেয়া ভালোবাসা, রাজকীয় আপ্যায়ন এতো কোনো মায়াবিনীর ছলনা হতে পারে না প্রিয়তম! এ যে হৃদয়ের অর্ঘ ঢেলে দিয়ে না পাওয়াকে পাওয়ার ব্যাকুলতা। এর মধ্যে কোনো মায়া নেই, আছে হৃদয় নিঙড়ানো প্রেমের পরশ বুলানো অনুভূতি।

তোমার এমন দুর্বোধ্য তাৎপর্য আমি বুঝতে পারলাম না মাধবী!

জোলেখা ইউসুফকে পায়নি বলে দমে যায়নি। বৃদ্ধ অথর্ব হয়ে গেলেও পাওয়ার সাধনা থেকে পিছিয়ে আসেনি। খোদার আরশ টলিয়ে সে ফিরে পেয়েছিল তার যৌবন সেই সাথে তার সাধনার ধন ইউসুফকে।

এ উপমা টেনে এনে তুমি কী বোঝাতে চাচ্ছো মাধবী?

আমার মনে হয় এমনই কিছু আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে।

মাধবীর কথার শেষে রাসেদ আর একবার চমকে উঠলো।

উভয়ে নীরব। গভীর ধ্যানমগ্ন আত্মা দু'টি যেন এ জগৎ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

নানা! আপনারা উপরে এসে নাস্তা খেয়ে নিন।

লীনার ডাক ওদের ধ্যান ভাঙ্গতে পারলো না। সে নিচে এসে মাধবীর হাত ধরে ঝাঁকি দিয়ে বললো– কি ভাবছেন নানী?

চমকে উঠে মাধবী বললো– কই কিছু না তো!

তবে এমন করে গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কেন, নানার সাথে ঝগড়া করেছেন?

দূর পাগলী! তা করতে যাবো কেন?

www.pathagar.com

উপরে আসুন নাস্তা করবেন না?

চলো যাই।

অনেকগুলো আইটেম দিয়ে নাস্তার টেবিল সাজানো। তা দেখে রাসেদ বললো– লীনার দুষ্টুমী গেলো না। তোমাকে বলেছিলাম না, আমাদের কাছে আগে জেনে নেবে?

ভোর বেলা আপনারা যখন নিচে পায়চারী করছিলেন তখন নানীর সাথে কথা হলো! তার ফরমায়েশ অনুযায়ী সব করেছি। তার কথা না শুনলে আবার সালমার চোখ রাঙ্গানী দেখতে হবে যে!

তোমার নানীকে বলো এমন অত্যাচার করলে আমরা পালিয়ে যাবো।

সে কী অলুক্ষণে কথা! দয়া করে অমন কথা মুখে আনবেন না, নইলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। নানী বাড়ি এসে আপনাদের না পেলে তখনই আমাকে ঘাড় ধরে পাঠিয়ে দেবেন।

বুঝেছি তুমি খুব চালাক মেয়ে, সব দিকেই বাধ দিয়ে রাখবে।

আপনি রাগ করলেন নানা?

হাসিমুখে রাসেদ বললো– সেই ভয় নেই, আমি রাগ করতে জানি না।

নানী কি বলেছেন শুনবেন?

বলো।

বাড়ির মেহমানের কাছে কি খাবেন জিজ্ঞেস করা অভদ্রতা। আইটেম বেশি হলে ক্ষতি কি! আপনাদের যেটা পছন্দ সেটা খাবেন।

তোমার দূরে পাঠানোর ব্যবস্থা করবো তেমন নিষ্ঠুর আমরা নই। তোমার নানীর ফরমায়েশই মেনে নিলাম।

আপনাদের হৃদয় বড় উদার, আকাশের মতো উঁচু। এমন পুণ্যবান মানুষের খেদমত করতে পেরে আমি ধন্য।

আচ্ছা লীনা! এই বাড়ির সামনের কার্ণিশের নিচে 'চৌধুরী মঞ্জিল' লেখা রয়েছে, তিনি কে বলতে পারো?

আমি ঠিক জানি না তিনি কে। নানী আগে অন্য বাড়িতে থাকতেন। আমি

www.pathagar.com

আসবার পর তিনি এই নিরিবিলি জায়গায় সুন্দর করে বাড়িটি বানান। সবকিছু নানীর প্লান অনুযায়ী করা হয়েছে। ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত এই প্লান দেখে অবাক হয়ে গেছেন। যেদিন উপরে ঐ নেমপ্লেটটা বসানো হয় সেদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম উনি কে নানী? তিনি বললেন– তোর কী মনে হয়? আমি বললাম– নানা ছাড়া কে হবেন! তিনি হেসে বললেন– তোর একটু বুদ্ধি সুদ্ধি আছে দেখছি। এই বাড়ির মালিক যদি কোনো দিন আসে আর আমি যদি না থাকি তাহলে তার খেদমত করতে পারবি তো?

যে নানা নানীর মনে কষ্ট দিয়ে পালিয়ে বেড়ায় আমি তার দিকে ফিরেও তাকাব না।

সে কী কথা! তোকে আমি হাতে করে মানুষ করলাম আর তুই বলছিস আমার মানুষটির দিকে তাকাবি না!

আপনি নামাযের পাটিতে বসে বসে কাঁদেন, আমি কি বুঝি না, আপনি কার জন্য কাঁদেন? আপনার মতো পুণ্যাত্মাকে যিনি কাঁদায় আমি তার কেউ নই।

ও কথা বলতে নেই লক্ষ্মীটি। তিনি তো আমাকে কাঁদান না, আমার প্রভুই আমাকে কাঁদাচ্ছেন। আমি আশাবাদি একদিন তিনিই আবার আমাকে হাসাবেন।

তাহলে তো নানার কোনো দোষ নেই, তাই না নানী?

এবার তাহলে বুঝে গেছিস?

বুঝেছি মানে! তিনি এলে রাজার মতো সম্মান দেবো, রাজভোগ খাওয়াবো। আমি খুব খুশি হবো। তারপর পুরস্কার তো আছেই।

আচ্ছা লীনা! তুমি যে নানার অপেক্ষায় আছো তিনি এলে এমন রাজভোগ খাওয়াবে। আমরা সামান্য অতিথি, আমাদের জন্য এতো বাড়তি ব্যবস্থা কেন?

কি জানি আমার কেবলই মনে হচ্ছে সেই নানা বুঝি এলো!

তিনি আসবেন একা, আমার মতো জোড়া ধরে আসবেন না নিশ্চয়ই।

তা কি করে বলি, একের অধিক বিয়ে করতে আমাদের ধর্মে তো নিষেধ নেই।

সব ক্ষেত্রে কি আদেশ নিষেধ দেখতে গেলে হয়? শিক্ষিত সমাজে ওটা একেবারেই বেমানান।

www.pathagar.com

বললো মাধবী। শিক্ষিত বলে কথা কি, ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে সব সমাজের মধ্যেই একাধিক বিয়ে হতে পারে।

তুমি তোমার নানীর অন্ধ ভক্ত। তোমার নানা পালিয়ে থেকে নিজের স্ত্রীর হক নষ্ট করছে। নিঃসঙ্গ জীবন বড় কষ্টের। নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে যখন নিস্তেজ হয়ে পড়লেন তখন তোমার নানা আর এক বউ ঘাড়ে করে মড়ার উপর খাড়ার ঘা দিতে এলো, বলো, তুমি তা মেনে নেবে?

মেনে নেয়া খুব কষ্টের তবু নিতে হবে। কেননা শেষ জীবনটা তো আর নিঃসঙ্গ থাকতে হচ্ছে না। এটাই বড় সান্ত্বনা।

বেলা একটার সময় আসমা তার ছেলে দু'টি নিয়ে এলো। উপরে উঠে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলো– কেমন লাগছে মামা?

ভালো।

আপনাদের দেখাশোনার ব্যাপারে লীনার কোনো ত্রুটি নেই তো?

না মা। সে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি করছে। তাকে বার বার বলছি আমাদের জন্য এতো করতে হবে না তা কি সে কথায় কান দেয়! বলে কি কত্রীর হুকুম না মানলে বিপদ আছে।

সে তার নানীকে খুব ভালোবাসে কিনা তাই তিনি যা বলেন ও তাই করে। আর কারও কথার কান দেয় না।

মা মনি! আমাদের ছুটি দেবে না?

অবাক হয়ে আসমা বললো– আসতে না আসতে ছুটি! আপনজনের কাছে এসেছেন, সবার সাথে কিছুদিন সময় কাটান, তারপর চাইলে থাকবেন নইলে চলে যাবেন। তাছাড়া আপনাদের ভাই বোনের ব্যাপার আমি কি বলতে পারি, বলুন?

কথা মিথ্যে নয় কিন্তু– মাধবীর সংক্ষিপ্ত জবাব।

ও ভালো কথা মামা! মায়েরা আজ বিকেলের সী ট্রাকে সেন্টমার্টিন থেকে টেকনাফ হয়ে কক্সবাজার চলে আসবেন। দু'এক দিনের মধ্যেই বাড়ি

www.pathagar.com

ফিরছেন। তিনি এলে ছুটির কথা তার কাছে বলবেন। আমি এবার আসি মামা! আমার আবার ডিউটি আছে তিন টায়।

আসমার ছেলে দু'টি নিয়ে মাধবী বসেছিল। এবার উঠে দাঁড়িয়ে ছোট ছেলেটি কোলে করে ওদের পিছে পিছে নিচে নেমে এসে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে গেলো।

যোহরের নামায পড়ে ওরা দুপুরের খাবার খেয়ে বসার ঘরে গিয়ে পাশাপাশি বসলো। রাসেদ বললো– বলতো মাধবী লীনার মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে যে রহস্যময় কথাগুলো বের হচ্ছে তা কি নিছক তার মনের আবেগ না নিশ্চিত ধারণার উপরে সেই সত্যের অবস্থান?

সম্ভবত শেষেরটা।

তার অর্থই হচ্ছে আমাদের কাউকে শেষের অধ্যায়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হবে!

ভাগ্য লিপিতে যদি তাই করা থাকে তাতো মুছে ফেলা যাবে না। প্রিয়তম!

দুঃখের পর সুখ, সুখের দুঃখ, এ যে বড় বেদনার।

ওটা এই জড় জগতের হিসাব। দুঃখ নিয়ে যদি এই জগৎ সংসার থেকে বিদায় নিতে পারি তাহলে পরজগতের শুরু হবে সুখ দিয়ে, যার কোনো শেষ নেই। যা অনন্তকাল ধরে বিরাজ করবে। সেটাই তো প্রতিটি মুমিন নর নারীর একান্ত কাম্য। সুখ দুঃখকে যে সহজভাবে মেনে নিতে পারবে তার কোনো ভয় নেই।

আধ্যাত্মিক জ্ঞান তোমার অপরিসীম তাই বড় রকমের সমস্যার মধ্যে পড়েও তোমাকে আলোড়িত হতে দেখা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ তুমি, আমি কেবল মাত্র তার একটি শিখা।

দূর থেকে মূল প্রদীপকে দেখায় অন্ধকার আর শিখা চতুর্দিক আলো ছড়ায়। শিখা তো বিচ্ছিন্ন কিছু নয়, ঐ প্রদীপেরই অংশ। প্রদীপ নিভে গেলে শিখার কোনো অস্তিত্বই থাকে না।

সব জিজ্ঞাসার জওয়াব তুমি এতো সহজভাবে দিতে পারো বলেই আমরা

www.pathagar.com

জীবনে সফলতা পেয়েছি। শেষ অধ্যায়টি কি সবকিছুকে ব্যর্থ করে দেবে মাধবী?

তা দেবে কেন! বাড়ি বানিয়ে যদি তাতে বাস করতে না পারি তাতে ব্যর্থতা আসবে কেন! একটা স্মৃতি থেকে যাবে সেটাই সফলতা।

আচ্ছা মাধবী! এই সফেদ রাজ্যকে আমার কাছে মনে হচ্ছে স্বপ্নপুরী। লীনার কাছে শুনে বোঝা গেলো একটা নিঃসঙ্গ নারী হৃদয়ের অপূর্ণ চাওয়া পাওয়া মনের আবেগ দিয়ে নতুন এক সাদা ভূবন বানিয়েছে কিন্তু কেন? রঙের খেলায় পৃথিবী উতলা। রঙিন স্বপ্নে বিভোর মানব মানবী ক্ষণিকের জন্য হলেও নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারে। এই সাদার মধ্যে অন্য কোনো রঙের আচড় নেই। এর মধ্যে সে কি সান্ত্বনা খুঁজে পায় বলতে পারো?

সাদার মধ্যে পবিত্রতা জড়িয়ে থাকে, অন্তর পরিষ্কার রাখতে এর জুড়ি নেই।

চৌদ্দ.

রাত আটটার দিকে ফারজানা আর আসমা এলো। সালাম বিনিময়ের পর আসমা বললো মামা! কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো?

রাসেদ তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো– না মা, অসুবিধা হবে কেন। বেশ ভালোই তো আছি। তোমার মেয়ে আমাদের সাথে সময় দিতে পারছে না তাই নিরানন্দের মধ্যে থাকি। আবার মনকে প্রবোধ দিচ্ছি এখন লেখাপড়ার সময়, যখন তখন সঙ্গ দিতে চাইলে ওদের ক্ষতি করা হবে। তা মা মাঝে মাঝে কথা হচ্ছে তাতেই খুব আনন্দ পাচ্ছি। বুড়ো ছেলের আবদার তো জানো মা! নাতি পুতির সাথে খেলতে না পারলে মনের খায়েশ মেটে না।

আসমা হাসতে হাসতে বললো– তা মামা সুযোগ মতো তাদের নিয়ে হেসে খেলে বেড়াবেন তাতে ওদেরও মনের প্রসারতা বাড়বে। খেলাধুলা আমোদ আহলাদ না থাকলে মেধার বিকাশ হয় না। সামনে ওদের পরীক্ষা কিনা তাই সুযোগ হচ্ছে না। পরীক্ষা হয়ে যাক দেখবেন এমন জ্বালাতন করবে তাতে আপনারা ধৈর্য রাখতে পারলে হয়। তার আগে উত্তম সঙ্গী তো

www.pathagar.com

আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। মায়েরা কক্সবাজার ভাইয়ের বাসায় চলে এসেছে। আব্বা মা মামী আগামীকাল তিনটার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছে যাবেন।

মামী কে?

আসমা হেসে ফেললো– আপনি এখনও বুঝতে পারেননি মামা?

কি করে বুঝবো মা! এসে পর্যন্ত একবারও শুনলাম না তোমার মামীর কথা! গোড়া থেকেই বলে আসছো আব্বা মা আর ফুফুর কথা। এখন আবার ফুফুর জায়গায় মামী এলো কোত্থেকে?

আসমা হাসতে হাসতে বললো– ওহো! ভুল আমারই হয়েছে যে মামা! আমি আসল কথাই বলতে ভুলে গেছি। তিনি পৈত্রিক সূত্রে ফুফু, মায়ের সূত্রে মামী। আমরা উভয় সম্বোধনই করি।

চিন্তার বলিরেখা মাথায় নিয়ে বললেন রাসেদ চৌধুরী– এবার তুমি আমাকে কোন্ বিজন বনে নিয়ে গেলে মা! আমি যে পথ হারিয়ে ফেললাম! তোমার আব্বার একটি মাত্র বোন আর তোমার মায়ের একটি মাত্র ভাই। তাদের উভয়েরই ছেলে মেয়ে আছে। তুমি ফুফুই বলো আর মামীই বলো, এই বাড়ি এসে পর্যন্ত শুনছি তার কোনো ছেলে মেয়ে নেই। তোমার দুই সম্বোধনের একটির সাথেও তো হিসাব মিলাতে পারছি না মা! এবার ফারজানা ফিক্ করে হেসে ফেলে বললো– এতো নিকটে এসেও আপনি বুঝতে পারছেন না! কেবলই বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন মামা?

কি জানি মা তোমাদের বুড়ো ছেলের মাথার মধ্যে কি পোকা ঢুকেছে সে আমাকে কোনো কিনারা পেতেই দিচ্ছে না।

আপনি আর অযথা সাঁতার কেটে কষ্ট পেতে যাবেন কেন খুব শীঘ্র কূলে উঠে যাবেন। আচ্ছা মামী! আপনি কিছু বুঝেছেন?

মাধবী হাসিমুখে বললো– প্রথম দিনেই আমি বুঝে নিয়েছি আমরা কোথায় এসে পড়েছি। তারপর তোমরা যখন এই সাদা জগতে চৌধুরী মঞ্জিলে নিয়ে এলে তখনই বুঝলাম আমাদের ভ্রমণ শেষ। একেবারে শেষ ঠিকানায় এসে গেছি।

মামাকে বলেননি?

www.pathagar.com

তোমাদের মামার উদার হৃদয়, কর্তব্যবোধই তাকে বেশি করে নাড়া দেয়। জীবনের যাত্রা পথের শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেশের কল্যাণে তার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব পালনে তৎপর ছিলো। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সবক্ষেত্রেই দেশের যে আমূল পরিবর্তন হয়েছে সেদিকে খেয়াল করবার সুযোগই পায়নি। তাই আমি বলেও ওর মনের মধ্যে চেপে বসে থাকা সন্দেহ বিশ্বাস দূর করতে পারছি না।

আপনার তীক্ষ্ম দৃষ্টি যে একেবারে গভীরে গিয়েও প্রতিফলিত হয় তা জেনে অত্যন্ত খুশি হলাম। আচ্ছা মামী! তাহলে আপনাকে তো অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

আমার জীবনে আমি পুরোপুরিই সফল। যার ত্যাগের বিনিময়ে আমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে আসতে পেরেছি এবার তারই ন্যায্য অধিকার তাকে আদায় করে দেবো। তোমাদের সাথে জড়িত সবার অন্তরের গুপ্ত কোণে যে ব্যথাটি জেগে আছে তা উপসম করবার দায়িত্ব আমারই। জানি না জীবনের বাকি দিনগুলো আর কতো যুগ আছে। যা বাকি আছে তার সবটুকুই তোমাদের দিয়ে দেবো মা!

সে কী কথা মামী! উদার হৃদয় আপনার, মোমের মতো নরম আর স্নেহ ঝরা মায়ার হাত এবার কি পাষাণে পরিণত হবে!

ভেবো না মা! যদি নিকটে না থাকি, চলে যাই দূরে, তবু বুঝতেই দেবো না আমি নেই তোমাদের মাঝে মিশে। ঠিক নজরুলের সেই গানের মতো– 'আমি চিরতরে দূরে সরে যাবো, তবু আমারে দেবো না ভুলিতে'।

সত্যি মামী, আমরা কাউকেও হারাতে চাই না। একটা মহামিলনের প্রতীক্ষায় আছি, যেদিন সেটা শেষ হবে সেদিন যেন বয়ে যায় দুঃখ শোকতাপ। প্রবল আনন্দের শিহরণ যেন সকলের অন্তর ফুড়ে বয়ে যায় জীবনের স্পন্দন থেমে না যাওয়া পর্যন্ত।

মাধবী উঠে দাঁড়িয়ে আসমাকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে অধরে একটা তৃপ্তিপূর্ণ চুম্বন দিয়ে বললো– আমার চাওয়ার সাথে তোমাদের চাওয়া এক হয়ে মিশে আছে এটা নিশ্চয়ই মহান আল্লাহরই রহস্যময় ইশারা। তাই একে অপরের প্রতি আকর্ষণ ছিন্ন হবে না কোনো দিন।

www.pathagar.com

পরদিন সকালে ভোরের মুক্ত হাওয়ায় বেড়াবার জন্য ওরা নিচে নেমে এলো। ফুল বাগানের সারির মধ্যে পায়চারী করতে করতে এক সময় রাসেদ বললো– দেখো মাধবী! জন্ম থেকে এই পর্যন্ত আমি কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দিইনি। কোনো অবৈধ পন্থাও অবলম্বন করিনি, কারও হক নষ্ট করিনি বরং অপরের হক আদায় করে দিয়েছি। তারপরেও আমি খেয়াল করে দেখেছি তুমি আমার চেয়েও অনেক বেশি সচেতন। তাই কোনো কালির আঁচড় আমাদের জীবনে লাগেনি। নৈতিক চরিত্র আমাদের অনেক উঁচুতে তুলে দিয়েছে। অনৈতিকতাকে পদাঘাত করে আমরা আজ বিজয়ী। ধর্মীয় অনুশাসন আমরা পুরোপুরি মেনে চলেছি কিন্তু কারও উপর জোর করে চাপিয়ে দেইনি। আমাদের এই গর্ব অহঙ্কার কী আজ ধুলায় মিশে যাবে?

এমন অযৌক্তিক ধারণা তোমার মাথায় আসে কি করে তা আমি ভেবে পাইনে। আমরা শহরের মধ্যে আছি অথচ মনে হচ্ছে মানুষের কোলাহল থেকে দূরে নির্জন প্রকৃতির বুকে মনোরম পরিবেশে এক শুভ্র কাননে অবস্থান করছি। ইচ্ছা করলেই এমন একটা স্বর্গীয় উদ্যান সৃষ্টি করা যায় না। আবার মনে মনে যদি কল্পনা করি আহ্! এমন একটা শান্তির আলোয় যদি বাস করতে পারতাম! তবু সেটা বাস্তব হয়ে দেখা দেয় না। যে গড়েছে এই শুভ্র জগৎ কিসে তাকে উদ্বুদ্ধ করলো? তার হৃদয় কি সাদা! সে কী কেবলই সাদা রঙ বা কাগজের সাধনা করে! সাদার প্রতি তার এতো দুর্বলতা কেন? নিশ্চয়ই কোনো এক গোপন রহস্য এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। এই রহস্যে ঘেরা জগতের সাথে আমাদের সম্পর্ক কি! যদি কোনো যোগসূত্র না থাকবে তবে কেন এখানে আমরা আসবো। আর এই মায়াময় ভূবনে অযাচিত রাজকীয় সম্মান কেন পাবো?

তোমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর কী পাওয়া যাবে না মাধবী?

এই সাদা রহস্যের আসল তথ্য বের করতে পারলে সব জিজ্ঞাসার জওয়াব এমনিই বেরিয়ে আসবে।

তুমি প্রতিটি সূত্রের উৎসের সাথে আমাকে জড়িয়ে কথা বলো অথচ আমি জানি স্বেচ্ছায় কোনো ঘটনা সৃষ্টি করে আমি জড়িয়ে পড়িনি। কেউ যদি

www.pathagar.com

আমার অজ্ঞাতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করে নেপথ্যে আমাকে ব্যবহার করে থাকে তাতে আমার কী অপরাধ? আর আমাকে কেন শাস্তি নিতে হবে।

যার কোনো অপরাধ নেই সে শাস্তি পাবে কেন? তুমি নিরাপরাধ, তোমার কোনো শাস্তি নেই তুমি কেবল পুরস্কৃত হয়ে এসেছো, তোমার জীবনের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে।

এ কী মাধবী! এই প্রথম তুমি আমাকে তোমা হতে বিচ্ছিন্ন করে দিলে, কিন্তু কেন?

তুমি সাগর আমি নদী। তোমার অস্তিত্বে আমি মিশে গিয়েছি। পৃথক করতে চাওয়ার অর্থই মৃত্যু ডেকে আনা। তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী, তুমি অমর। তোমার সত্তাতে যতটুকু মিশে আছি তাতেই আমি বেঁচে থাকবো। আমার বাঁচা কেবল তোমারই কারণে।

লীনা এসে ওদের উপরে ডেকে নিয়ে গেলো। নাস্তা শেষ করে উঠতেই টেলিফোনের রিং বেজে উঠলো। লীনা বললো দেখুন তো নানা, কে কল করলেন।

রাসেদ রিসিভার তুলে হ্যালো বলতেই অপর প্রান্ত থেকে সালাম পেশ করলো। সেও তার উত্তর দিলো।

কেমন নাস্তা করলেন নানা?

ভালোই করলাম।

লাগছে কেমন?

ভালো না।

ও পাশে থেকে হাসির শব্দ ভেসে এলো। কেন নানী বকেছে?

বকলে তো ভালো হতো। কেননা মেয়েদের হাড়ি মুখের কালি দিয়ে যা বের হয় তা খুব মিষ্টি, হজম করতে কষ্ট হয় না। আবার অপর প্রান্ত থেকে হি হি শব্দ ভেসে এলো অনেক সময় ধরে। রাসেদ বললো এই দেখো সালমা! তুমি হাসছো আর তোমার নানী রাগের চোটে ফুলে ফেপে ঘর জুড়ে বসছেন।

তাই নাকি! তা দেখেন, আবার যেন ফেটে না যায়।

www.pathagar.com

হো হো করে হেসে উঠে রাসেদ বললো আপা! তুমি তাড়াতাড়ি এসে রক্ষে করো নইলে কখন যে ফেটে পড়বে।

তা পড়ুক গে, তবে আমার মজা হবে।

কেন?

এক নানী পটল তুললে শূন্যস্থান পূরণ করতে আর এক নানী আসবে। আমি নতুন নানী পাবো কি মজাই না হবে তাই না নানা?

নতুনের প্রতি সবারই আগ্রহ, পেলে আনন্দ তো হবেই।

তাহলে প্রস্তুতি নিন, আমি ঘটকালীতে নেমে পড়ি কী বলেন?

তাই পড়ো।

দেখেন, শেষ মেষ আবার চিংড়ি মাছের মতো লাফ দিয়ে ছিটকে না পড়েন।

যদি লাফিয়ে উঠে পড়ে যাই তাতে ব্যথা পাবো না, কেননা তার মধ্যে যে আনন্দ জড়িয়ে থাকবে!

তাহলে মনে মনে পুলক অনুভব করতে থাকুন আমি এবার স্কুলে যাই।

তুমি আসবে না আপা! কেবল দূর থেকেই ঢিল ছুড়বে?

আসবো তবে জানান দিয়ে নয়। হঠাৎ করে এসে চমকে দেবো।

বিকালে আছরের নামায পড়ে ওরা নিচে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এমন সময় গাড়ির হর্ণ বাজতে শুনে মাধবী জানালার ধারে গিয়ে দেখে রহমত গেট খুলে দিচ্ছে। পর পরই একটি মাইক্রো বাস ভেতরে ঢুকে গেলো। গাড়ি থেকে যারা নামলো তার মধ্যে পরিচিত অপরিচিত সব শ্রেণী আছে। একেবারে শেষে উজ্জ্বল শুভ্র পোশাক পরিহিতা নন্দন কাননের এক অপ্সরী যেন ধুলার পৃথিবীতে নেমে পড়লো। বয়স কতো বোঝা না গেলেও তার পোশাকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে মধ্য বয়সের। মিষ্টি হাসিতে তার পবিত্র মুখখানি ভরে রয়েছে। সালমার হাত ধরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছে। আগে যারা নেমেছিল তারা ততোক্ষণে উপরে উঠে গেছে, বোঝা গেলো দরজার সামনে পদশব্দ শুনে। রাসেদ দরজা খুলে দিতেই বয়স্কা এক মহিলা ঘরে ঢুকে ভাই বলে রাসেদকে উন্মাদের মতো জড়িয়ে ধরলো। ফুপিয়ে কাঁদতে থাকলো

www.pathagar.com

সে। তার দু'চোখের পানিতে রাসেদের বুকের বসন ভিজতে লাগলো। তারও দু'চোখ ভিজে এলো। ফোঁটা ফোঁটা করে অশ্রু ঝরে পড়লো মেয়েটির মাথার চুলের উপর। ঘরের ভেতর অনেকগুলো প্রাণী বোবার মতো দাঁড়িয়ে সেদিকে চেয়ে আছে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ। কেবল একটি চাপা কান্নার ব্যথা ভরা সূক্ষ্ম আওয়াজ কানে এসে মৃদু আঘাত করছে। অনেক সময় কেটে গেলো। মাধবী যখন বুঝলো মনের ভেতর জমাট বাধা অশ্রু নিঃশেষ হয়ে এসেছে তখন এগিয়ে গিয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে তাদের উভয়ের চোখের পানি মুছে বললো– বহু সাধনার পর ভাই বোনকে এক জায়গায় করে দিলাম, এবার আনন্দ করার সময়, তা না করে চোখের পানি ফেলে কষ্ট পাওয়া কেন! শিরিনা! বন্ধু আমার! আর নয় শোক দুঃখ তাপ, এখনই তা ছুড়ে ফেলে দিয়ে হাসিমুখে আনন্দ করো।

অতীত অথচ অতি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে শিরিনা মাথা তুলে চেয়ে দেখে এককালের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাধবী তার পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। সে একেবারে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। সে কোনো কথা বলতে পারলো না। নীরবে তার দিকে গভীর বিস্ময়ে চেয়ে রইল। মাধবী হাসিমুখে তার বুকে হাত বুলিয়ে বললো– এতো অবাক হচ্ছিস্ কেন! তোর ভাইয়ের সাথে আমাকে দেখে! না তুই যাকে দেখতে চাস্‌নি তাকে একেবারে সাদা মঞ্জিলে দেখতে পেয়ে?

আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি এই ভেবে– কি করে সম্ভব হলো মৃত মানুষের সাথে জীবিত মানুষকে একত্রে দেখা?

রাসেদ শিরিনার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো– তোমার মতো আমার আজও হৃদয়ে বিস্ময় জেগে আছে। পৃথিবীর সব মানুষই জানে রাসেদ নামের ছেলেটিকে ডুবিয়ে মারা হয়েছে। ইহজগতের সাথে তার সব সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে। অনন্তকাল ধরে অনুসন্ধান করলেও তাকে কেউ খুঁজে পাবে না। অথচ আমি স্বশরীরে তোমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আমি কি প্রকৃতই রাসেদ না তার প্রেতাত্মা। কেউ মরে গেলে কোনো দিন তাকে স্বশরীরে দেখতে চাওয়ার আশায় যদি যুগ যুগ সাধনা করা হয় তবু কি জীবন্ত

www.pathagar.com

মানুষটিকে দেখতে পাওয়া যায়! হয়তো মানুষের আকারে তার প্রেতাত্মাকে দেখা যেতে পারে।

তুমি তো তা নও ভাই! প্রেতাত্মা তো কোনোক্রমেই বিয়ে করে ঘর সংসার করতে পারে না।

পেছন থেকে একজন একটি হাত রাসেদের কাঁধে রেখে বললো– তুমি দেখছি দিব্বি একজন জলজ্যান্ত মানুষ এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে সে কোন্ যাদুকর যার মন্ত্রে বশীভূত হয়ে অদৃশ্য জগতে বাস করতে?

রাসেদ পেছন ফিরে চেয়ে দেখে ক্রাচে ভর করে বাসেত ভাই দাঁড়িয়ে আছে মুখে তার প্রশান্ত হাসি। তা দেখে সে স্থির থাকতে পারলো না। দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললো– এ কী! বাসেত ভাই যে! তোমার বাম পা'টার এমন অবস্থা কেন?

তুমি একদিন বলেছিলে– মুসলমান ভাই ভাই। তোমার কথাটি শাস্ত্রবাক্য বিধায় আমরা তার প্রতি বিশ্বাসী ছিলাম। তাই পশ্চিম থেকে অবাঙালী মুসলিম ভাইয়েরা যখন সাহায্যের হাত প্রসারিত করে দিলো তখন আমরা হৃদয়ের আবেগ দিয়ে সেই হাতকে দয়ার হাত মনে করে আঁকড়ে ধরেছিলাম। ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি করে ভেবেছিলাম পরস্পরে মিলে স্বর্গভূমি বানাতে পারবো। কিন্তু ঐ হাতের মুঠোর মধ্যে যে বিষ লুকানো ছিলো তা কোনো দিন দেখতে পাইনি। কেননা আমরা ভ্রাতৃপ্রেমে ছিলাম বিভোর। সেই সুযোগে তারা কৌশলে দিনে দিনে আমাদের রক্ত চুষে শক্তি বৃদ্ধি করে নিলো। কোনো দিন বুঝতেই পারিনি ভাই হয়ে এসে স্নেহের আবেগে যারা আমাদেরকে তাদের শেরওয়ানীর নিচে টেনে নিলো ওরা আসলেই ভাই নয় রক্তচোষা জোঁক। যেদিন তাদের সেই হাতের মুঠা আলগা করে বিষ আমাদের কণ্ঠনালীতে ঢুকিয়ে দিলো সেদিনই বুঝলাম আমরা প্রতারিত হয়েছি। ভাইয়ের পরিচয় মুছে গেলো শুরু হলো রক্তের হোলি খেলা। জাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম তরুণ যুবকদের প্রতি যে দায়িত্ব এসে গেলো তা থেকে পিছিয়ে থাকতে পারিনি। শেষ মুহূর্তে

www.pathagar.com

সম্মুখ যুদ্ধে অকস্মাৎ হানাদারের এক গুলি এসে আমার বাম পা খানা উড়িয়ে নিয়ে গেলো।

রাসেদ অবাক হয়ে বাসেতের কথা শুনছিল। সে উচ্ছ্বাসিত হয়ে বাসেতকে গাঢ়ভাবে বুকে চেপে ধরে বললো– তুমি সফল মুক্তিযোদ্ধা। তোমাকে নিয়ে কেবল আমরাই নই দেশ জাতি গর্ব অনুভব করে। ইতিহাসের পাতা থেকে কোনো দিন তোমার নাম মুছে যাবে না। কিন্তু আমি ভেবে অবাক হচ্ছি তুমি খান্দানী পীর বংশের ছেলে। পীরত্বের তকমা তোমার গলায় ঝুলছে। তুমি যে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেবে সে যে কল্পনারও বাইরে! কে সেই মহান ব্যক্তি যার অনুপ্রেরণায় তুমি আবহমান কাল ধরে বয়ে আসা বংশীয় রীতি নীতির গণ্ডি পেরিয়ে বাইরে আসতে পেরেছো?

রাসেদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বাসেত খুব উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। তার হাসিতে ঘরের মধ্যে যারা ছিলো সবাই চমকে উঠে তার দিকে দৃষ্টি ফেরালো। এমনভাবে অট্ট হাস্য তার মুখ দিয়ে কেউ কোনো দিন শোনেনি। এক সময় হাসি থামিয়ে বাসেত বললো– অনেক পুঞ্জিভূত ব্যথা হৃদয় জুড়ে জমাট বেধে আছে শত চেষ্টা করেও তা অপসারণ করতে পারিনি। তাই আমার মুখ দিয়ে কোনো দিন এমন উচ্চ হাসি বের হয়নি। আজ তোমার কথা শুনে এমনই উচ্চস্বরে হাসতে পারলাম কেন বলতো?

তাতো জানি না ভাই!

আমি বলি, শুনে নাও। যে বিজ্ঞ ব্যক্তির অনুপ্রেরণায় আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি সেই যদি বলে– কে তোমার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিলো, তার উত্তরে উচ্চ হাসি দেয়া ছাড়া বিকল্প কী থাকতে পারে বলো?

তুমি দেখছি আমাকেই ইঙ্গিত করছো, কিন্তু আমি তো সেই সময় তোমাদের মাঝে ছিলাম না ভাই!

একজন শিক্ষক তার ছাত্র ছাত্রীদের বিদ্যা শিক্ষা দেয়, জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে। তার শেখানো বিদ্যা শিক্ষার্থী যথাযথভাবে পালন করছে কিনা তা দেখার জন্যে কি তাকে সমস্ত জীবনব্যাপী ঐ ছাত্র ছাত্রীদের সাথে মিশে থাকতে হয়?

www.pathagar.com

তারপরেও কথা থেকে যায়। দুই ভাই আর কতো সময়ইবা মেলামেশা করেছি! একটা জীবনের কাছে তা ক্ষণকালমাত্র। এর মধ্যেই আকাশ পাতাল ব্যবধানের মতো জটিল বিষয় এমন বিস্ময়করভাবে পরিবর্তন ঘটাতে পারবে তা কোনো কবি বা শিল্পীর কল্পনায়ও স্থান পায় না।

এমন কোনো জটিল বিষয় নেই যা পরিকল্পনা ছাড়াই সেই মহাশিল্পী বাস্তবায়ন করতে পারেন না। আমার অন্তরে একটা দুর্বলতা ছিলো আজ তোমাকে দেখে তা দূর হয়ে গেছে। আমি আজ ঈমানের পূর্ণতা পেয়েছি। একটা জিজ্ঞাসার জওয়াব পেতে যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করছি। আমরা ধরেই নিয়েছিলাম এই নিষ্ঠুর পৃথিবীর বুকে মনের জিজ্ঞাসার উত্তর পাবো না। আচ্ছা রাসেদ বলতো– শমসের ভাই আমাদের কাছ থেকে তোমাকে বের করে নিয়ে গিয়ে কী করেছিল?

বাইরে নিয়ে গিয়ে কাগজ কলম আমার হাতে দিয়ে তালাক নামা লিখে দিতে বললো–। আমি তখন তাদের দলবলের চাপে পড়ে বাধ্য হয়ে একটি সাদা কাগজের নিচে আমার নাম লিখে বললাম– নাম সই করে দিলাম এবার আপনারা যা খুশি লিখে নিতে পারেন। 'পরে লিখবো' বলে কাগজটি ভাঁজ করে পকেটে পুরে আমাকে অতিদ্রুত খালের ধারে টেনে নিয়ে গেলেন। নাম শুনেছিলাম দলের সর্দার রজব আলী। তার কানে কানে কি বলে তিনি ফিরে আসেন। ওরা নৌকায় তুলে কোন্ দিকে নদীতে নিয়ে গিয়েছিল তা জানি না। এক সময় হঠাৎ করে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হাত পা বেঁধে নদীর মধ্যে ফেলে দিলো। এরপর কি হয়েছিল তা আমি জানি না।

রাসেদের কথা শেষ হতেই সবাই আর্তনাদ করে উঠলো। পেছনে কে একজন অজ্ঞান হয়ে ঘরের মেঝের উপর লুটিয়ে পড়লো। চেহারায় আতঙ্কের ছাপ, অন্তর ফুঁড়ে বেদনার স্ফূরণ সাদা স্বর্গের মনোরম গৃহখানি ভরে গেলো। মাধবী ছুটে গেলো তার কাছে যে জ্ঞান হারালো। লীনার সহযোগিতায় মাথায় ঠাণ্ডা পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরানোর চেষ্টায় সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়লো। নিজের আঁচল ভিজিয়ে তা দিয়ে বার বার চোখ মুখ মুছে দৃষ্টি

www.pathagar.com

খোলবার চেষ্টা করছিল। আর যারা সেখানে উপস্থিত ছিলো তারা বিস্ময় ভরা দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইল। অনেক সময় পর জ্ঞানহারা শুভ্র, সাদা মহিলাটি যখন দৃষ্টি মেললো তখন মাধবী হাসিমুখে বললো– হৃদয়ের মধ্যে জমাট বাধা সব শোকতাপ দুঃখ বেদনা ভুলে যাও বোন! জীবনের শেষ অধ্যায় তোমার সাধনার ধনকে ফিরিয়ে এনেছেন। কথা শেষ করে মাধবী তাকে ধরে তুলে খাটের উপর পাশাপাশি বসে পড়লো। আরও কিছু সময় নীরবে কেটে গেলো। এক সময় শিরিনা বললো– শমসের ভাইয়ের অমানবিক আচরণের কথা আমরা অনেক দেরিতে শুনি। আর তোমাকে যে ডুবিয়ে মারা হয়েছে সেকথা রজব আলী নিজের মুখে স্বীকার করেছে তাই আমরা হতাশ হয়ে কেবল খোদার কাছে দোয়া করেছি তোমার আত্মার মুক্তির জন্য। পৃথিবীর আলো বাতাসে বাস করে শ্রেষ্ঠ জীবের মধ্যে এমন নৃশংস ঘটনা ঘটাবার নজির অনেক দেখা যায়। কিন্তু আমাদের মতো সমাজের মধ্যে এমন পশুর ন্যায় আচরণ করবার মানুষ থাকবে তা মেনে নিতে সত্যি কষ্ট হয়। তোমাকে পেয়েছি, আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রতি করুণা করেছেন। তার দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া জানাই। আচ্ছা ভাই! এর পরের ঘটনাটি কে জানে?

তোমার বন্ধু মাধবী।

শিরিনা চমকে উঠে বললো– সে যে বড় অলৌকিক ব্যাপার! যার সাথে তোমার দীর্ঘ চার বছরেরও বেশি সময় দেখা সাক্ষাৎ তো দূরের কথা কোনো প্রকার যোগাযোগও ছিলো না সে মুহূর্তের মধ্যে দৃশ্যপটে এলো! এ যে বিশ্বাস করা বড় কঠিন।

আমিও একদিন বিশ্বাস করতে চাইনি কিন্তু পরিস্থিতি আমার অবিশ্বাস দূর করে দিলো।

শিরিনা মাধবীর হাত ধরে বললো– বন্ধু আমার! জানি তোর চাওয়া পাওয়া ছিলো পবিত্রতার লেবাছে মোড়া। তুই যে তোর সাধনার ধনকে পাবি তা আমি নিশ্চিত ছিলাম। কিন্তু যেদিন আমাদের চাপে পড়ে বাসেত ভাই একটা নিরীহ কিশোরী মেয়েকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো তারপর পরই তাকে

www.pathagar.com

মৃত্যুর গুহায় ভরে দেয়া হলো। তুই কোথা থেকে কিভাবে তাকে পেলি?

মাধবী শুভ্রবসন পরিহিতার কাঁধে হাত রেখে বললো– আমার এই বোনকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটলো তাতেই প্রভু আমার ভাগ্যের দুয়ার খুলে দিলেন। নইলে অবিশ্বাস্য হলেও এমন বাস্তব সত্য কারও জীবনে প্রতিফলিত হয় না। আমি ওকে অন্তর দিয়ে পেতে চেয়েছিলাম সত্য। আমার প্রেমে কোনো উগ্রতা ছিলো না। তাই আমাদের প্রেম প্রভু প্রেমের মধ্যে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এরপর মাধবী বরিশাল বি.এল. কলেজে পড়া, নাসিমার সাথে বন্ধুত্ব হওয়া, তার কাছে ইসলামী শরিয়তের অবশ্য পালনীয় বিষয়গুলো জেনে নেয়া, আল কুরআন শিক্ষা করা থেকে শুরু করে গোলযোগের সময় হোস্টেল ছেড়ে রাতের অন্ধকারে কিভাবে বাড়ি ফিরছিল, নদীর ঘাটে এসে রাসেদকে কিভাবে পেলো, তারপর সে কি করলো, কিভাবে বাড়ি নিয়ে গেলো, কেমন ভাবে সেবা শুশ্রূষা চিকিৎসা করলো, মা বাবার কাছে তার পরিচয় কিভাবে দিলো আদ্যপান্ত সব ঘটনা খুলে বললো। ঘরের ভেতরে পিন পতন নীরবতা বিরাজ করছিল। বাস্তব ঘটনাগুলো এমন তন্ময় হয়ে শুনছিল ছন্দ পতন যেন না হয় তাই কেউ জোরে নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গিয়েছিল।

মাগরিবের আযানের ধ্বনি ভেসে এসে সকলের চমক ভাঙ্গালো। মাধবী বললো– আগে পরম প্রভুর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে নিই তারপর আবার শুরু করবো।

সকলে উঠে অযু করে নামাযে রত হয়ে গেলো। নামায শেষে হালকা চা নাস্তা খেয়ে ওরা সকলে আবার খাটের উপর গোল হয়ে বসে গেলো। মাধবী বললো– আমার সেবার ধরন দেখে মা বুঝে নিয়েছিলেন ছোটদার বন্ধু বলে আমি যে পরিচয় দিয়েছি কেবল তাই নয় আরও কিছু আছে তিনি প্রথমে আপত্তি করেছিলেন কিন্তু বাবা কিছু বলেননি। তার এই নীরব সমর্থন আমাকে শক্তি জুগিয়েছিল।

দেশে তখন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। নিরাপত্তার জন্য যে যেদিকে ভালো মনে করছে সেদিকেই চলে যাচ্ছে। সপ্তাহ তিনেক পর ছোটদা আর ইন্দ্রানী

www.pathagar.com

ঝালকাঠি ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে এলো। আমাদের উভয়কে এক জায়গায় দেখে ওরা যেমন অবাক হলো তেমন খুশি হলো। ইন্দ্রানী আমাদের উভয়কে জড়িয়ে ধরে খুব আনন্দ প্রকাশ করলো। কিছুদিন পর এখানে অবস্থান করা নিরাপদ নয় ছোটদার কথামত আমরা কলকাতার বড়দার বাসার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। এরপর মাধবী অসহনীয় কষ্ট সহ্য করে কিভাবে কতো দিনে রাসেদের বাড়ি পৌঁছালো, সেখানে তার মা বাবা তাদের কেমন আন্তরিকতা সহকারে গ্রহণ করে নিলেন তা বর্ণনা করলো। এখানে কয়েকদিন অবস্থান করে তাদের সেখানে রেখে রাসেদ ছোটদা বড়দার খোঁজে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। ওরা ফিরে না আসাতে আমাদের উভয়ের পরিবারের সকলে খুব চিন্তিত ছিলেন। আমি তাদেরকে বোঝাতে পেরেছিলাম ওদের বিবেকবান যুবকেরা দেশের এই দুর্দিনে চুপ করে বসে থাকতে পারে না। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস তারা মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছে। ওরা চলে যাওয়ার প্রায় মাসখানেক পরে ওদের এলাকায় হানাদাররা জ্বালাও পোড়াও হত্যাযজ্ঞ শুরু করে দিলো। আমি ধৈর্যের সাথে আমাদের উভয়ের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বড়দার বাসায় চলে যাই। বড়দা সুজাতা বৌদি আমাদেরকে সাদরে গ্রহণ করে নিলো। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে আমরা ভেবেছিলাম ওরা কোলকাতায় দাদার বাসায় ফিরে আসবে। কিন্তু দু' সপ্তাহ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও যখন ওদের পেলাম না তখন সবাই ভীষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলাম। রাসেদের পরিবারের সকলে দেশে ফিরে আসবার জন্য ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাদের নিয়ে আমি ওদের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখি সেখানে পূর্বের কোনো ঘরবাড়ি নেই। ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপের উপর একটি কুঁড়ে ঘরে গিয়ে আমরা উঠে পড়লাম। সেদিন গভীর রাতে রাসেদ বাড়ি ফিরে এলে তার ভাই বোনেরা মিলে আমাদের বিয়ের কাজ সমাধা করে দেয়।

বাসেত বললো– রাসেদ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার কয়েক দিন পরে আমি খুব কষ্ট করে রাসেদদের বাড়িতে তার খোঁজে গিয়েছিলাম কিন্তু তাকে পাইনি কেন?

কতদিন পরে?

www.pathagar.com

ও নিখোঁজ হওয়ার পর সেই রাত থেকে কয়েক দিন এলাকায় খোঁজ করেও যখন তাকে পেলাম না তখন বাড়ি ফিরে এসে পর দিনই আমি গিয়েছিলাম। সম্ভবত আট দিন পরে।

তখনও সে ভালো করে জ্ঞান ফিরে পায়নি। আমার চোখের পানি তাকে ধৌত করছিল। আপনি ওর বাড়ি গিয়ে কি করে পাবেন!

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমি শিরিনা অনেকগুলো চিঠি দিয়েছি উত্তর পাইনি কেন?

কতদিন পর?

আমার পায়ের চিকিৎসার ব্যাপারে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। তা প্রায় পাঁচ ছয় মাস পর।

তখন তো আমরা কেউই গ্রামের বাড়িতে ছিলাম না। ও সেনাবাহিনীতে চাকরি নিয়ে চলে গেলো, আমি বাবা মা ভাই বোনদের নিয়ে শহরে এলাম, আপনাদের চিঠি আমাদের না পাওয়ারই কথা।

তোমরা আমাদের খোঁজ নাওনি কেন?

তেমন কোনো পথ আমরা পাইনি।

গোলযোগের কয়েক মাস না হয় সম্ভব হয়নি কিন্তু স্বাধীন হওয়ার চার মাসের মধ্যে আপনাদেরই দরকার ছিলো স্বশরীরে গিয়ে খোঁজ খবর নেয়া। আপনি না হয় পঙ্গু হয়ে গিয়েছিলেন বলে যেতে পারেননি তাই বলে কি আর কাউকে পাঠানো যেতো না? তারপরেও আমি রাসেদকে বলেছিলাম আমরা একবার বরিশাল থেকে ঘুরে আসি। ও বলেছিল– যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সাথে জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করেছি ভয় পাইনি। বরিশালের নাম শুনলে আতঙ্কে আমি শিউরে উঠি। বাংলাদেশের যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যাওয়ার কথা বলো কিন্তু বরিশালের কথা বলো না। যারা আমার আপনজন তারাই আমাকে মৃত্যু গুহায় পাঠিয়ে দিলো। মরে গেলাম কি বাঁচলাম সে সংবাদ যখন তারা নেয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না তখন আমরা কোন্ মুখ নিয়ে সেখানে যেতে পারি। তারপরেও একটা দাবি নিয়ে হয়তো যেতে পারতাম তাও তারা ছিনিয়ে নিলো।

www.pathagar.com

মাধবীর কথা শেষ হতেই শিরিনা হঠাৎ করে রাসেদের পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো। রাসেদ তাকে দু'হাতে ধরে তুলে বুকে জড়িয়ে নিলো। বললো– এ কেমন ছেলেমি করছিস শিরিনা! ছি! এমন করে পায়ে ধরে কাঁদতে নেই।

রাসেদ ভাই।

কি বোন?

আমার অপরাধ গুরুতর তুমি ক্ষমা করে দাও।

তোর কোনো দোষত্রুটি আমি খুঁজে পাইনি বরং তো সাফল্যের দিকটা আমার মনে বড় আনন্দ দিয়েছে।

কী সেটা?

পীর বাড়ির বউ হয়ে অবরোধের দুর্ভেদ্য প্রাচীর ডিঙিয়ে ছেলে মেয়েদের আলোকময় ভূবনে প্রবেশ করাতে পেরেছিস তাতে সত্যি আমি গর্বিত। মাঝখানের এই দীর্ঘ বিচ্ছেদ এই মুহূর্তে আমার একটুও মনে হচ্ছে না। তোর সাফল্য সবকিছুকে ঢেকে দিয়েছে।

তোমার ধারণা ঠিক নয় ভাইজান! ছেলে মেয়েদের আধুনিক মানের উন্নত শিক্ষা-দীক্ষায় গড়ে তোলায় তোমার ভাই এবং আমার কোনো কৃতিত্ব নেই। এর পেছনে ধৈর্যশীল, অসীম মনোবলের এক পবিত্র নারীর শুভ্র হাত কাজ করেছে।

কে তিনি?

নাম না বললেও তুমি বুঝে নেবে আশা করি। আচ্ছা ভাইজান! ভাবীর কথা মনে পড়ে?

সে তো তোমার পাশেই বসে আছে।

ওতো ছোট ভাবী, বড় ভাবীর কথা?

সে তো কেবল পাঁচ মিনিটের জন্য ছিলো।

ভাবী তা স্বীকার করে না।

www.pathagar.com

না করলে ভুল হবে। ইসলামী শরিয়তে তালাক মানে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া।

ভাবী বলেছে স্বামী স্ত্রীর বন্ধন তারা নিজেরা ছিন্ন করতে পারে আর কারো অধিকার নেই অপরেরটা বিচ্ছিন্ন করে। এর জওয়াবে তুমি কি বলবে?

আমি যে নিজ হাতে একটি সাদা কাগজে সই করে দিয়েছি।

কেবলমাত্র নাম লিখে দিলেই তালাক হয়ে গেলো! তুমি মুখে মুখে বলেছিলে?

না। তবে তাদের লিখে নেয়ার দায়িত্ব দিয়েছিলাম।

যদি তারা কিছু না লিখে থাকে?

যার জন্য তারা আমার প্রতি নির্দয় ব্যবহার করলো। তারা হাতে পেয়েও ইচ্ছামত কিছু না লিখে রেখে দেবে তা বিশ্বাস করা যায় কী করে?

তোমার ধারণার সাথে ভাবীর কথার কোনো মিল নেই। আমরা এখনও কিছুই জানি না কিসের উপর ভিত্তি করে সে তার জীবনের যাত্রাপথ তৈরি করে নিয়েছে। যুগের পর যুগ পার হয়ে গেলো অথচ সেই কিশোরী মোহ-সীনা আজও কার প্রতিক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে বলতে পারো ভাই?

রাসেদ চমকে উঠে বললো– এ বড় জটিল প্রশ্ন শিরিনা! যৌবনের ধর্মকে পৃথিবীর কোনো জাতি অস্বীকার করতে পারিনি। কঠিন ব্রত নিয়ে যারা যৌবনের চাহিদাকে অস্বীকার করে সংযম পালনের নামে চিরকুমার-চিরকুমারী থেকেছে, জীবন সায়াহ্নে এসে তাদের আক্ষেপ করে বলতে শোনা গেছে, কিছুই পেলাম না, ব্যর্থ জীবন নিয়েই বিদায় নিতে হচ্ছে।

ভাবীকে তো সেই অর্থে চিরকুমারী বলা যাবে না ভাই! একটা সামাজিক বন্ধনের মধ্য থেকেই সে কুমারিত্ব বজায় রেখেছে। তার সাধনা হৃদয়ের প্রেম প্রভু প্রেমের মাঝে বিলীন করে দিয়েছে। তার একান্ত বিশ্বাস নিখোঁজ স্বামীকে সে একদিন ফিরে পাবে। এই বিশ্বাসই তার অসীম মনোবল বৃদ্ধি করে দিয়েছে। সে নিজে যেমন ধৈর্য ও সাহসিকতার সাথে সামাজিক গোঁড়ামীর গণ্ডি পেরিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে তেমন আমার ছেলে মেয়ে

www.pathagar.com

দু'টিকে নিজের মনের মতো করে তৈরি করেছে। শুধু তাই নয় হৃদয়ের সঞ্চিত প্রেমের পরশ দিয়ে তিলে তিলে এই সাদা মঞ্জিল গড়েছে। জানি না সাদার প্রতি কেন তার এতো দুর্বলতা! যেদিন দ্বিতলের কার্ণিশের নিচে চৌধুরী মঞ্জিলের নেমপ্লেট বসালো– সেদিন তার অন্তরের ব্যথা অনুভব করে আমি খুব কেঁদেছিলাম। সে তার সাদা ওড়নার আঁচলে আমার চোখের পানি মুছে বলেছিল– তুমি কেঁদো না ভাবী! আমি জানি সে একদিন আসবে, আর এই সাদা মঞ্জিলেই আমাদের মিলন হবে। আমি জানতে চেয়েছিলাম তোমার এই সাদা স্বর্গের রহস্য কী? সে বলেছিল এর উত্তর আমাকে দিতে হবে না, যেদিন আসবে আমার প্রিয়তম, সেদিনই তোমাদের সব জিজ্ঞাসার জওয়াব পেয়ে যাবে।

মাধবী আবার বললো– যদি কোনো জ্বলন্ত প্রমাণ তোমার সামনে পেশ করা হয় তুমি তা মেনে নেবে?

কি এমন প্রমাণ থাকতে পারে সেটাই আমার প্রশ্ন।

একটি মাত্র প্রমাণেই সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে, সেই সাথে সাদা মঞ্জিলের রহস্যও উন্মোচিত হয়ে পড়বে। কথা শেষ করে অল্পক্ষণের মধ্যে শিরিনা শুভ্রবসন পরিহিতাকে রাসেদের সামনে এনে দাঁড় করালো। বললো– এই তোমার প্রথম স্ত্রী মোহসীনা আর এই সেই প্রমাণ পত্র। একটি ভাঁজ করা সাদা কাগজ রাসেদের হাতে তুলে দিলো! কম্পিত হস্তে সেটা খুলে দেখে প্রবল মানসিক উত্তেজনায় রাসেদ মোহসীনাকে জড়িয়ে ধরলো। সেই মুহূর্তে খোলা জানালা দিয়ে একটি স্বর্গীয় সুন্দর সৌরভ ঝড় হাওয়ার মতো ছুটে এসে ঘরখানি আচ্ছন্ন করে দিলো। সেই সৌরভে সবার মনপ্রাণ আন্দোলিত হয়ে প্রশান্তিতে ভরে গেলো।

www.pathagar.com

ISBN 984-300-003083-4

খেয়া প্রকাশনী, ঢাকা

www.pathagar.com